বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

প্রহরী

শওকত হোসেন

সুবম প্রকাশনী
SUVOM

শুভম

বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন-২০

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

প্রহরী

শওকত হোসেন

বেপরোয়া যুবক টমাস রলিংস।
শত্রুপক্ষের হামলা এড়াতে
চলে এলো পশ্চিমে। ক্যানসাসের ছোট এক শহরে
এসেই জড়িয়ে পড়লো নতুন ঝামেলায়।
বিচিত্র কৌশলে প্রায় আড়াই লাখ ডলারের চালান
ছিনিয়ে নেবার পাঁয়তারা করছে একদল দুর্বৃত্ত।
শহরের মার্শাল রড মরগানও এদিকে নিখোঁজ।
ঠেকাবে কে?
ঘটনাচক্রে টমাসের কাঁধেই চাপলো দায়িত্ব।
ক্রমশ এগিয়ে আসছে বিপদ।
চারদিকে শত্রু।
কাকে বিশ্বাস করবে ও?
কি হতে যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত?

আঠার টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১

শুভম

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন
কাজি মাহবুব হোসেন ঃ
আলেয়ার পিছে
পাতকী
রক্তাক্ত খামার
জ্বলন্ত পাহাড়
মানুষ শিকার
ভাগ্যচক্র-১, ২
আর কতদূর
বাঁধন
রাইডার
খোন্দকার আলী আশরাফ ঃ
কাঁটাতারের বেড়া
লড়াই
ডাইনী
রওশন জামিল ঃ
ফেরা
ওয়ানটেড
শওকত হোসেন ঃ
প্রতিপক্ষ
দখল

একখণ্ডে সমাপ্ত

প্রহরী

ওয়েস্টার্নের বিংশতিতম
রোমাঞ্চোপন্যাস

শওকত হোসেন

SUVOM

ওয়েস্টার্ন

প্রহরী

শওকত হোসেন

SCAN & EDITED BY:

Suvom

WEBSITE:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৮৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আসাদুজ্জামান

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪, সেগুন বাগিচা,
ঢাকা-২

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
ফোন : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও বক্স নং ৮৫০

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১

PROHARI
By Shawkat Hossain

প্রহরী

শওকত হোসেন

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক।
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে
এর কোনও সম্পর্ক নেই।
।। লেখক ।।

এক

পাঁজরের ওপর প্রচণ্ড লাথি খেয়ে ভেঙে গেল ঘুম, তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো ও। এক পা পিছিয়ে গেল লোকটা, হাতে উদ্যত পিস্তল।

'নেমে পড়ো!' বললো সে।

'এখন? মাথা খারাপ? মারা পড়বো তো!'

'নইলে গুলি খাবে।'

পিস্তলের কালো নলের দিকে এক নজর চাইলো টমাস। 'ওসবে ভয় পাই না। চাইলে এখনই কেড়ে নিতে পারি ওটা, তবু নেমে যাচ্ছি।'

ঘুরে এগিয়ে গিয়ে ওয়াগনের রেলিং ধরে বাইরে ঝুলে পড়লো ও। গতি অনুমান করার চেষ্টা করলো এক মুহূর্ত, তারপর হাত ছেড়ে দিলো ঝপাৎ করে মাটিতে পড়েই ডিগবাজি খেয়ে সিধে হয়ে দাঁড়ালো। ধুলোর মেঘ ভেদ করে একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

'...আর এই ধরো তোমার নোংরা ঝোলা!'

কয়েক শো গজ সামনে উড়ে এসে পড়লো একটা বাণ্ডিল। আস্তে আস্তে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলো ট্রেনটা।

কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বিড়বিড় করে উঠলো টমাস

রলিংস্। 'আচ্ছা। দেখা যাবে।...' আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে চারদিকে চোখ বুলালো।

রেললাইনের পাশের উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ও, শূন্য প্রান্তরের বুকে এঁকেবেঁকে সামনে চলে গেছে লাইনটা। বাতাসে দুলছে লম্বা লম্বা ঘাস, আর কিছু নেই কোথাও।

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পাগল হওয়ার দশা হয়েছে ওর। ট্রেন থেকে পতনের ফলে পুরোনো ক্ষতের সঙ্গে যোগ হয়েছে আরো কিছু, জায়গায় জায়গায় ছড়ে গেছে দেহের চামড়া।

আবার চারদিকে তাকালো ও। আর যা হোক এখানে অন্তত ওকে খুঁজে পাবে না কেউ। ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করলো টমাস।

হঠাৎ মনে পড়লো ট্রেন থেকে ছুঁড়ে দেয়া বাণ্ডিলটার কথা। পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছুই তো সঙ্গে আনেনি ও; সবই ফেলে এসেছে। ওটা এলো কোত্থেকে?

প্রাণ বাঁচাতে পালাচ্ছিলো ও। চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়ার আগে কারো সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। শত্রুদের চেহারা না দেখলেও পেছনে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে ওদের পায়ের আওয়াজ। নিরস্ত্র অবস্থায় ট্রেনটা ছিলো বাঁচার একমাত্র অবলম্বন। দৌড়ের ওপরই উঠে পড়েছিলো দ্রুতগতির ট্রেনটায়, তারপর ক্লান্তি আর অবসাদে ঢলে পড়েছে ঘুমের কোলে।

এক আধবার ঘুম ভাঙলেও জেগে থাকতে পারেনি, ক্লান্তিতে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে চোখের পাতা। কমপক্ষে দুটো দিন কেটে গেছে ট্রেনেই। এখন তাহলে কোথায় আছে ও?

হাঁটতে হাঁটতে বাণ্ডিলটার কাছে এসে দাঁড়ালো রলিংস্। খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওটার দিকে, ঝোপের ভেতর পড়ে রয়েছে একটা

ক্যানভাস হ্যাভারস্যাক, একটা কম্বল।

উবু হয়ে বাণ্ডিলটা তুলে নিলো ও। বেশ ভারী। একবার ভাবলো, কার না কার জিনিস, থাকুকগে পড়ে—কিন্তু কম্বলের কথা ভেবে মত পাল্টাতে হলো। হিসেবে ভুল না হলে, সবচেয়ে কাছের শহরটা দশ-বারো মাইলের কম দূরে হবে না। রাত নামলে গায়ে দেয়ার মতো একটা জিনিস তো পাওয়া গেলো!

ট্রেনের অচেনা লোকটা 'নোংরা' বললেও জিনিসটা অত খারাপ নয়, বেশ ভালোই দেখাচ্ছে। হাঁটু মুড়ে বসে হ্যাভারস্যাকের মুখ খুললো ও। প্রথমেই বেরুলো চিজ রুথে প্যাঁচানো বড়সড় এক-টুকরো বেকন, আর এক প্যাকেট কফি; এক বাণ্ডিল চিঠি, কয়েকটা চিরকুট, এবং একটা ম্যাপসহ একটা নোট বইও বেরুলো ব্যাগ থেকে। সযত্নে ভাঁজ করে রাখা মোটা কাপড়ের একটা স্যুট, আর পরিষ্কার দুটো শার্ট; একটা শার্ট কলার, কাফ লিংক, কলার বাটন এবং ক্ষুর, সাবান ইত্যাকার পুরুষালী জিনিসপত্রও রয়েছে ব্যাগের ভেতর।

আরো আছে একটা পয়েন্ট ফোর ফোর পিস্তল, আর একবাক্স গুলি। পিস্তলটা চেক করলো রলিংস, লোডেড।

মুখ আটকে ব্যাগ আর কম্বল কাঁধে ফেলে আবার এগোলো টমাস রলিংস্।

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে সবে। রেললাইনের পাশ দিয়ে এগিয়ে চললো ও, চলার গতি ঘণ্টায় মোটামুটি আড়াই মাইল।

হঠাৎ হঠাৎ হয়তো চোখে পড়ে যাচ্ছে খরগোশ, সাপ কিংবা শকুন। গাছপালা বা অন্য কোনো বুনো জানোয়ার এমন কি বড়সড় কোনো পাথরের চিহ্নও নেই কোথাও। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা, প্রায় বিশ মাইল পথ পেছনে ফেলে এলো ও।

এবার হঠাৎ করে চারপাশের দৃশ্যাবলীতে পরিবর্তন চোখে পড়লো। দুবার অস্থায়ী সেতুর ওপর দিয়ে গিরিসঙ্কট পার হলো ও। অবশেষে এসে পৌঁছুলো একটা অগভীর ক্রিকের কাছে, ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে ওটা। তীর ধরে এগোলো টমাস। ছোট একটা বেসিনে এসে খুলেছে ক্রিকের মুখ, কটনউড আর উই-লো বিক্ষিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে এখানে।

গাছপালার নিচে ঘাসে ছাওয়া সমান জায়গায় পাথরে তৈরি একটা চুলো দেখে ওটার দিকেই এগিয়ে গেলো রলিংস। টুকরো টুকরো কাঠ আর কয়লা পড়ে আছে চারপাশে। শুকনো কাঠ জড়ো করে আগুন জ্বাললো ও। একটুকরো বেকন ঝলসে নিলো আগুনে। খেতে খেতে চোখ বুলালো চারদিকে। চমৎকার জায়গা, হাতের কাছে খাবার আছে, পানি আছে, বিশ্রাম নেয়া যাবে নিশ্চিন্তে। কোথায় আছে, জানা নেই ওর, শুধু বুঝতে পারছে, নিউ ইয়র্কের পশ্চিমে কোথাও এসে পড়েছে ও। এগারো বছর বয়সে আয়ারল্যাণ্ড ছেড়ে আসার পর এদেশের মানচিত্র চোখে দেখেনি কোনোদিন। চেনে কেবল ঐ নিউইয়র্ক শহরটাকেই।

এখানে ওকে ধরতে না পারলেও, ঠিকই খুঁজে বেড়াবে ওরা। বেশতো—খুঁজুক!

নিরীহ গোবেচারা লোক নয় টমাস রলিংস। শৈশব থেকেই হাতাহাতি আর মারামারিতে হাত পাকিয়েছে। মাত্র ছ'বছর বয়সেই নামতে হয়েছে কাজে—বাবার কামারশালায় ঘোড়ার খুরের নাল বানানো, গাড়ি মেরামত করা, এসব শিখতে হয়েছে।

সেনাবাহিনীর ফেরিয়ারের কাজ নিয়ে একদিন বৃটিশ ভারতে চলে গেলো বাবা তারপর আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেলো না

তার। শেষে পেটের দায়ে একদিন মার হাত ধরে আমেরিকার পথে পাড়ি জমাতে হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সাগরের বুকেই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে বিদায় নিলো মা। নিঃসঙ্গ, একাকী নিউইয়র্কে পৌঁছুলো ও, বন্ধু নেই, অর্থ নেই— নিঃস্ব।

জাহাজ থেকে মাটিতে নামতেই পড়লো ঝামেলায়। ওরই সমবয়সী একদল ছেলে দাঁড়িয়ে ছিলো। ওকে দেখে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়ে উঠলো তাদের একজন। জবাব দেয়ার একটা উপায়ই জানা আছে টমাসের, মুঠি পাকিয়ে ছুটে গেল ও। প্রথম ঘুসিতেই চিৎপটাং হলো ছেলেটা, পরের ঘুসিতে আরেকজন। তারপর ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সবক'টা ছেলে।

প্রায় সাত-আটজন ছেলের বিরুদ্ধে ও একা। একাই মার ঠেকিয়ে পাল্টা মার দেয়ার চেষ্টা করছে ও। এমনি সময় ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো একটা ছেলে। এ ছেলেটাও ছিলো জাহাজে।

মার খেতে খেতে কাহিল হয়ে গেল ওরা। হঠাৎ বাজখাঁই গলায় ধমকে উঠলো কে যেন। 'থামো! ছেড়ে দাও ওদের!'

ওদের ছেড়ে দিয়ে চোখের পলকে উধাও হয়ে গেলো বজ্জাতগুলো।

প্রায় ছ'ফুট লম্বা, সুঠাম দেহের অধিকারী লোকটা, চওড়া একজোড়া গোঁফ শোভা পাচ্ছে ঠোঁটের ওপর; দেখেই বোঝা যায়, নাকটা ভাঙা।

ঠোঁট থেকে সিগার নামিয়ে লোকটা জানতে চাইলো, 'নাম কি তোমার?'

'রলিংস, স্যার। টমাস রলিংস।'

'মারামারি তো ভালোই জানো দেখছি,' বলেই চট করে অন্য

ছেলেটার দিকে চাইলো আগন্তুক। 'আর তুমি ?'

'পেনডেলটন, উইলিয়াম পেনডেলটন।'

'আচ্ছা। তোমার বন্ধু নাকি ও ?'

'ঠিক তা নয়, স্যার। একই জাহাজে এলেও পরিচয় নেই। একা একা পারছিলো না ও, ভাবলাম একটু সাহায্য করি। এ রকম অসম লড়াই আমার ভালো লাগে না।'

'আমারও না·· আমার পক্ষে হলে অবশ্য আলাদা কথা। তোমরা দুজনই শরীরে বেশ শক্তি রাখো দেখছি, তবু এদিকে থেকো না, যত তাড়াতাড়ি পারো অন্য কোথাও চলে যাও।

হাতের পিঠে কপালের ক্ষত থেকে বেরোনো রক্ত মুছলো রলিংস্। 'যাবার মতো কোনো জায়গা নেই আমার, মা মারা গেছেন জাহাজে—এখন একেবারেই একা আমি। আমাকে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেবেন ?'

ঠোঁট থেকে সিগার নামালো আগন্তুক। কি যেন ভাবলো। তারপর পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে কিছু লিখে দিলো তাতে। 'এই নাও, এ ঠিকানায় গিয়ে জ্যাকসনের খোঁজ করবে। এটা তাকে দিয়ে বলবে, ফ্রিম্যান পাঠিয়েছে।'

'ও যাবে ?'

জবাব দিতে মুখ খুললো ফ্রিম্যান, কিন্তু তার আগেই বাধা দিলো পেনডেলটন। 'না, না, আমার জন্য ভাবতে হবে না। আমি আমার ঠিকানায় চলে যাচ্ছি, পথ চেয়ে বসে আছে বোধ হয় সবাই।'

বিদায় নিলো ফ্রিম্যান। পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলো দুই কিশোর। বলিষ্ঠ গড়নের শরীর টমাস রলিংসের, মাথা ভর্তি কালো চুল, চোখের রঙ নীল; নাকের ডগায় কয়েকটা তিল। পেনডেলটনের

গড়ন ছিপছিপে, হালকা বাদামী রঙের চুল, রলিংসের তুলনায় বেশ লম্বা।

'ধন্যবাদ,' বললো রলিংস্। 'আমাকে বাঁচিয়েছো তুমি।'

'আসলে মিঃ ফ্রিম্যানই বাঁচিয়েছেন আমাদের। খেয়াল করলে, ওঁকে কেমন ভয় পায় সবাই?'

'যেমন শরীর, পাবেই তো!'

'উঁহুঁ, আরো কোনো ব্যাপার আছে। মনে হয়, উনিই প্রাইজ ফাইটার, জুয়াড়ী জ্যাকব ফ্রিম্যান।'

'নামও শুনিনি।'

'বাবার কাছে এঁর অনেক গল্প শুনেছি আমি। খালি হাতে হেভি-ওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন উনি ···মানে ছিলেন।'

পরস্পর করমর্দন করে যার যার পথ ধরলো দুই কিশোর।

ফ্রিম্যানের দেয়া ঠিকানাটা একটা রোস্তোরাঁ কাম সেলুন। দশ-বারোজন লোক আড্ডা মারছিলো। এদেরই একজনকে জ্যাকসনের কথা জিজ্ঞেস করলো রলিংস্।

'ওদিকে দরজার পাশে। কিন্তু বাবা, সাবধান। খুব গরম হয়ে আছে ওর মাথা।'

সোজা জ্যাকসনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ও। 'আমার নাম টমাস রলিংস্। একটা চাকরির জন্যে এসেছি।'

'চাকরির জন্যে এসেছি!' ধমকে উঠলো জ্যাকসন। 'ভাগো এখান থেকে! আমার কাছে কোনো চাকরি বাকরি নেই!'

'মিঃ ফ্রিম্যান এ কাগজটা আপনাকে দিতে বলেছেন,' জ্যাকসনের হাতে কাগজটা দিলো রলিংস্। চিরকুটে চোখ বুলালো জ্যাকসন। লম্বা ছিপছিপে এক লোক দাঁড়িয়েছিলো তার পাশে, ঝুঁকে

পড়ে চিরকুটের দিকে তাকালো সে-ও।

'তাকে চেনো তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'এ ছেলের সঙ্গে মেজাজ দেখাতে যেও না, জ্যাক। ওল্ডস্মোক নিজে লিখে দিয়েছে···ওর হাতের লেখা তো নকল করা সম্ভব না! উঁহুঁ উপায় নেই তোমার।'

'ঠিক আছে,' বিরক্তির সঙ্গে বললো জ্যাকসন, 'যাও, কি কাজ করবে, করো গে!' চট করে উঠে অন্যদিকে চলে গেল সে।

হাসলো লম্বা লোকটা 'কিছু ভেবো না, তুমি। সব ঠিক আছে। আসলে কারো ফরমায়েশ শুনতে একটুও পছন্দ করে না জ্যাকসন, অন্তত ওল্ড স্মোকের তো নয়ই। তবু তার কথা রাখবে ও। ধরে নাও, চাকরি একটা মিলেই গেছে।' কি মনে করে লোকটা আবার বললো, 'আমি ওর পার্টনার, হেনরী চাইল্ড। যাও, রান্নাঘরে বাসন-কোসন ধোয়ার কাজে লেগে পড়ো—আর যাই হোক, কাজের কোনো অভাব হবে না। আর হ্যাঁ, জ্যাকসনকে নিয়ে ভেবো না, কথাবার্তায় যা মনে হয়, অত খারাপ নয় লোকটা।'

এভাবেই জুটে গেল কাজটা। জ্যাকসনের সেলুনে নানারকম খুঁটিনাটি কাজ করে চললো ও—ঘর ঝাঁট দেয়া, তরকারী কোটা, বাসন-কোসন ধোয়া, ইত্যাদি।

সপ্তাহ খানেক পর আবার দেখা হলো হেনরী চাইল্ডের সঙ্গে। 'আগে কোথাও কাজ করতে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'হ্যাঁ, আমার বাবা ছিলেন একজন ফেরিয়ার। অনেক নামীদামী লোকের ঘোড়ার খুরে নাল পরিয়েছি আমরা···ঘোড়দৌড়েও যোগ দিয়েছি।'

তীক্ষ্ণ হলো হেনরী চাইল্ডের দৃষ্টি। 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ,' ন বছর বয়সেই প্রথম ঘোড়া হাঁকিয়েছিলাম। তারপর আরো এগারোবার রেস খেলেছি।'

'ঘোড়াগুলো নিশ্চয় আইরিশই ছিলো?'

'হ্যাঁ, দুর্দান্ত সব ঘোড়া!'

'জিততে পেরেছো এক-আধবার?'

'হ্যাঁ, তিনবার।'

মাথা ঝাঁকালো হেনরী। 'এক কাজ করো, সময় করে একবার ম্যাককোলিনস্‌এর ওখানে যেও, কেমন? ওর একটা কামারশালা আছে, তার হয়তো লোকের দরকার হতে পারে।'

ভদ্রস্বভাবের লোক ম্যাককোলিনস্, কামার হিসেবে অসাধারণ। কামার হিসেবে ওর বাবাও কম ছিলো না, নইলে কি আর রেসের ঘোড়ার নাল পরানোর কাজ পায়! কিন্তু এ লোককে বলতে হবে সেরা।

'বাঁচতে হলে, টিকে থাকতে চাইলে, সেরা হওয়া ছাড়া উপায় নেই,' একদিন বললো ম্যাককোলিনস্। 'হাজার হাজার কামার আছে নিউইয়র্কে, এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে সেরা কাজটাই দেখাতে হবে তোমাকে। তবে দেখো, এমন একদিন আসবে—ঘোড়া, আস্তাবল এসবের নিশানাও থাকবে না আর এ শহরে।'

'তাহলে সবাই চলবে কিভাবে?'

'অন্য কিছু আসবে হয়তো; আর কোনো রকম গাড়ি।'

'তোমার কি হবে তখন?'

'আর সবার যা হবে, আমারও তাই হবে।' তীক্ষ্ণ চোখে হঠাৎ

রলিংসের দিকে চাইলো ম্যাক। 'তোমার বাবা ফেরিয়ার ছিলো, বলেছিলে না? কি হয়েছে তার?'

'সেনাবাহিনীর সঙ্গে ভারতে গিয়েছিলেন বাবা, তারপর আর কোনো খোঁজ খবর পাইনি। ধরে নিয়েছি, বাবা আর বেঁচে নেই।'

'হ্যাঁ, যুদ্ধের নিয়মই—এই অগুনতি লোক যাবে, ফিরে আসবে মাত্র গোনা ক'জন। বাকীদের ভাগ্যে কি ঘটে জানা যায় না কোনো দিন।' রলিংসের দিকে চোখে প্রশ্ন নিয়ে চাইলো ম্যাক। 'শেষ পর্যন্ত কি করতে চাও, তুমি? সেলুনের নগণ্য একজন ওয়েটার? উঁহুঁ, একদম বিশ্রী ব্যাপার। তার চেয়ে বরং এক কাজ করো, পশ্চিমে চলে যাও, ওখানে গিয়ে তোমার বাবার ব্যবসা ধরো।'

'পশ্চিম? সে আবার কেমন জায়গা?'

'এখান থেকে অনেক দূরে, এক বিশাল দেশ। সোনা আর রূপোর ছড়াছড়ি নাকি ওখানে, মাইলকে মাইল জমি—খালি পড়ে আছে।'

'আর আছে বর্বরতা।'

'হ্যাঁ, তা হয়তো আছে। কিন্তু বর্বরতা এ শহরেই কি কম?' একটু থামলো সে।' এ জায়গাটা কি খুব ভালো? বেশির ভাগ মেয়ের কোনো পরিচয় নেই, লোকগুলো সব চোর আর বদমাশ। এরকম জায়গায় তোমার মতো ছেলেদের কিছুতেই থাকা উচিত নয়।'

'আর কোনো জায়গা নেই আমার। এখানে মিঃ ফ্রিম্যান আমার সঙ্গে আছেন।'

'অ···চিনি ওকে, মারামারি আর কূটবুদ্ধি দিয়েই এ পর্যন্ত এসেছে সে, বড় বড় লোকদের সঙ্গে মিশছে। পেছনে নাক সিটকালেও, সামনে ভয়ে কুঁকড়ে থাকে সবাই। নির্বাচনের সময় দেখবে,'

গম্ভীর কণ্ঠে বললো ম্যাককোলিনস্, 'মরা মানুষ পর্যন্ত ভোট দিতে চলে আসছে। নিজের চোখেই তো দেখা।'

হাসতে হাসতে মাথা ঝাঁকালো রলিংস। 'আসলে খুব চালাক লোক উনি।'

থুতু ফেললো ম্যাককোলিনস্। 'হয়তো। কিন্তু অসৎ একজন লোকের পরিণতি কখনোই শুভ হতে পারে না। অথচ সৎপথে চললে পরিণতির জন্য ভাবতে হয় না কখনো।

'লোক ঠকানো যাদের অভ্যেস, সবাইকেই ঠকায় তারা। এরকম লোকদের বিশ্বাস করাই ঠিক না···আর মেয়ে হলে তো কথাই নেই —সাপের মতো এড়িয়ে চলা উচিত।'

কাঁধ ঝাঁকালো রলিংস্। ম্যাককোলিনস্ কে এসেছে এত কথা বলার? একটা কামারশালার মালিক মাত্র, কয়জন লোককে চেনে সে? আর ফ্রিম্যানের সেলুন-রেস্তোরাঁ ছাড়াও আরও কত কি যে আছে, কে জানে, কত লোকের সঙ্গে তার জানাশোনা; সবাই কত সম্মান করে তাঁকে!

কোনো কিছু না জেনে মা-ও এরকম বড় বড় কথা বলতো।

ক্যাম্প তৈরি করতে করতে এসব কথা ভাবছিলো টমাস রলিংস্। কম্বলের বাণ্ডিলটা গাছের গভীর ছায়ায় নিয়ে এলো ও। আগুনের কাছে শোয়ার ইচ্ছে থাকলেও সাহসে কুলোলো না। নিউ-ইয়র্কে ইণ্ডিয়ানদের অনেক গল্প শুনেছে ও। জানে, শিকারে ওদের জুড়ি মেলা ভার। রাতদুপুরে তাদের মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি নিতে চাইলো না তাই।

কম্বলের ভাঁজ খুলতেই বেরিয়ে পড়লো একটা শটগান, জোড়া খুলে দুভাগ করে রাখা, জুড়ে দিলেই হয়ে গেল। শটগানের টুকরো

ছুটো রাখার টিউব কনটেইনারও রয়েছে—গুলিতে ভরা।

শটগানটা জোড়া লাগিয়ে গুলি ভরে তৈরি করে রাখলো রলিংস্। তারপর মাথার নিচে হাত রেখে চিত হয়ে শুয়ে পড়লো। বাতাসে কাঁপছে গাছের পাতা, মৃদু ঝিরঝির শব্দ উঠছে, কান পেতে শুনতে লাগলো ও। ধীরে ধীরে নিবে আসছে আগুনটা। বহুদিন পর আবার আয়ারল্যাণ্ডের কথা মনে পড়ছে আজ।

কত সুখের ছিলো সেইসব দিনগুলো। বাবা নিখোঁজ হওয়ার পর প্রায়ই উপোস থাকতে হতো, তবুও ছোট্ট সবুজ দেশটায় জীবন ছিলো আনন্দের।

প্রায় বারোটি বছর নিউইয়র্কে কাটিয়েছে ও···প্রথম থেকেই কঠিন ছিলো এখানকার জীবন। প্রায় রোজই মারামারি করতে হয়েছে যত্রতত্র। কিন্তু কামারশালার কাজ লোহার মতো শক্ত করে দিয়েছে ওর হাত, অনায়াসে হারিয়ে দিয়েছে সবাইকে।

পারতো না কেবল একজনের সঙ্গেই—টেরন কপ। ওর দু'চার বছরের বড়ই হবে ছেলেটা, স্বাস্থ্যও তেমনি। এরই কাছে চার চার-বার চরম পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে ওকে। তবে মার খেতে খেতে শিখেছেও প্রচুর।

বাঁ হাতে ঘুসি মেরে হাতটা নামিয়ে ফেলার বদ-অভ্যাস ছিলো টেরনের। একদিন মারামারি করতে গিয়ে এই সুযোগটাই কাজে লাগালো টমাস। টেরনের বাঁ হাতের ঘুসি হজম করে সাথে সাথেই একটা ডান হাতের প্রচণ্ড ঘুসি তার বাঁ চোয়ালে ঝেড়ে দিলো ও। দড়াম করে পড়লো সে, উঠে দাঁড়ালো সাথে সাথে। একটা ফল্‌স স্টেপ দিলো রলিংস্। ফাঁদে পা দিলো টেরন কপ, আবারো বাঁ হাতের ঘুসি হানলো সে। বাউলি কেটে সরে গেল টমাস, একই

ভঙ্গিতে বাঁ চোয়ালেই আবার ঘুসি হাঁকালো। এবং সেইসঙ্গে সমাপ্তি ঘটলো টেরন কপ পর্বের।

এভাবেই একসময় ফ্রিম্যানের সংবাদ বাহকের দায়িত্ব চাপলো ওর কাঁধে। ফ্রিম্যানের বিভিন্ন জুয়ার আড্ডা আর অন্যান্য আস্তানায় আদান-প্রদান করতে লাগলো ও।

তবে সপ্তায় দুতিন দিন ম্যাককোলিনস্-এর কামারশালার কাজটাও চালিয়ে গেল সমান তালে। প্রচণ্ড পরিশ্রমের কাজ হওয়া সত্ত্বেও ও যেন অনাবিল আনন্দের খোরাক পেতো ও কাজে। ম্যাককোলিনস্‌কেও খুব ভালো-লেগে গিয়েছিলো ওর—বুড়ো আইরিশ লোকটাকে পাপ কখনো স্পর্শ করতে পারেনি।

ম্যাককোলিন্‌সের ওখানে কাজ না থাকলে, ওর গন্তব্য হতো সেলুন কিংবা কোনো রেস্তোরাঁ।

কাজ করতে করতে একদিন পুরোনো এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল টমাসের। ওর বয়স তখন পনেরো। ফাইভ পয়েন্টসের ওদিক দিয়ে নিশ্চিন্তে আসছে হঠাৎ চোখ পড়লো 'মেইড অব কিলারনি'র ওপর···একটা কসাইয়ের ওয়াগনের সঙ্গে বাঁধা। ওয়াগনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ও, চোরাচোখে ভালো করে পরখ করলো ঘোড়াটাকে—খুরের মাথায় সেই পুরোনো চিহ্ন—নাহ্, কোনো সন্দেহ নেই, এটাই সেই ঘোড়া।

মাংস ডেলিভারি দিতে গেছে কসাই, রেখে গেছে ঘোড়াটা। হঠাৎ সামনে এগিয়ে এসে টমাসের দিকে গলা বাড়িয়ে দিলো ওটা। 'চিনে ফেলেছিস, না?' ঘোড়ার গায়ে মৃদু চাপড় দিলো রলিংস। এমন সময় সামনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো ড্রাইভার। 'চমৎকার ঘোড়া,' ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করলো ও।

'অস্থির,' ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিলো ড্রাইভার। 'অসম্ভব অস্থির!'

ওয়াগনের গায়ে লেখাটা এক নজর দেখলো টমাস। তারপর হাঁটতে শুরু করলো ড্রাইভার দৃষ্টির আড়াল হতেই ঝেড়ে দৌড় দিলো ও। জানে, আট নম্বর বার্কলে স্ট্রীটের জুয়ার আড্ডায় একটা মিটিং আছে ফ্রিম্যানের—ওখানেই পাওয়া যাবে তাকে।

জুয়ার আড্ডায় ঢুকে পড়লো টমাস রলিংস্। আরো ক'জন লোকের সঙ্গে আলাপে মগ্ন জ্যাকব ফ্রিম্যান, এক হাতে বিয়ারের গ্লাস, অন্য হাতে সিগার। একটু ইতস্তত করলো ও, তারপর সোজা ফ্রিম্যানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

'স্যার?'

কাজে বাধা দেয়া মোটেই পছন্দ করে না ফ্রিম্যান। চোখে বিরক্তি নিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলো সে। কিন্তু রলিংস্কে দেখেই মুছে গেল বিরক্তির ছাপ।

'কি ব্যাপার? কোনো গোলমাল?'

'স্যার, এখনই একটা কথা শুনতে হবে আপনাকে।'

বিস্ময়ের একটা ভাব ফুটে উঠলো ফ্রিম্যানের চোখে। গত দেড় বছরে নিজ থেকে কখনো কথা বলেনি এছেলে; চুপচাপ কাজ করে যাওয়াই যার স্বভাব, সে-ই কিনা নিজ থেকে কথা বলতে চাইছে! তার মানে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু!

'কি কথা?'

'আর কারো সামনে বলা যাবে না।'

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো ফ্রিম্যান। 'একটু আসছি,' সঙ্গীদের

উদ্দেশ্যে বললো সে।

টমাসকে নিয়ে কোণের একটা টেবিলে এসে বসলো। 'হ্যাঁ, এবার বলো, কি কথা। দেখতেই পাচ্ছো, খুব ব্যস্ত রয়েছি।'

'স্যার, এইমাত্র 'মেইড অব কিলারনি'কে দেখে এলাম।'

'কাকে? 'মেইড অব কিলারনি' আবার কি?'

'একটা ঘোড়া, স্যার। রেসের ঘোড়া। ফাইভ পয়েন্টসে একটা কসাইয়ের ওয়াগন টানছে।'

ঠোঁটে সিগার ঝোলালো ফ্রিম্যান। 'কসাইয়ের ওয়াগন টানছে রেসের ঘোড়া? তার মানে, ওটার অবস্থা নিশ্চয়ই কাহিল হয়ে গেছে?'

'বোধ হয় না, স্যার। ঠিকই আছে···একটু কেবল যত্ন আত্তির দরকার। ঘোড়াটাকে আমি চিনি, দুর্দান্ত জোরে ছুটতে পারে, দৌড় লাগালে এখনো যে কোনো ঘোড়াকে হারিয়ে দিতে পারবে!

'ঠিক আছে, ওটার কথা শোনাও দেখি ··'

কদ্দিন আগের কথা এসব? মাথার নিচে হাত রেখে গাছের পাতার নাচন দেখছে টমাস রলিংস্। দশ বছর? কত, কতদিন আগের কথা!

আস্তে আস্তে ঘোড়াটার কথা ফ্রিম্যানকে খুলে বললো টমাস। ঘোড়াটার জন্মের সময় ওর উপস্থিতির কথা, ওটার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ানোর কথা, তারপর ওটাকে নিয়ে প্রথম রেসে যোগ দেয়ার কথা—সব।

'প্রথমবারেই জিতলো ঘোড়াটা,' বললো ও, 'তারপরের বারও। এরপর অন্য একজন লোক চালিয়েও জিতলো পরপর দুবার। কিন্তু জুয়ায় হেরে গিয়ে ঘোড়াটা খোয়ালো মালিক। পরে এক আমেরিকান

কিনে নিলো ওটা।'

সিগারের ছাই ঝাড়লো ফ্রিম্যান। 'ঠিক জানো, এটাই সেই ঘোড়া?'

'হ্যাঁ। আমার বাবাই প্রথম নাল পরিয়েছিল ওটার খুরে। কত ঘুরেছি আমি ঐ ঘোড়ার পিঠে চড়ে। আমার ভুল হয়নি। তাছাড়া, ঘোড়াটা আমাকে চিনতে পেরেছে।'

'এখন কত বয়স হবে ওটার?'

'পাঁচ··· একটু বেশিও হতে পারে।'

দুদিন পর আবার ওকে ডেকে পাঠালো ফ্রিম্যান। 'কসাইয়ের ওয়াগন চালাবে, টম?'

'আপনি বললে···

'ঠিক আছে, আজই লেগে যাও। ওয়াগন চালাবে আর খেয়াল রাখবে ঘোড়াটার দিকে। দুপুর নাগাদই বোধ হয় ডেলিভারি শেষ হয়ে যায় কাজ শেষে সোজা চলে যাবে ফেনওয়ের ওদিকে। কাল তো শনিবার, এক কাজ করো, পরশু সকালে ট্র্যাকে নিয়ে গিয়ে একটু হাঁটাচলা করিয়ে দেখো ঘোড়াটাকে, কেমন?

'হেনরী চাইল্ডও থাকবে ওখানে, ও তো খুব দক্ষ হর্সম্যান। এত-দিন অযত্ন, অবহেলায় আছে ঘোড়াটা, প্রথমেই বেশি জোরে ছোটাতে যেওনা যেন।

'আর হ্যাঁ, এসবকথা আর কারো কানে যেন না যায়, মনে থাকবে তো?'

রোববার সকাল, একটু একটু কুয়াশা পড়ছে, হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। 'মেইড অব কিলারনি'কে নিয়ে ট্র্যাকে এলো ও। ওকে ঘোড়ার পিঠে

তুলে দিলো হেনরী চাইল্ড।

'মাত্র এক চক্কর। কেমন চলছে, দেখো শুধু।'

ট্র্যাকে দাঁড়াতেই নাড়া পড়লো ঘোড়ার স্মৃতিকোষে। মাথা উঁচিয়ে ছুটতে চাইলো ওটা। 'উঁহুঁ, দাঁড়া·· আস্তে-আস্তে!'

স্বচ্ছন্দে একচক্কর ঘুরে এলো ঘোড়াটা। ওর ফিরে আসার অপেক্ষা করছিলো হেনরী। 'ভালোই,' বললো সে, 'একটু আড়ষ্ট হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।'

আবার ঘোড়া হাঁকালো টমাস। এবার কিছুটা দ্রুত গতিতে। ছোটার জন্যে খেপে আছে যেন ঘোড়াটা, অনেক কষ্টে সামলে রাখলো ও।

পরের এক সপ্তাহ দেখতে মোটামুটি একই রকম ঘোড়া দিয়ে ওয়াগন চালালো রলিংস্। বিকেলের দিকে 'মেইড অব কিলারনি'কে ট্র্যাকে নিয়ে গিয়ে অনুশীলন করলো। ঘোড়াটা নিয়ে ফ্রিম্যান কি করতে চাইছে জানা ছিলো না ওর।

'টম,' একদিন বললো ফ্রিম্যান। 'ঘোড়া নিয়ে বার্কলে স্ট্রীটে এসো না যেন। ওখানে প্রায়ই এক লোক জুয়া খেলতে আসে, নিজেকে খুব চালাক ভাবে সে। একটা ঘোড়া আছে তার, সেটা নিয়ে ক'দিন ধরে খুব বড়াই করছে লোকটা; আমার এক বন্ধু অবশ্য ওকে জব্দ করার তালে আছে।'

সপ্তাহ খানেক পর, আবার মেইডকে দিয়ে ওয়াগন চালাচ্ছে রলিংস্। সেদিনই ডেলিভারি দিতে বার্কল স্ট্রীটে আসতে হলো ওকে। মাংসের প্যাকেট নিয়ে ওয়াগন থেকে নামতে যাবে, হঠাৎ দেখতে পেলো ফ্রিম্যানকে। আরো কয়েকজন লোক আছে তার সাথে। তাদেরই একজনের কণ্ঠ পরিষ্কার শুনতে পেলো টমাস। 'কি? আরে,

আমার ওয়েড হ্যাম্পটন ঐ দুটোকেই হারাতে পারবে, বুঝলে!'

লোকটার কণ্ঠের ঝাঁঝে ঘাড় ফিরিয়ে তাকানোর ইচ্ছে করলেও তাকালো না রলিংস্।

'বব,' কথা বললো অন্য একজন, 'ওয়েড হ্যাম্পটনকে নিয়ে কদিন ধরে বড় বেশি বড়াই করছো তুমি। খালি কথাই শুনি, কাজ তো দেখি না! আমার মনে হয়, সবই তোমার চাপাবাজি!'

'কি! গত ছ'টা রেসে জিতেছে আমার হ্যাম্পটন—পরের ছ'টাতেও জিতবে। এতই যদি দেখার শখ, একটা ঘোড়ার ওপর বাজি ধরো না দেখি, শ্যাংক বোঝা যেতো কত সাহস!'

'বাহ্!' শ্যাংকের কণ্ঠে উষ্মা, 'ভালো করেই জানো, আমার কোনো ঘোড়া নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে, এই বললাম, ঐ কসাইয়ের ঘোড়াটার সঙ্গেই পারবে না তোমার সাধের ওয়েড হ্যাম্পটন!'

'কি!'

'বোকামি করো না, শ্যাংক!' প্রতিবাদ করলো আরেকজন, দৌড়ুতেই পারবে না ওটা!'

কিছু মনে কোরো না বব—এমনি ঠাট্টা করে কথাটা বলেছে শ্যাংক।'

'মোটেই না!' রাগত স্বরে বললো শ্যাংক। 'ঠিকই বলছি। ববের কথায় মনে হয়, ওরটা ছাড়া দুনিয়ায় যেন আর কোনো ঘোড়াটোড়া নেই! যত্তোসব বাকোয়াজ!'

কাঁধ ঝাঁকালো হেনরী চাইল্ড। 'একটা রেসের ঘোড়াকে হারাবে ওটা? বলো কি! মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! কিন্তু তুমি জিদ করলে এই আমিও বাজি রেখে বলছি—ওয়েড হ্যাম্পটনই জিতবে।'

'আমিও!'

ইতস্তত করলো শ্যাংক। 'আমি···মানে···ঠিক···'

'কেটে পড়ার মতলব, না?' ঝাঁঝিয়ে উঠলো বব কার। 'একটু আগে বললে, আমি নাকি চাপাবাজি করি। এখন?'

'আমি মোটেই চাপাবাজি করি না, কক্ষনো না! বলেছি যখন—বাজি লাগবোই লাগবো। ঠিক আছে, আমার কাছে এক লক্ষ ডলার আছে·· পুরোটাই বাজি···কসাইয়ের ঘোড়াই জিতবে!'

'এক লাখ?' এই প্রথম কথা বললো ফ্রিম্যান। 'অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, শ্যাংক!'

'আমার আছে, ব্যাস—বাজি ধরলাম,' একগুঁয়ে কণ্ঠে বললো শ্যাংক। 'রাজি থাকলে বলো, নইলে চেপে যাও!'

'ভেবে চিন্তে কাজ করো, শ্যাংক। ববেরটা রেসের ঘোড়া। আর ঐ ঘোড়াটা তো একেবারে বুড়ো—দৌড়ুতেই পারবে না। বাদ দাও এসব বাজি-টাজি।'

'সেটি হচ্ছে না আর,' বললো হেনরী। 'বাজি ধরে ফেলেছে ও। তবে একটা শর্ত আছে আমার—কালকে হতে হবে খেলাটা।'

বব কারের দিকে ঘাড় ফেরালো হেনরী। 'এর চেয়ে সহজ বাজি আর হয় না, বব। অ্যাণ্ডি শ্যাংক বোকা। জানতাম, কিন্তু এতটা বেকুব ভাবতেও পারিনি। কত টাকা ধরছো বব? ইচ্ছে করলেই অনেক টাকা ধরা যায় কিন্তু!'

'ভেবে দেখতে হবে।' ভুরু কুঁচকে উঠলো ববের।

'আমি ধরো, চল্লিশ হাজার দিলাম। এখন তুমি হাজার ষাটেক দিতে পারলেই—ব্যাস, কেল্লা ফতে; সব টাকা চলে আসবে আমাদের হাতে।'

'অনেক টাকার মামলা,' বিড়বিড় করে বললো বব কার।

'নিশ্চয়ই, কিন্তু ভেবে দেখো। এতগুলো টাকা সারা বছরেও আয় করতে পারবে না তুমি, এক বছর কি বলছি, তিন বছরেও পারবে না। আর কেউ হাতিয়ে নেয়ার আগেই এই গর্দভটার কাছ থেকে টাকাগুলো আমরা নিয়ে ফেলি না কেন

'ফ্রিম্যান কি আমাদের পক্ষে ?'

কাঁধ ঝাঁকালো হেনরী। 'কি জানি, কিছু তো বলছে না। তবে নিশ্চিন্ত থাকো তুমি, জিতছি দেখলে, ঠিকই ভিড়ে যাবে আমাদের দলে। অবশ্য জুয়ার আড্ডা চালালেও জ্যাকব নিজে সাধারণত বাজি ধরাধরিতে যায় না।'

এসবই দশ বছর আগের কথা! রেসের দিনটার কথা আজও মনে আছে টমাস রলিংসের।

আগেই ওকে সতর্ক করে দিয়েছিলো ফ্রিম্যান। 'জিতলেও খুব বেশি তফাতে থেকো না, কেমন ?'

মেইড-অব কিলারনি-ই জিতলো। ষাট হাজার টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলো শ্যাংক, হেনরী আর ফ্রিম্যান।

ম্যাককোলিনস কে রেসের কথা বললো রলিংস্। কাজে ব্যস্ত ছিলো ম্যাক, সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে। 'এসবের ভেতর তুমিও ছিলে ? লজ্জা হওয়া উচিত তোমাদের ! স্রেফ প্রতারণা এটা !'

'কিন্তু হেনরী চাইল্ডও তো টাকা খোয়ালো !' প্রতিবাদ করলো রলিংস।

থুতু ফেললো ম্যাককোলিনস। 'যা ভেবেছি, তুমি দেখছি তার চেয়েও সোজা ছেলে। এমন জলজান্ত মিথ্যা বিশ্বাস করে বসে আছো ! টাকা দিতে দেখেছো হেনরীকে ?'

'বাজির টাকা ফেল্‌টনের কাছে জমা ছিলো। সে বলেছে—'

'ও, ফেল্‌টন! ঐ একই গোয়ালের গরু। শোনো ছেলে, হেনরীর কাজই হলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অন্যকে বাজি ধরিয়ে উস্কে দেয়া। আর ফ্রিম্যান? পালের গোদা সে-ই। এমন ভান করে থাকে, ভাজা মাছটি যেন উল্টে খেতে জানে না। আসলে অসম্ভব ধূর্ত লোক ওল্ডস্মোক। পারলে ওর কাছ থেকে দূরে থেকো, নইলে জেলে পচেই মরতে হবে শেষে!'

ঘোড়াটা জেতায় ওকে পাঁচশো ডলার বকশিশ দিলো ফ্রিম্যান। একসঙ্গে এত টাকা ওর বাবাও দেখেনি কোনোদিন। দুশো ডলারে কিছু জামাকাপড় কিনলো ও আর একটা থাকার জায়গার ব্যবস্থা করলো। ম্যাককোলিনসের কথামতো একটা ব্যাংকে রেখে দিলো বাকি তিনশো।

এরপর আরো তিনবার ঘোড়াটাকে নিয়ে রেসে নেমেছে টমাস রলিংস। এরই মধ্যে ষোলো পেরিয়ে সতেরোয় পা দিয়েছে, লম্বায় দাঁড়িয়েছে পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি; ওজন প্রায় একশো ষাট পাউণ্ড। মাঝে মাঝে ওল্ডস্মোকের সঙ্গে অনুশীলন করেছে, কিন্তু এই দুর্দান্ত আইরিশ মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে পেরে ওঠেনি একবারও। ভীষণ-দর্শন সব গুণ্ডা পাণ্ডাদের মোকাবেলা করতে হয়েছে প্রায়ই।

অনেক ক'টা মাস পেরিয়ে গেল। এর মধ্যে বব কার কিংবা তার লোকজনের কোনো খোঁজখবর মেলেনি।

একদিন ফাইভ পয়েন্টসের ওদিক দিয়ে আসছে, হঠাৎ একটা লোককে দেখে থমকে দাঁড়ালো ও। অবিকল বব কারের মতো! ছেলেটেলে হবে বোধ হয়। আরো দুজন লোক রয়েছে তার সঙ্গে।

'ঐ যে এক হারামী,' রলিংসের দিকে ইঙ্গিত করে বললো এক-

জন। 'ও শালাই চালিয়েছিলো ঘোড়াটা।'

ওকে ইশারা করে প্রায় চিৎকার করে উঠলো লোকটা, 'এ্যাই, তুই! এদিকে আয়!'

লোকটার কথার ঢঙে তেতে উঠলো রলিংসের মেজাজ। কিছু বলতে চাইলে তুমি বরং আসো না!'

'আরে বাবা, তেজ কতো!'

ততক্ষণে বুঝে গেছে টমাস, এলোক বব কারের ছেলেই হবে। ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ও, সতর্ক দৃষ্টি রাখছে সঙ্গের লোক দুটোর দিকে।

লোকটা ওর কাছাকাছি হতেই এগোতে শুরু করলো ওরাও। তার মানে, একজন নয়, তিনজনের সঙ্গেই লড়তে হবে ওকে। ফুটপাথে পা রাখলো প্রথমজন। 'জোচ্চোরের বাচ্চা,' বললো সে, 'উচিত শিক্ষা দেবো আমি তোকে!'

'তোমার বাবা রেস খেলেছে, হেরেছে,' জবাবে বললো রলিংস, 'ব্যাস। বাজি লাগার জন্যে সে-ই তো মুখিয়ে ছিলো।'

'মুখিয়ে ছিলো, না?' মুঠি পাকিয়ে ধমকে উঠলো লোকটা। 'এমন শিক্ষা—'

মারামারি যদি করতেই হয়, কথা বলে অযথা সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। দ্রুত সামনে এগোলো রলিংস, বাঁ হাতে প্রচণ্ড একটা ঘুসি হাঁকালো কারের মুখে, একই সঙ্গে ডান হাতটা গিয়ে আঘাত করলো তার পেটে। অপ্রত্যাশিত আঘাতে হুঁক্ করে শব্দ বেরিয়ে এলো লোকটার গলা দিয়ে, ধপাস করে মাটিতে বসে পড়লো সে। সঙ্গে সঙ্গে পাঁই করে ঘুরেই দুটো দালানের মধ্যিখানের ফাঁকা জায়গা দিয়ে ঝেড়ে দৌড় লাগালো রলিংস্। শেষ মাথায়

পৌঁছে চট করে ঘুরে একটা দালানের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো।

এই এলাকা হাতের তালুর মতো চেনে ও, ছাদে এসে এ-ছাদ থেকে ও-ছাদ করে করে খানিকক্ষণের মধ্যেই ওদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে এলো। শেষ বাড়িটার ছাদ থেকে নিচে নেমে নিজের ঘরে ঢুকে পড়লো।

দিন কয়েক পরেই জ্যাকব ফ্রিম্যানের সঙ্গে দেখা করলো রলিংস্।

'হ্যাঁ,' বললো জ্যাকব, 'ববকে সেদিন ধোঁকা দিয়েছিলাম আমরা। অবশ্য টাকাটার বেশির ভাগই ছিলো ওর ভাই ইবেনের। লোকটা অসম্ভব ধূর্ত আর নীচ। এর ছেলের সঙ্গেই দেখা হয়েছে তোমার। ও এখন তোমার শত্রু, সাবধানে থেকো, তোমাকে খতম না করে থামবে না ওরা। ইবেন ভাবতো, তার ছেলের সঙ্গে মারামারি করে পারবে না কেউ, আর তাকেই কিনা কুপোকাত করে দিলে এক ঘুসিতে!'

কাঁধ ঝাঁকালো রলিংস্। শত্রু?···বেশ তো···এমন অনেক শত্রু দেখা আছে।

'মনে রেখো, লোকটা হারামীর একশেষ। টাকা খুইয়েছে বলে নয়, আসলে বোকা বনে খেপে গেছে সে।'

গুজব ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে, ফ্রিম্যানের সঙ্গে সর্বাত্মক লড়াইয়ে নামতে কাররা নাকি লোক জোগাড় করছে। অপ্রত্যাশিতভাবে অনেক বন্ধুরা মুখ ফিরিয়ে নিলো ফ্রিম্যানের দিকে থেকে।

তারপর, এক রাতে, রাস্তায় হাঁটছে রলিংস্। আচমকা কোত্থেকে ছুটে এলো একদল গুণ্ডা। 'শালার ঠ্যাং ভেঙে দে!' চিৎকার করে উঠলো একজন। 'হাত-পা ভেঙে দে হারামজাদার।'

তড়িৎ গতিতে সামনে বাড়লো রলিংস্। ওর লৌহ-কঠিন মুষ্টাঘাতে চিৎপটাং হয়ে পড়লো সামনের লোকটা। এক লাফে তাকে ডিঙিয়ে ছুট দিলো টমাস্। উঠতে শুরু করলো একটা বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে। পিছু নিলো গুণ্ডার দল। সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠে এসেছে ও, পেছনে ওরা! মুঠি করে রেলিং ধরলো রলিংস্, জোড়া পায়ে লাথি হাঁকলো সামনের লোকটার নাক বরাবর। পেছনের সবাইকে নিয়ে হুড়মুড় করে সটান নিচে গিয়ে পড়লো লোকটা। এবং আবারো ছাদ টপকে উধাও হলো টমাস্ রলিংস্।

নিচে এসে নিজের ঘরের একটু দূরে একটা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সতর্ক চোখে চারদিকে তাকালো ও। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীরটা, ইচ্ছে করছে, ঘরে ঢুকে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এগোতে যাবে, হঠাৎ কি যেন নড়ে উঠলো সামনে। রাতদুপুরে রাস্তায় বেরিয়ে আসা কোনো বেহেড মাতাল? নাকি শত্রুদের কেউ ওত পেতে রয়েছে?

কোনো রকম ঝুঁকি নিলো না রলিংস্। আবার উঠে এলো ছাদে, একের পর এক ছাদে টপকে এসে পৌঁছুলো ম্যাককোলিনসের দোকানের সামনে, দোকান বন্ধ।

কি করা যায় এখন? দোকানের সামনে দাঁড়ানো একটা ওয়াগনে উঠে ক্যানভাস মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো রলিংস্।

ঘুম ভাঙলো ম্যাককোলিনসের হাতুড়ির ঘটাং ঘটাং শব্দে। উঠে দাঁড়িয়ে ওয়াগনের কিনারা টপকে নিচে নেমেই ওয়াগনের নিচ দিয়ে গড়ান খেয়ে চলে এলো অন্য পাশে। পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছে পেছনে।

ওয়াগনের তলা দিয়ে ওর পিছু নিলো একজন; কষে একটা লাথি

লাগালো রলিংস্ তার মুণ্ড লক্ষ্য করে। ঘুরে মুখোমুখি হলো আরো দুজনের, দৌড়ে আসছে ওরা। 'ঐ যে, ধর্ শালাকে! মার!'

হঠাৎ বিশাল একটা হাতুড়ি হাতে দরজায় এসে দাঁড়ালো ম্যাক-কোলিনস্। 'একবারে একজন!' চিৎকার করে বললো সে। 'নইলে খুলি ফাটিয়ে দেবো

বুনো মোষের মতো ছুটে এলো প্রথম লোকটা, প্রচণ্ড বেগে ডান হাতের ঘুসি হানলো রলিংসের থুতনি বরাবর। ঝুপ করে বসে পড়ে ঘুসিটা কাটালো টমাস, সঙ্গে সঙ্গে পটাপট দুটো রামঘুসি ঝাড়লো লোকটার পেটে; পরমুহূর্তে একটা আধমনি ঘুসি এসে পড়লো তার থুতনিতে। বিনা দ্বিধায় লুটিয়ে পড়লো বেচারা।

চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়ালো রলিংস্। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিরাশি সিক্কার দুটো ঘুসি হাঁকালো দ্বিতীয়জনের পেটে। হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে উবু হয়ে গেল সে, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মতো লোক-টার মুখে আঘাত হানলো রলিংসের হাঁটু।

রক্তাক্ত চেহারায় ওয়াগনের তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো আগের লোকটা। 'না, না, মেরো না! মাফ চাই!'

'ভাগো তাহলে!' ধমকে উঠলো রলিংস্। 'আর যেন তোমা-দের চেহারা না দেখি!'

ওরা বিদায় নেয়ার পর কামারশালায় ঢুকলো রলিংস্। কাপড় খুলে গায়ে-মাথায় পানি ছিটালো।

'আচ্ছা,' শুষ্ককণ্ঠে বললো ম্যাককোলিনস্। 'বুঝলাম, খুব মারামারি জানো, এছাড়া অবশ্য উপায়ও নেই। কারণ, এত সহজে ওরা ছেড়ে দেবে না তোমাকে।'

'হ্যাঁ, সেরকমই মনে হচ্ছে। ঘরের সামনেও কাল রাতে ওত

পেতে ছিলো ওরা,' হাত মুছতে মুছতে বললো রলিংস। 'ভাবছি আচ্ছামতো একটা ধোলাই দিয়ে আসবো কিনা।'

'সাবধান, হাড়-হারামী লোক ইবেন কার; ওর গুণ্ডা-পাণ্ডা-গুলো আরো ভয়ঙ্কর। একটু আগে তো লড়লে চুনোপুঁটিদের সঙ্গে —আসলগুলোর চেহারা এখনো দেখোনি!'

গা মুছে আবার কাপড় পরে নিলো টমাস রলিংস্।

'এসব ছেড়ে পশ্চিমে চলে যাও না কেন,' বলে চললো ম্যাক-কোলিনস্। 'জমিজমার অভাব নেই, তোমার মতো ছেলের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত সুযোগ।'

'জমি? আমি চাষা নই, ম্যাক।'

'তা নও। তাহলে শুনি, তুমি কি? ফ্রিম্যানের পোষা গুণ্ডা? রাস্তার মাস্তান? বখাটে ছেলে? ভালো করে একবার তাকাও নিজের দিকে। আসলেই তুমি কি? কিচ্ছু না···বুঝলে, আসলে তুমি কিচ্ছু না! আর এভাবে চোর-গুণ্ডাদের সঙ্গে দিন কাটালে হবেও না কিছু। শেষে একদিন নালা-নর্দমা থেকে পচা-গলা লাশটা তুলে আনবে কেউ, চেহারা চেনারও উপায় থাকবে না।'

ম্যাককোলিনসের দিকে তাকালো রলিংস্। 'বুড়ো মানুষ, রয়ে সয়ে কথা বলো।'

'বুড়ো মানুষ, না? বেশ, আমি না হয় বুড়োই। কিন্তু এই বুড়ো হওয়ার সুযোগটাও তো পাবে না তুমি। কোথায় না কোথায় গুলি খেয়ে মরে পড়ে থাকবে—কেউ পুঁতে দেবে মাটির নিচে।

'রাস্তার মস্তান ছাড়া তুমি আর কি? ফাইভ পয়েন্টসে তোমার মতো এরকম হাজার হাজার গুণ্ডা আছে। এরা সবাই-ই খামোকা মরে ভূত হয়ে যাবে একদিন। তোমার বয়স এখনো কম, এতবড়

পৃথিবী পড়ে থাকতে এখানে পচবে কেন? পশ্চিমে চলে যাও—ওখানে গিয়ে পড়াশোনা করো—মানুষ হও।'

'আমি কি গরু নাকি?' পেশী ফোলালো রলিংস। 'এই দেখো, আঠারো ইঞ্চি বাইসেপ—কে বলে আমি মানুষ না?'

'হ্যাঁ, তুমি খুব শক্তিশালী বটে—ব্যাস, এপর্যন্তই—তারপর? মাথার ভেতর বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু আছে? নাকি ওটা কেবল রামছাগলের মতো গুঁতোগুঁতি করে বেড়াবার জন্যে?

'মানুষ হতে গেলে খালি শরীর থাকলেই হয় না। ভালো কোনো কাজে লাগাতে হয় নিজেকে—সৎ কোনো ব্যবসা, কিংবা চাষাবাদ অথবা অন্যকিছু। এখানে তোমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙেখাচ্ছে সবাই, কিন্তু যেই বুড়িয়ে যাবে, দেখবে এরাই আবার আরেকজনের চামচাগিরি করছে। তোমাদের মতো মানুষগুলোকে ওরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে—প্রয়োজন ফুরালেই কলার খোসার মতো ছুঁড়ে ফেলে দেয়।'

'পাদ্রী-ফাদ্রী হয়ে গেলে নাকি? উপদেশ খয়রাতের চাকরি নিলে কবে থেকে?'

'তোমাকে একটু সাবধান করে দিচ্ছি, আর কিছু না। তোমার মতো একটা ভালো ছেলে এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে—ভাবতেই খারাপ লাগে। কি বিশাল দেশ পড়ে আছে পশ্চিমে। ওখানে নতুন পরিবেশে, নতুন সমাজে হচ্ছে করলেই তো নতুন জীবন শুরু করতে পারো; পেতে পারো সত্যিকার বন্ধু।'

বিরক্তির সঙ্গে ম্যাককোলিনসের দিকে তাকালো রলিংস। কোটটা কাঁধে ফেলে বাইরে সূর্যালোকে বেরিয়ে এলো ও।

কাছেই ফ্রিম্যানের সেলুন 'দ্য গেম'-এর দিকে হাঁটতে লাগলো।

বিড়বিড় করছে আপনমনে। ম্যাককোলিনসকে না বলা কঠিন কঠিন কথাগুলো গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে এখন। কিন্তু হঠাৎ যেন সব নিতান্ত অর্থহীন মনে হলো।

সত্যিই তো, কেমন মানুষ ও? রাগের সঙ্গে মাথা ঝাড়া দিয়ে বিদায় করতে চাইলো ভাবনাটা। এসব কথা ভাবার কোনো মানে হয় না। কি জানে ম্যাককোলিনস? এত কথা বলার অধিকার কে দিয়েছে তাকে?

কিন্তু, তবুও ভাবছে রলিংস। কই, রাতে ঘরে ফেরার সময় কারো হামলার ভয়ে তো কুঁকড়ে থাকতে হয় না তাকে? কারো মুখের দিকে চেয়েও থাকতে হয় না? নিজের কাজ, নিজের আয়ে সুখেই কাটছে তার জীবন।

ভাবতে ভাবতে রাস্তার মোড়ে থমকে দাঁড়ালো রলিংস। চাষ-বাস না হয় না-ই করলো, পশ্চিমে কোনো শহরে গেলে, ফ্রিম্যানের চেয়েও বড় কিছু তো হতে পারে ও?

কথাটা মনে ধরলো ওর। কোথায় যাওয়া যায়? সানফ্রান-সিস্‌কো? জায়গাটার নাম অনেক শুনেছে ও···সোনার ছড়াছড়ি নাকি ওখানে।

দেখা যাক, আরো ভাবতে হবে।

দিনদুই পর ফ্রিম্যানের সঙ্গে দেখা করলো টমাস রলিংস। 'মিঃ ফ্রিম্যান, আমাকে একটা স্থায়ী কাজ দিতে পারবেন?'

দাঁতের ফাঁকে সিগার ঘোরালো ফ্রিম্যান, থুতু ফেললো। 'তা পারবো।' একটু বিরতি নিয়ে আবার বললো, 'গুলি ছুঁড়তে পারো?'

'গুলি?' মাথা নাড়লো রলিংস, 'নাহ্।'

'চিন্তা নেই, শিখে নিতে পারবে। আমার একটা শুটিং গ্যালারী আছে। মদ গিলে গিলে আগের লোকটা একদম খতম হয়ে গেছে। ও জায়গার দায়িত্ব হাতে নাও তুমি।' আবার একটু থামলো ফ্রিম্যান। তারপর বললো, 'লাভের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বখরা পাবে। কিন্তু সাবধান, টাকা সরাতে যেও না যেন।'

'পরের টাকায় হাত দেয়ার অভ্যেস আমার নেই,' প্রতিবাদ করলো রলিংসের কণ্ঠে।

'জানি।'

পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে রলিংসকে দিলো ফ্রিম্যান। 'ওখানে গিয়ে কাগজটা দেখালেই হবে। তোমাকে বন্দুক চালানো শেখাতে পাঠিয়ে দেবো কাউকে। যত খুশি প্র্যাকটিস করে হাত পাকিয়ে নিও।'

প্রিন্স স্ট্রীটের কাছে ফ্রিম্যানের শুটিং গ্যালারীটা। আরো বারো-চোদ্দটা শুটিং গ্যালারী আছে এখানে, তাছাড়া তৃতীয় শ্রেণীর হোটেল-রেস্তোরাঁ, ড্যান্স হাউস, সেলুন এসব তো রয়েছেই। সবখানে লোক ঠকানোর কসরত চলছে সর্বক্ষণ।

শুটিং গ্যালারীতে একটা গুলি ছোঁড়ার জন্যে দিতে হবে পাঁচ সেন্ট, পুরস্কার—উপর্যুপরি তিনবার বুল্‌স-আই ভেদ করতে পারলে, বিশ ডলার। আর একবারের জন্যে সান্ত্বনা পুরস্কার—একটা ছুরি।

শুটিং গ্যালারীর হৈ-চৈ আর কোলাহল ভালো লেগে গেল রলিংসের। এখানে আগত খরিদ্দারদের অনেককেই নামে কিংবা চেহারায় চেনে ও।

তৃতীয় দিন এলো এক বুড়ো, লম্বা ছিপছিপে গড়ন, মাথার সবক'টা চুলই শাদা, কটা চোখে শীতল দৃষ্টি।

'একটা গুলিতে কত লাগবে ?'

'পাঁচ সেন্ট·· তিনবার বুল্‌স-আই-এ লাগাতে পারলে, বিশ ডলার।'

হাসলো বুড়ো। 'এভাবে ক'বার জেতা যাবে ?'

'যত খুশি···' বলতে গিয়েও বুড়োর চোখে কৌতুকের ছোঁয়া দেখে সতর্ক হয়ে উঠলো রলিংস। 'একবার,' বললো ও, 'যদি তিন-বার বুল্‌স-আই-এ লাগে।'

'ওদিকে,' বললো বুড়ো, 'একজন তো তিনবার দিলো।'

'নয়বার বুল্‌স আই ?' হেসে ফেললো টমাস রলিংস। 'নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছো ?'

হাতে পিস্তল তুলে নিলো বৃদ্ধ, পাঁচ সেন্টের তিনটে মুদ্রা রাখলো কাউন্টারে। 'এই নাও তোমার পয়সা,' বলতে বলতেই ট্রিগার টিপলো সে, নিখুঁত নিশানা। ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে চাইলো সবাই। পরমুহূর্তে আবার গুলি করলো লোকটা। 'এবার,' বললো সে, 'নাশ্‌তার পয়সাটা জোগাড় হয়ে যাক।' বলতে গেলে না দেখেই তৃতীয়বার ট্রিগার টিপলো বুড়ো।

চারপাশে লোক জমে উঠেছে।

বুড়ো লোকটার পাওনা মিটিয়ে দিলো রলিংস।

'এত সহজ টার্গেট,' ঘুরে দর্শকদের দিকে চাইলো সে, 'বুঝি না এদের পোষায় কি করে।' চোখ মিটমিট করে আবার রলিংসের দিকে চাইলো লোকটা। 'টাকা লাগলেই আবার এসে পড়বো, কেমন ?'

কাজ করতে করতে বুড়োর কথা ভাবতে লাগলো টমাস রলিংস। এরকম নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করতে কাউকে কখনো দেখেনি ও, ধরতে

গেলে না তাকিয়েই গুলি করলো লোকটা। আশ্চর্য!

দুদিন পর আবার এলো সেই বুড়ো, সরাসরি নির্জন কাউন্টারে এসে দাঁড়ালো। 'কি, আছো কেমন? আমার আবার টাকার দরকার পড়ে গেল।'

বুঝতে পারলো রলিংস, লোকটাকে ভালো লেগে গেছে ওর। বললো, 'আরো আগেই আশা করেছিলাম তোমাকে।'

'আচ্ছা! আপনে কি জানো, হাতখরচের টাকাটা তোমাদের যে কোনো একজনের কাছ থেকেই আদায় করতে পারি, কিন্তু করি না, অবিচার হয়ে যাবে বলে। তাই ঘুরে ঘুরে একেকদিন একেকটায় হানা দিই।'

একটু থামলো সে। 'অন্য গ্যালারিগুলোতে আমাকে বন্দুকই ছুঁতে দেয় না। ওরা জানে, আমি পারবো, তাই ঢোকামাত্র টাকা দিয়ে দেয়।'

'আমি কিন্তু দেবো না,' হাসতে হাসতে বললো রলিংস। 'তোমার বন্দুক ছোঁড়া দেখতে চাই আমি। কেউ এরকম গুলি ছুঁড়তে পারে, ভাবাই যায় না।'

'পশ্চিমে এ কাজ জানা না থাকলে তো টিকতেই পারবে না।'

'এখানে এলে কেন? টিকতে পারোনি বলে?'

জ্বলজ্বল করে উঠলো লোকটার চোখ। 'টিকতে পারবো না কেন। এখানে আমার বোন থাকে, বেড়াতে এসেছি। শুটিং ছাড়া আর কিই বা করার আছে এখানে?'

'যখন ইচ্ছে চলে এসো এখানে,' বললো রলিংস। 'তোমার গুলি ছোঁড়া দেখতেও মজা। হাজার টাকা দিয়েও যদি এরকম শিখতে পারতাম।'

'গুলি ছোঁড়া আসলে কঠিন কিছু না—নিয়মিত প্র্যাকটিস করাটাই আসল।' কাউন্টারে ভর দিয়ে দাঁড়ালো বুড়ো। 'এখানে পয়সা কামাতে কোনো ঝামেলাই পোহাতে হয় না। অথচ আমার মনে আছে, শিকারের জন্যে ছোট বেলায় চার-পাঁচটা গুলি দেয়া হতো আমাকে, নষ্ট করলেই শাস্তি। তো, বুঝতেই পারছো, নিশ্চিত না হয়ে কখনো গুলি করতাম না।

'সীমান্তের প্রায় সব ছেলেদের বেলাতেই এ কথা খাটে। খামারের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় মা-বাবাকে, ছেলেরা কিছু শিকার করলে তবেই মাংস জোটে কপালে, নইলে ফক্কা।'

'তোমার মিস হতো না কখনো?'

'কতবার! কতদিন যে শাস্তি পেতে হয়েছে, হিসেব নেই।'

'এখানে তো মিস হয় না।'

'এই দূরত্বে? অসম্ভব! আসলে প্রথমে বন্দুকের হাবভাব বুঝে নিতে হবে তোমাকে। একেকজনের অভ্যেস একেক রকম, কেউ বন্দুক উঁচিয়ে একটু ডানে চেপে গুলি করে; আবার কেউ বন্দুক নিচু করে বাঁয়ে চেপে গুলি করে। নিজের হিসেবটা ঠিক করে নিতে হবে তোমাকেই।

'পশ্চিমে অনেকেই সহজে ট্রিগার টানার জন্যে বন্দুকের নানারকম পরিবর্তন করে নেয়। যদিও 'ট্রিগার টানা' কথাটা আসলে ভুল। অভিজ্ঞ কোনো লোক কক্ষণো ট্রিগারে 'টান' দেয় না, আস্তে আস্তে সাবধানে চাপ দিতে হয়। নইলে মিস হবে তোমার গুলি। এই ট্রিগার চাপায় ভুল হয় বলেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় বেশির ভাগ গুলি।'

'শুনেছি, ইণ্ডিয়ানরা নাকি মোটেই বন্দুক-টন্দুক চালাতে জানে না?'

'বাজে কথা। অনেকেই শাদা মানুষদের চেয়েও ভালো বন্দুক চালাতে পারে, দারুণ চালু হাত তাদের ; গুলি খেয়ে কখন যে পটল তুলবে টেরটিও পাবে না।'

সময়টা ছিলো গ্রীষ্মকাল। পিস্তল চালানোর হাতেখড়ি হলো টমাস রলিংসের।

দুই

চোখ মেলে চাইলো টমাস রলিংস। সকাল হয়ে গেছে। চুপচাপ শুয়ে রইলো ও, ভাবলো, কোথায় আছে, এখানে এলোই বা কি করে? ও, হ্যাঁ, জোর করে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছিলো ওকে। আবার নিউইয়র্কে ফিরে গেল ওর ভাবনা।

বিশেষ কাজে নিউইয়র্কের বাইরে গেছে জ্যাকব ফ্রিম্যান। টমাস এখন ফ্রিম্যানের বিশ্বস্ত সহকারী। হিসেব পরীক্ষা করে টাকা নিতে 'দ্য গেম' সেলুনে এসেছে ও। আগে থেকেই উপস্থিত রয়েছে হেনরী চাইল্ড। ভেতরের ঘরে এসে টেবিলে বসেছে ওরা, দরজা ফাঁক করে উঁকি দিলো বারটেণ্ডার করডেল। 'মিঃ রলিংস, কয়েকটা লোক ঢুকেছে, গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না, ঝামেলা হতে পারে।'

তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজার ফাঁকে চোখ রাখলো রলিংস।

চারজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে বারে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আরো কয়েকজন। সবার হাতেই বিয়ারের গ্লাস, ভাবভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে মতলব সুবিধের নয়। এদের ভেতর একজন···ঝট করে হেনরীর দিকে তাকালো টমাস। 'এরা কারের লোক, হেনরী!'

দ্রুত বেরিয়ে এসে দরজাটা ভিড়িয়ে দিলো ও। পা বাড়ালো বারের উল্টো দিকে যাবার জন্য; ঠিক এই মুহূর্তে ঝাপটা মেরে পাশের একজনের হাত থেকে গ্লাস ফেলে দিলো নবাগতদের একজন। ঘাড় ফিরিয়ে প্রতিবাদ করতে গেল লোকটা, সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘুসি বসিয়ে দিলো। এরপর শুরু হয়ে গেল তাণ্ডবনৃত্য।

বাউলি কেটে একটা ঘুসিকে পাশ কাটিয়েই একটা ঘুসি ঝেড়ে দিলো টমাস সামনের লোকটার নাকে। পরমুহূর্তে লাথি মেরে মালাইচাকি গুঁড়িয়ে দিলো আরেকজনের। দড়াম করে খুলে গেল সেলুনের দরজা; লাঠিসোটা হাতে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো দশ-বারোজন গুণ্ডা।

'এতোগুলো! করডেল! কোহান! পালাও!'

হাঁচকা টানে ছুটন্ত লোকগুলোর পথে একটা টেবিল নিয়ে এলো রলিংস। টপাটপ আছড়ে পড়লো কয়েকজন। চোখের পলকে একটা চেয়ার তুলে নিয়ে সজোরে ওদের মাথার ওপর নামিয়ে আনলো ও। পরমুহূর্তে সামনে ঝুঁকে একটা বোতল তুলে নিলো বারের ওপর থেকে, ছুঁড়ে মারলো আরেকজনকে লক্ষ্য করে—নিখুঁত নিশানা। 'বাবারে! মারে!' বলে বসে পড়লো লোকটা। আস্ত একটা বোতল সাঁৎ করে উড়ে গেল রলিংসের কানের পাশ দিয়ে। আর দেরি করলো না ও। একছুটে বারের পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো ভেতরে। হেনরীকে খুঁজলো, নেই। থাবলা মেরে টেবিল

থেকে টাকার ব্যাগটা তুলে নিলো রলিংস। পেছনের দরজা দিয়ে করিডরে বেরিয়ে এলো। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলো করডেল। একসঙ্গে ছুট লাগালো ওরা। এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে লড়াই করা এক কথায় অসম্ভব।

করিডরের শেষ মাথায় পৌঁছেই গুলির শব্দ শুনতে পেলো; রক্তাক্ত শরীরে এলোমেলো পা ফেলে করিডরে বেরিয়ে এলো হেনরী।

'উপরে!' দ্রুত বললো রলিংস। 'ছাদে চলো, জলদি!'

টাকার ব্যাগটা একহাতে নিয়ে অন্য হাতে হেনরীকে তুলে নিলো ও। দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করলো ওরা। ছাদে উঠেই আটকে দিলো সিঁড়িঘরের দরজা।

মেঘ করেছে আকাশে বৃষ্টি নামবে।

কোহান এসে যোগ দিলো ওদের সঙ্গে। 'শিপটন'স্-এ চলো!' ঢোক গিলে বললো সে।

আচমকা সামনের ছাদে মাথা তুলে দাঁড়ালো আধডজন গুণ্ডা। ঘাড় ঘোরালো রলিংস, ডানে, বামে—ছুটে আসছে—পেছনেও!

'এবার আর,' চিৎকার করে উঠলো একজন, 'তোর রেহাই নেই, শুয়োরের বাচ্চা!'

ব্যাগ ফেলে দিয়ে ঝট করে কোমর থেকে নাকবোঁচা পিস্তলটা তুলে নিলো রলিংস। 'সময় থাকতে ভাগো,' বললো ও, 'নইলে লাশ ফেলে দেবো!'

'আচ্ছা!' তাচ্ছিল্যের সুরে বললো বিশালদেহী এক পাণ্ডা। এক হাতে ভীষণদর্শন লাঠি, অন্যহাতে দশইঞ্চি ইট। 'এবার আর—!'

আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কারের বহু বছর আগেও লাঠি আর পাথরের

আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে মানুষ। সুতরাং একটা মুহূর্তও নষ্ট করলো না টমাস। শুটিং গ্যালারীতে চার-চারটি বছর প্র্যাকটিস করা হাত।

বন্দুক তুলেই বিশালদেহীকে প্রথমে গুলি করলো ও। পর পর তিনবার আগুন ঝরলো পয়েন্ট ফোর ফোরের মুখ থেকে। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে লুটিয়ে পড়লো লোকটা। কুপোকাত হলো আরো একজন।

কোনোমতে শিপটন'স-এ পৌঁছে একটা বাকবোর্ড নিয়ে পালালো ওরা। হেনরীর দিকে নজর রাখছে করডেল, ঘোড়া চালাচ্ছে রলিংস। ঝমঝম ঝরছে বৃষ্টি।

কোথায় যাবে?—ভাবলো টমাস। নিজের ঘরে ফেরা এইমুহূর্তে একটুও নিরাপদ নয়; হেনরীর ব্যাচেলর কোয়ার্টারের অবস্থাও তথৈবচ। ফ্রিম্যানের একটা বাড়ি আছে অবশ্য, সেটার উদ্দেশেই এগোলো রলিংস।

ফ্রিম্যানের বাড়ি পৌঁছে, কিছু টাকা নিজের জন্যে রেখে বাকি টাকা শোবার ঘরের সেফে তুলে রাখলো ও; একটা চিরকুটও লিখে রেখে দিলো ওগুলোর সঙ্গে।

> করডেল আর কোহান, ওদের দুজনকেই একশো ডলার করে দিলাম। বোস্টনে যাবে ওরা···কোথায় সে তো জানেনই। আমি পাঁচশো ডলার নিচ্ছি—আর হেনরীকে দিচ্ছি পাঁচশো। মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে ও; লরির ওপর ওকে দেখাশোনার ভার দিয়ে যাচ্ছি। সাবধানে থাকবেন।
>
> টমাস রলিংস।

কোহানদের প্রত্যেককে একশো ডলার করে দিলো রলিংস।

কোহানকে বললো লরি'কে ডেকে আনতে। চেক করে নিলো পিস্তলটা···ফ্রিম্যানের ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা পিস্তল বের করে নিলো ও।

হেনরীকে বিছানায় শুইয়ে যতটা সম্ভব ভালো করে ব্যাণ্ডেজ করে দিলো ক্ষতস্থানটা। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে অচেতন হয়ে আছে বেচারা। রক্তে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে সমস্ত কাপড়-চোপড়।

লরি এলে তার হাতে হেনরীর পাঁচশো ডলার তুলে দিলো রলিংস। 'ও এখানে আছে, কেউ যেন জানতে না পারে। তুমিও চোখের আড়ালে থেকো, অবশ্য ওরা তোমাকে না-ও চিনতে পারে।'

'তুমি কি করবে?'

'ঘোড়াটা লুকোতে হবে সবচেয়ে আগে, নয়তো হেনরীকে খুঁজে বের করে ফেলবে ওরা। নিজের কথা পরেও ভাবা যাবে।'

রান্নাঘরের জানালা গলে বেরিয়ে এলো ও, পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলো। চারদিক অন্ধকার। গুরুগুরু শব্দে মেঘ ডাকছে, আচমকা ফর্সা হয়ে যাচ্ছে চারদিক, তারপরই আরো যেন গাঢ় হয়ে উঠছে অন্ধকারের রঙ। গলি থেকে রাস্তায় উঠে এলো ও। মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা। সতর্ক চোখে আশপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে এগিয়ে গিয়ে বাকবোর্ডে উঠে বসলো রলিংস। এগোতে শুরু করলো ঘোড়াটা। ডানহাতে পিস্তলের স্পর্শ নিলো ও।

কিছুক্ষণ আগেই একটা লোককে খুন করেছে সে, হয়তো দুজনকে। কিন্তু ওরাও মারতেই আসছিলো ওকে। ওর ক্ষিপ্রতাই হয়তো বাঁচিয়ে দিয়েছে সবাইকে।

অন্ধকার রাস্তায় এগিয়ে চললো ও।

বিপদের মধ্যেই বসবাস জ্যাকব ফ্রিম্যানের। সদাসতর্ক থাকে সে। বিপদের সময় আত্মগোপন করতে চিন্তা-ভাবনা করেই গোপন আস্তানার ব্যবস্থা রেখেছে। আস্তাবলও রয়েছে সেসব জায়গায়। এখন সেগুলোরই একটার দিকে যাচ্ছে রলিংস।

চারদিক নিঝুম, অন্ধকার। মাত্র দুটো ঘোড়া রয়েছে আস্তাবলে, বাকি স্টলগুলো খালি। ভেতরে ঢুকিয়ে ঘোড়াটার গা মুছে দিলো ও, খাবার দিলো। একটা গ্যারেজে লুকিয়ে রাখলো বাকবোর্ডটা। তারপর ঘরে এসে এক কাপ গরম কফি হাতে ভাবতে বসলো।

বুঝেশুনেই কাজে নেমেছে ইবেন কার। জ্যাকব ফ্রিম্যান শহরে নেই, নিশ্চয়ই জানে ওরা। সন্দেহ নেই, বার্কলে স্ট্রীটেও হামলা চালানো হয়েছে। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে ওরা। এইমুহূর্তে বাইরে বেরুনো বোকামি হয়ে যাবে।

ফ্রিম্যান থাকলেও, কার বাহিনীর উৎসাহে ভাটা না পড়া পর্যন্ত কোনোরকম পাল্টা ব্যবস্থা নিতো না। কয়েক ঘণ্টা পরই বিজয়-আনন্দে মেতে উঠবে ওরা—কেউ কেউ হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে ক্লান্তিতে, কেউবা বেরিয়ে পড়বে অন্য ধান্দায়। এবং পাল্টা আক্রমণের জন্যে সেটা হবে সেরা সময়।

শূন্য ঘরে একলা বসে ভাবছে রলিংস। টেবিলের ওপর টিমটিমে লণ্ঠন জ্বলছে। স্টার রেডম্যান আর হারডিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। পাল্টা হামলার জন্যে লোক জোগাড় করতে পারবে ওরা।

উঠে দাঁড়ালো টমাস রলিংস, পায়চারি করতে করতে পাল্টা আক্রমণের একটা প্ল্যান খাড়া করার চেষ্টা চালালো।

সবচেয়ে আগে ফ্রিম্যানকে সবকিছু জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর রেডম্যান আর হারডিনের লোকজন নিয়ে ঝাঁপিয়ে

পড়তে হবে শত্রুর ওপর।

ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত দেহে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো ও। সকালে বৃষ্টিঝরা ঠাণ্ডায় ঘুম ভাঙলো। তৈরি হয়ে, বন্দুক দুটো চেক করে রাস্তায় নেমে এলো রলিংস। হাঁটতে হাঁটতে ব্রডওয়েতে এসে একটা গাড়িতে উঠে বসলো। ফাইভ পয়েন্টসে যাওয়ার কথা বলতেই বিরস কণ্ঠে অসম্মতি জানালো চালক। 'না, স্যার, ওদিকে যেতে পারবো না। স্রেফ খুন করে ফেলবে! বড়জোর কাছে কোথাও নামিয়ে দিয়ে আসতে পারি আপনাকে।'

হম্বিতম্বি করে কোনো ফায়দা হবে না, জানে টমাস, তাই সে পথে গেল না ও।

মদে চুর হয়ে আছে রেডম্যান। ঠেলেঠুলে অনেক কষ্টে চোখ মেলে তাকাতে বাধ্য করলো তাকে। কফি বানিয়ে জোর করে গেলালো। তারপর আস্তে আস্তে সবকিছু বললো। 'জনা বিশেক লোক জোগাড় করতে হবে তোমাকে···সাহসী লোক।'

রেডম্যানের সঙ্গে আলাপ শেষে হারডিনের কাছে গেল রলিংস। হালকা পাতলা-লোক হারডিন। সব শুনে টমাসের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো সে। 'এবার আসলেই হেরে গেছে জ্যাকব। ও শহর ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে ওরা, তারপর হামলা করেছে; মানে, আঁটঘাট বেঁধেই নেমেছে শালারা!'

'এটা কোনো কথা হলো না,' প্রতিবাদ করলো রলিংস। 'ওরা মোটেই তেমন শক্তিশালী নয়। দরকার হলে রুথ ডেমনের সাহায্য চাওয়া যাবে—আমরা যদি দ্রুত—'

'উঁহুঁ, সময় নেই,' আপত্তি জানালো হারডিন। 'ওদের আয়ত্তে চলে গেছে সবকিছু। জ্যাকব থাকলে অবশ্য

'সাহায্য করবে কিনা, তাই বলো।'

'সময় ফুরিয়ে গেছে,' মাথা নেড়ে বললো হারডিন। 'নিজের প্রাণটাই খোয়াবে শেষে। আমি—'

'বাদ দাও,' স্পষ্ট বুঝতে পারছে রলিংস, ভয় পেয়ে গেছে লোকটা। আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে ওর। 'তোমাকে ছাড়াও আমাদের চলবে!'

দ্রুত কাজ গুছিয়ে নিলো ও। কিটো ক্লে, আর হ্যাজেলের সঙ্গে পরামর্শ করলো। তৈরিই ছিলো ওরা, খুশি হলো টমাসের উদ্যোগে।

'ঠিক দশটায়,' ক্লে-কে বললো রলিংস, 'আমার জন্যে অপেক্ষা না করে ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমরা…'

একটুকরো কাগজে নক্‌শা এঁকে সবার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলো ও।

ক্লে-র সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে রাস্তায় নেমে আস্তাবলের দিকে এগোলো টমাস। টুয়েন্টি ফোর্থ স্ট্রীটের একটা বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র আছে, সেগুলো জোগাড় করতে হবে। ওর ভুল না হলে, কারের বাহিনী অবশ্যই সশস্ত্র থাকবে।

একটা বাকবোর্ড ভাড়া করে উঠে বসবে, হঠাৎ ফিস ফিস করে কথা বলে উঠলো আস্তাবল-রক্ষক। 'শোনো। আমি ম্যাককোলিনসের বন্ধু। সাবধানে থেকো। তোমাকে জ্যান্ত ধরতে পারলে ইবেন কার পাঁচশো ডলার বকশিস দেবে বলেছে।'

থেমে সতর্ক চোখে চারদিকে তাকালো লোকটা, তারপর আবার বললো, 'তোমাকে খুঁজছে ওরা। ধরতে পারলে হাত-ঠ্যাং ভেঙে দেয়ার কথা বলাবলি করছে সবাই।'

'ঠিক আছে, সাবধানে থাকবো,' বললো রলিংস। বাকবোর্ডে উঠে বসে লাগাম ধরলো। 'দরজাটা খুলে দাও। আর হ্যাঁ, ধন্যবাদ।

তোমার কথা আমার মনে থাকবে। ফ্রিম্যানকে বলবো তোমার উপকারের কথা।'

রাস্তায় বেরিয়ে এলো ও। কোনোরকম তাড়াহুড়ো নয়, নিজেকে সতর্ক করলো রলিংস। ধীরে-সুস্থে এগোও। পাঁচশো ডলার! ফাইভ পয়েন্টসের সব্বাই ছুটবে এবার ওর পেছনে। বিশ্বাস করে কাকে?

ডিলান্সি স্ট্রীট পেছনে ফেলে এলো ও, একটু স্বস্তি বোধ করছে এখন। লোকজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে ভেবে গতি বাড়ানোর ঝুঁকি নিলো না টমাস। পিস্তলের ওপর হাত বুলালো। নাহ্ জায়গামতোই আছে। এবার অন্য পিস্তলটা স্পর্শ করতে চাইলো···নেই! নিশ্চয়ই ঘোড়া বাঁধার সময় পড়ে গেছে। তিক্তকণ্ঠে ভাগ্যকে গালি দিলো ও।

যাকগে, টোয়েন্টি ফোর্থ স্ট্রীটে পৌঁছুতে পারলে অনেক অস্ত্রই মিলবে।

প্রায় ঘন্টাখানেক পর গন্তব্যে পৌঁছুলো রলিংস। ধারেকাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অস্বস্তি বোধ করছে ও। এখানকার অস্ত্র গুদামের কথা ও যেমন জানে, কাররাও তো জেনে থাকতে পারে।

চারদিক সুনসান, কেবল বৃষ্টির একটানা রিমঝিম বাজনা বাজছে রাস্তায়। ঘোড়ার কাঁধে হাত বুলিয়ে দিলো রলিংস, 'অপেক্ষা কর, এখুনি আসছি।'

কিন্তু নড়লো না টমাস। চোখ বুলালো চারদিকে। উত্তরমুখী একটা গলির অন্ধকার মুখ চোখে পড়লো। একসারি ঘরবাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, সবগুলোর দরজাতেই লোহার রেলিং দেয়া সিঁড়ি। আরো একবার পিস্তলের স্পর্শ নিলো। রাগ হলো নিজের ওপরই। পিস্তলে

আবার আস্থা এলো কবে থেকে ?

যে বাড়িটায় ঢুকবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওটার দিকে চাইলো রলিংস। জানালার কবাটের ফাঁক দিয়ে হালকা আলোর রেখা উঁকি দিচ্ছে। কি নাম যেন লোকটার ?

স্টোনি বাড···সিঁড়ি টপকে উঠতে শুরু করলো ও। মোট আট ধাপ সিঁড়ি। দুপাশে লোহার রেলিং।

দরজায় মৃদু নক করলো টমাস। হঠাৎ কি যেন নড়ে উঠলো পেছনে। শিরশিরে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। কেউ আসছে নাকি ? চটকরে পেছনে তাকালো ও···কই, না!

ঘরের ভেতর থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এলো। একটা কণ্ঠস্বর জানতে চাইলো, 'কে ?'

'রলিংস' বললো টমাস।

শেকল খোলার শব্দ হলো, পরমুহূর্তে হাঁ হয়ে খুলে গেল দরজাটা।

তিনজন লোক···ওকে ধরে ফেলছে ওরা···উহুঁ !

পেছনে ছুটন্ত পায়ের শব্দ উঠলো। অপ্রত্যাশিতভাবে ঘুরে পালানোর কোনো চেষ্টাই করলো না রলিংস। সোজা ছুটে গেল সামনের তিনজনের দিকে। ঘুসি বসিয়ে দিলো ডানদিকের লোকটার নাকে। দড়াম করে আছড়ে পড়লো লোকটা। বাধা হয়ে দাঁড়ালো বাকি দুজনের পথে। চোখের পলকে পিস্তল বের করে ট্রিগার টিপলো রলিংস।

বিস্ফোরণের চাপা শব্দ হলো। লুটিয়ে পড়লো আরেকজন। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়িয়ে পেছনে এগিয়ে আসা লোকগুলোর দিকে ট্রিগার টিপলো এবার। তারপর ছুট লাগালো করিডর ধরে। টান মেরে

একটা দরজা খুলে ঢুকে পড়লো ভেতরে। শূন্য ঘর, দুতিনটে চেয়ার পড়ে আছে। একটা চেয়ার তুলে ছুঁড়ে মারলো জানালা লক্ষ্য করে। ঝনঝন কাচভাঙার শব্দে খানখান হলো রাতের নিস্তব্ধতা। খোলা জানালা গলে চট করে আরেকটা ঘরে ঢুকে পড়লো ও।

এ ঘরটাও খালি। আবার দৌড়ুতে লাগলো রলিংস, ভাবছে, কিভাবে পালানো যায়। দরজা খোলার শব্দ হলো পেছনে। 'চোর, চোর!' চেঁচিয়ে উঠলো একটা মহিলা কণ্ঠ।

আবারও করিডরে বেরিয়ে এলো টমাস রলিংস। দৌড় দিলো সিঁড়ির দিকে। একেকবারে তিনটে করে ধাপ টপকে উঠতে শুরু করলো। দোতালায় এসে করিডরের শেষ মাথায় একটা ফোকর চোখে পড়লো, ওদিকে একটা বাড়ির বৃষ্টিভেজা পিচ্ছিল ছাদ দেখা যাচ্ছে। নিচ থেকে আবার চেঁচামেচি আর হৈচৈ-এর শব্দ ভেসে আসছে। দ্রুত ফোকর গলে বেরিয়ে এলো ও, ঝুলতে ঝুলতে নেমে এলো মাটিতে; তারপর দুটো দালানের মাঝের ফাঁকা জায়গা দিয়ে খিঁচে দৌড় দিলো।

গলি থেকে বেরিয়েই দ্রুত রাস্তা পেরুলো ও, চট করে ঢুকে পড়লো আরেকটা গলিতে। উত্তরে ছুটছে রলিংস। মুহূর্তের জন্যে থেমে কান পাতলো, পিছু পিছু আসছে ওরা।

উপায় একটা বের করতেই হবে।

রেলস্টেশন। হ্যাঁ, ওখানেই যাবে, অসংখ্য ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, ওগুলোর ভেতরে অন্ধকারে ওকে খুঁজে পাবে না কেউ। আবার দৌড়ুতে শুরু করলো ও।

এ-গলি সে-গলি করে আবার বড় রাস্তায় উঠে এলো। একটু জিরিয়ে নিয়ে এবার হাঁটতে লাগলো ও। হাঁপাচ্ছে। পিস্তল ছোঁয়ার

জন্যে হাত বাড়ালো।

নেই···

কোথাও পড়ে গেছে নিশ্চয়ই। খোদা! পিস্তলটা যেন ওরা না পায়! ও নিরস্ত্র জানতে পারলে বিপদ হয়ে যাবে!

হঠাৎ পেছনে চিৎকার করে উঠলো কে যেন। স্যাঁৎ করে একটা গলিতে ঢুকে পড়লো রলিংস···কানাগলি।

আবার রাস্তায় উঠে এলো ও। অনেক কাছে এসে পড়েছে ওরা। এগিয়ে আসছে, দ্রুত। হঠাৎ নিচু একটা বেড়া দেখতে পেলো টমাস। ভেজা কয়লা আর ধোঁয়ার গন্ধ ভাসছে বাতাসে। তারপরই ট্রেনের বগিগুলো চোখে পড়লো ওর। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে একটা ইঞ্জিন থেকে। বেড়ার ওপর একটা হাত রাখলো রলিংস, সহজ ভঙ্গিতে লাফিয়ে পেরিয়ে এলো বেড়াটা। মিশে গেল অন্ধকারে।

ট্রেনের হুইসেল আর ইঞ্জিন চালু হওয়ার খটাং খটাং শব্দ শুনতে পাচ্ছে রলিংস। ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো কেউ, ঠিক সামনের একটা বগিতে লেগে বিঙ্‌ঙ শব্দ তুললো গুলিটা। একসার বগির নিচ দিয়ে গড়ান খেয়ে অন্য পাশে চলে এলো ও। উঠে দাঁড়িয়েই দেখলো, সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে একটা ট্রেন। কোনো দ্বিধা করলো না রলিংস, ছুটে গিয়ে একটা ওয়াগনে উঠে পড়লো।

ক্রমশ গতি বাড়ছে ট্রেনের।

চিৎকার করে উঠলো কেউ। তারপরই গুলির শব্দ হলো আবার। খুঁজছে ওকে। আন্দাজে গুলি ছুঁড়ছে। একপাশে হেলান দিয়ে বসে পড়লো রলিংস। হাঁপাচ্ছে, হাপরের মতো ওঠানামা করছে ওর বিশাল বুক।

বড্ড ক্লান্তি লাগছে!

তীক্ষ্ণ সুরে বেজে উঠলো ট্রেনের হুইসেল। মাথা তুলে তাকালো টমাস রলিংস, একের পর এক পেছনে চলে যাচ্ছে ঘরবাড়ির ছাদ।

বৃষ্টি ঝরছে অঝোর ধারায়।

তিন

চোখ মেলে চাইলো টমাস রলিংস। চুপচাপ শুয়ে ভাবলো কিছুক্ষণ। সংকীর্ণ ক্রিকে পানি গড়ানোর শব্দ আর পাখির কিচিরমিচির, এছাড়া কোনো শব্দ নেই কোথাও।

উঠে বসে চারদিকে চোখ বুলালো ও। আয়ারল্যাণ্ড ছেড়ে আসার পর সকালের এমন শান্ত-পবিত্র রূপ আর দেখা হয়নি ওর।

ক্রিকের দিকে এগিয়ে গেল রলিংস। শার্ট খুলে ঘাড়ে, মুখে, বুকে ঠাণ্ডা পানি ছিটালো ; শান্তির পরশ বুলিয়ে দিলো যেন দেহের প্রতিটি কোষে। কম্বল ভাঁজ করে রেখে নিবে যাওয়া আগুনটা আবার জ্বাললো ও। বেকন ঝলসে নিলো সে আগুনে।

এবার বসলো বন্দুক চেক করতে। পিস্তলটা আনকোরা নতুন এবং ভালো। কার ? কোমরে গানবেল্ট লাগিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো ও, নাহ্, ঠিকই আছে।

জন্যে হাত বাড়ালো।

নেই···

কোথাও পড়ে গেছে নিশ্চয়ই। খোদা! পিস্তলটা যেন ওরা না পায়! ও নিরস্ত্র জানতে পারলে বিপদ হয়ে যাবে!

হঠাৎ পেছনে চিৎকার করে উঠলো কে যেন। স্যাঁৎ করে একটা গলিতে ঢুকে পড়লো রলিংস···কানাগলি।

আবার রাস্তায় উঠে এলো ও। অনেক কাছে এসে পড়েছে ওরা। এগিয়ে আসছে, দ্রুত। হঠাৎ নিচু একটা বেড়া দেখতে পেলো টমাস। ভেজা কয়লা আর ধোঁয়ার গন্ধ ভাসছে বাতাসে। তারপরই ট্রেনের বগিগুলো চোখে পড়লো ওর। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে একটা ইঞ্জিন থেকে। বেড়ার ওপর একটা হাত রাখলো রলিংস, সহজ ভঙ্গিতে লাফিয়ে পেরিয়ে এলো বেড়াটা। মিশে গেল অন্ধকারে।

ট্রেনের হুইসেল আর ইঞ্জিন চালু হওয়ার খটাং খটাং শব্দ শুনতে পাচ্ছে রলিংস। ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো কেউ, ঠিক সামনের একটা বগিতে লেগে বিঙ্‌ঙ শব্দ তুললো গুলিটা। একসার বগির নিচ দিয়ে গড়ান খেয়ে অন্য পাশে চলে এলো ও। উঠে দাঁড়িয়েই দেখলো, সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে একটা ট্রেন। কোনো দ্বিধা করলো না রলিংস, ছুটে গিয়ে একটা ওয়াগনে উঠে পড়লো।

ক্রমশ গতি বাড়ছে ট্রেনের।

চিৎকার করে উঠলো কেউ। তারপরই গুলির শব্দ হলো আবার। খুঁজছে ওকে। আন্দাজে গুলি ছুঁড়ছে। একপাশে হেলান দিয়ে বসে পড়লো রলিংস। হাঁপাচ্ছে, হাপরের মতো ওঠানামা করছে ওর বিশাল বুক।

বড্ড ক্লান্তি লাগছে!

তীক্ষ্ণ সুরে বেজে উঠলো ট্রেনের হুইসেল। মাথা তুলে তাকালো টমাস রলিংস, একের পর এক পেছনে চলে যাচ্ছে ঘরবাড়ির ছাদ।

বৃষ্টি ঝরছে অঝোর ধারায়।

তিন

চোখ মেলে চাইলো টমাস রলিংস। চুপচাপ শুয়ে ভাবলো কিছুক্ষণ। সংকীর্ণ ক্রিকে পানি গড়ানোর শব্দ আর পাখির কিচিরমিচির, এছাড়া কোনো শব্দ নেই কোথাও।

উঠে বসে চারদিকে চোখ বুলালো ও। আয়ারল্যাণ্ড ছেড়ে আসার পর সকালের এমন শান্ত-পবিত্র রূপ আর দেখা হয়নি ওর।

ক্রিকের দিকে এগিয়ে গেল রলিংস। শার্ট খুলে ঘাড়ে, মুখে, বুকে ঠাণ্ডা পানি ছিটালো ; শান্তির পরশ বুলিয়ে দিলো যেন দেহের প্রতিটি কোষে। কম্বল ভাঁজ করে রেখে নিবে যাওয়া আগুনটা আবার জ্বাললো ও। বেকন ঝলসে নিলো সে আগুনে।

এবার বসলো বন্দুক চেক করতে। পিস্তলটা আনকোরা নতুন এবং ভালো। কার ? কোমরে গানবেল্ট লাগিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো ও, নাহ্, ঠিকই আছে।

নিউইয়র্কে ফিরতে হলে রেললাইন ধরে এগিয়ে গিয়ে ট্রেন থামবে এমন একটা জায়গায় পৌঁছুতে হবে আগে, এখুনি রওনা হওয়া দরকার।

উবু হয়ে ভাঁজ করা কম্বলটা তুলতে গিয়েও কি ভেবে ওটার পাশেই বসে পড়লো রলিংস ; এই শান্ত পরিবেশ, এই নির্জনতা ভালো লাগছে।

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দে চমকে উঠলো ও। এখানে ঘোড়া! এক মুহূর্ত অনড় বসে কান খাড়া করে শুনলো। তারপর উঠে কম্বল আর শটগানটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে ফেললো। কোটের আড়ালে পড়ে গেছে পিস্তলটা, চোখে পড়বে না কারো।

হেঁটে আগুনের কাছে এগিয়ে গেল টমাস। এবার হয়তো জানা যাবে এ জায়গাটা কোথায়, আর শহর থেকেই বা কতটা দূরে আছে ও।

চারজন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে আসছে ক্রিকের দিকে, একটা ধূসর ঘোড়ার পিঠে অন্য তিনজনের পেছনে রয়েছে চতুর্থজন।

'আরে!' তিনজনের একজন চিৎকার করে বলে উঠলো, 'কে যেন···'

ক্রিক পেরিয়ে এপারে এসে টমাসের কাছ থেকে ফুট বিশেক দূরে থামলো ওরা।

'এযে দেখছি নয়া মাল,' বললো একজন।

'আচ্ছা, আমাকে···' কথাটা শেষ করতে পারলো না রলিংস।

'আরে শালার এটা তো আইরিশ,' বললো আরেকজন।

প্রথম তিনজন বয়সে কমবেশি সমানই হবে ওর। লম্বা ছিপছিপে গড়নের চতুর্থজন কিছুটা বয়স্ক, মাথায় চিকন কিনারাঅলা বহুব্যবহৃত

একটা টুপি, গায়ে ছাইরঙা কোট—হাজার দাগে ভরা ; পরনে ঘরে সেলাই করা প্যান্ট। হাতদুটো পেছনে লুকিয়ে রেখেছে লোকটা।

হাঁটু মুড়ে বসে আগুনটা উস্কে দিলো রলিংস। 'শহরে যাবো,' স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো ও, 'কদ্দূর হবে এখান থেকে ?'

অশ্বারোহীদের ভেতর সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান লোকটা জিনে ঝোলানো একগোছা দড়ি তুলে নিয়ে একটা ফাঁস তৈরি করলো। তারপর একটা বড়সড় কটনউড গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ালো। 'এখানেই হয়ে যাক, কি বলো ?' জানতে চাইলো সে।

'দাঁড়াও, এর কি হবে ?'

শাদা বাকস্কিনের কোট পরা লোকটা এতক্ষণ কিছু বলেনি। রলিংসের দিকে তাকালো সে। হাসি ফুটে উঠলো ঠোঁটে। 'দুজনই হবে আরকি, অসুবিধে কোথায় ?'

হেসে উঠলো দড়িঅলা। 'কিন্তু একে তো আমরা চিনিই না, বেচারা কোনো দোষও করেনি !'

'কে জানে ? দেখে তো মনে হচ্ছে আস্ত বদমাশ।' তীক্ষ্ণ হলো তার দৃষ্টি। 'তোমার ঘোড়া কোথায় ?'

'নেই,' সতর্ক হয়ে উঠেছে রলিংস। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, বিপদ আসছে। কিন্তু জানে না, কেমন বিপদ। লোকগুলোর কথাবার্তার ধরনও বুঝে উঠতে পারছে না ও। 'জোর করে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে আমাকে।'

'এখানে ? বলে কি ! সবচেয়ে কাছের শহরও তো এখান থেকে কত দূরে !'

'হেঁটেই যেতে পারবো।'

'হেঁটে ? নাহ্, আসলেই আস্ত একটা উন্মাদ তুমি !'

আবার কথা বলে উঠলো শাদা কোট। 'এখানে থাকার কথা ছিলো না ওর। ভুল জায়গায় অসময়ে এসে পড়েছে সে।'

বুঝতে পারছে টমাস, মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। 'জায়গাটা আমার ভালো লেগেছে।'

'শুনলে?' বললো শাদা কোট, কণ্ঠে বিদ্রূপ। 'জায়গাটা নাকি ভালো লেগেছে!'

এক মুহূর্ত নীরবতা। এবার পেছনে হাত রাখা লোকটা বলে উঠলো, 'কেমনতরো বজ্জাত তুমি, কুনী!'

'ব্লু?' দড়িঅলার দিকে ফিরলো কুনী। 'ধরো ওকে!'

টমাসকে লক্ষ্য করে দড়ির ফাঁসটা ছুঁড়ে দিলো ব্লু। সঙ্গে সঙ্গে লাফ মেরে সরে গেল রলিংস, চোখের পলকে বের করে আনলো পিস্তলটা। পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছিলো তৃতীয়জন। কোনো-রকম দ্বিধা ছাড়াই তাকে গুলি করলো ও।

লাগাতে চেয়েছিলো বুকে, কিন্তু লোকটা নড়ে ওঠায় বাঁ হাতের কনুই গুঁড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা।

'পরের বার,' ভুল ঢাকার চেষ্টা করলো রলিংস, 'ডান হাত-টাও গুঁড়িয়ে দেবো। নাও, ভাগো এবার—সব্বাই!'

পেছনে হাত রাখা লোকটা মৃদু স্বরে কথা বলে উঠলো। 'কিন্তু আমি তো—'

এতক্ষণে খেয়াল করলো টমাস, আসলে পেছনে বেঁধে রাখা হয়েছে লোকটার হাত দুটো।

'ওকে এখানে রেখে যাও,' বললো রলিংস।

'কিছুতেই না!' চেঁচিয়ে উঠলো কুনী।

'নইলে মারা পড়বে,' জবাব দিলো টমাস। 'নিজের কাজে ব্যস্ত

ছিলাম, খামোকা মাতব্বরি ফলাতে এসেছিলে। সূর্য ডোবা পর্যন্ত বেঁচে থাকার সাধ থাকলে জলদি ভাগো!'

দাঁড়াও না, আবার আসবো আমরা!' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো কুনী।

লোকগুলো বেশ খানিকটা দূরে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো রলিংস। তারপর এগিয়ে এসে খুলে দিলো লোকটার হাতের বাঁধন। 'তোমাকে কেন বেঁধেছে জানি না,' বললো ও, 'কিন্তু ব্যাটাদের ভাবভঙ্গি আমার কাছে মোটেই সুবিধের মনে হয়নি।'

'এখানে নতুন তুমি,' কব্জি ডলতে ডলতে শুকনো গলায় বললো লোকটা। 'আমাকে লটকানোর পাঁয়তারা করছিলো শালারা, তুমি না থাকলে এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেতাম।'

গাছের আড়াল থেকে কম্বল আর শটগানটা তুলে নিলো রলিংস।

'আমার নাম টমাস রলিংস, বললো ও।

'লুক শর্ট,' নিজের পরিচয় দিলো লোকটা। তারপর আবার বললো, 'ঘোড়া তো মাত্র একটা; দুজন একসঙ্গে চড়লে মরেই যাবে, চলো পালা করে চড়ি, কেমন?'

কম্বলটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়িয়েই হঠাৎ করে থমকে গেল লুক শর্ট। বিস্মিত চোখে চেয়ে রইলো শটগানটার দিকে। অবশেষে কম্বল নিয়ে জিনের পেছনে বেঁধে নিলো। সবসময়ই কি শটগানটা তোমার সাথে থাকে?' জানতে চাইলো সে। লোকটার কণ্ঠে এমন কিছু ছিলো, সতর্ক হয়ে উঠলো টমাস।

'নাহ্···কেন বলো তো?'

'না, এমনি।'

কিন্তু হঠাৎ করেই যেন বদলে গেল লুক শর্টের ব্যবহার, বন্ধুত্বের পরিবর্তে শীতল একটা ভাব উপস্থিত হয়েছে তার কথাবার্তায়।

'অনেক দূর থেকে এসেছো মনে হয়?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো সে।

'হ্যাঁ, নিউইয়র্ক।'

'ট্রেনে?'

'হ্যাঁ, ট্রেনের এক ব্যাটা, গার্ড নাকি ডিটেকটিভ কে জানে, জোর করে নামিয়ে দিলো ওদিকে। রেললাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে ক্রিক পর্যন্ত এসে তারপর ওটা ধরেই এসেছি এখানে।'

'নিউইয়র্কে নিশ্চয়ই কম্বল নিয়ে ঘুরে বেড়াও না তোমরা!'

'ঠিক।'

'পিস্তলে দারুণ হাত দেখলাম,' বললো লুক শর্ট। 'এত চালু হাত আর কখনো চোখে পড়েনি।'

'একজনের কাছে শেখা—অবশ্য বন্দুক চালানোর খুব একটা দরকার হয় না আমার। নিউইয়র্ক হলো হাতাহাতির জায়গা।'

হাঁটতে অভ্যস্ত রলিংস, স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চললো ও। ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুটা বিমূঢ়। লুক শর্ট পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা করছে, কিন্তু এ নিয়ে কোনোরকম ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে না তার ভেতর। আসলে শটগানটা দেখার পর থেকেই কেন যেন চুপ মেরে গেছে লোকটা।

চারদিকে চাইতে চাইতে হাঁটছে রলিংস। যদ্দূর চোখ যায়—ঘাসের অরণ্য। এর মাঝখান দিয়ে সোজা সামনে চলে গেছে রেল-লাইন। এখানে ওখানে মাঝে-মধ্যে চোখে পড়ছে লম্বা লম্বা সূর্যমুখী ফুলের গাছ।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো ও। 'শর্ট, এত জমি খালি পড়ে আছে কেন? একটা খামার টামারও তো চোখে পড়লো না।'

'এটা হলো চারণভূমি,' বললো লুক শর্ট। 'এককালে মোষ চরে বেড়াতো।'

বেশ খানিকটা দূরে নড়ে উঠলো কি যেন, শাদাটে একটা ঝিলিক।

'কি ওদিকে ? গরু ?'

'অ্যান্টিলোপ,' বললো শর্ট, 'হাজার হাজার দেখতে পাবে।'

'কার ?'

ওর দিকে চোখ ফেরালো লুক শর্ট। 'বলতে পারো, খোদার। বুনো জানোয়ার ওগুলো।'

'শিকার করা যায় না ?'

'যাবে না কেন ? হরিণ কিংবা মোষের মতো সুস্বাদু না হলেও, চলে।' কয়েক মিনিট চুপচাপ ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে চললো লুক শর্ট। তারপর জানতে চাইলো, 'এখন কি করবে ভাবছো ?'

'আমি ? সোজা নিউইয়র্কে ফিরে যাবো। তাড়াহুড়ো করে ট্রেনে উঠে পড়েছিলাম। এতো ক্লান্ত ছিলাম, কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, টেরই পাইনি। এখানে আসার আসলে কোনো ইচ্ছেই ছিলো না আমার।' একটু ইতস্তত করলো ও, ভাবলো কি যেন, তারপর জানতে চাইলো, 'আচ্ছা, এখান থেকে নিউইয়র্ক কতদূর হবে, জানো ?'

কাঁধ ঝাঁকালো লুক। 'এই সেরেছে, ধরো, এক হাজার মাইল।'

চমকে উঠলো রলিংস। 'এক হাজার··? অসম্ভব!'

'আরো বেশিও হতে পারে। এটা হচ্ছে ক্যানসাস।' আঙুল দিয়ে সামনের দিকে ইঙ্গিত করলো লুক। 'ওদিকে কলোরাডো। ট্রেনে ওঠার সময় নিশ্চয়ই হুঁশ ছিলো না তোমার।'

'তা বলা যায়···প্রচুর ঝামেলা যাচ্ছিলো মাথার ওপর দিয়ে। কয়েকটা রাত ধরতে গেলে নির্ঘুম কাটাতে হয়েছে, একেবারে মরার মতো ঘুমিয়েছি সারাটা পথ।'

ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছে রলিংস। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্টেশনে গিয়ে নিউইয়র্কে রওনা হতে পারলেই সবচেয়ে ভালো হয়। কি হচ্ছে না হচ্ছে অন্তত বোঝা যেতো ওখানে।

'আচ্ছা, ঐ লোকগুলো,' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো রলিংস, 'তোমাকে ঝোলাতে চাইছিলো কেন?'

'একটা ঘোড়া চুরি করেছিলাম। ঠিক চুরি না, একটা মেয়ের ঘোড়া চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলো ঐ কুনী লোকটা—চোরের ওপর বাটপারি করেছি আর কি।'

'মেয়েটা তাহলে ঘোড়া ফিরে পেয়েছে?'

'হুঁ।'

লুক শর্টের ঘোড়াটার জিনের দিকে তাকালো রলিংস। 'এ ঘোড়ার জিনটা অসম্ভব ভারি মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। জিনে বসেই কাউহ্যাণ্ডদের জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটাতে হয়, তাই ভারি জিন ছাড়া উপায় নেই। তোমাদের পুবের জিন দেখেছি আমি···কাগজের মতো পাতলা। এক-আধ ঘণ্টা ঘুরে বেড়ানোর জন্যে অবশ্য ঠিকই আছে। কিন্তু একজন কাউহ্যাণ্ডকে দিনে ষোলো থেকে আঠারো ঘণ্টা কাটাতে হয় জিনের ওপরে। ঘোড়ার পিঠে বসেই সারতে হয় সব রকম কাজ। বলতে পারো, জিনই হচ্ছে কাউহ্যাণ্ডদের টেবিল।'

রাশ টেনে ঘোড়া থামালো লুক শর্ট। 'নাও, এবার তোমার পালা। হাঁটাহাঁটি অবশ্য তেমন পারি না আমি।'

ঘোড়ার পিঠে উঠে অপরিচিত জিনে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো রলিংস। ভালোই লাগছে। রেকাবগুলোর ঝুল একটু বেশি, কিন্তু ছোট করতে গিয়ে সময় নষ্ট করলো না ও।

'একটু পরেই শহরে পৌঁছে যাবো আমরা,' কিছুক্ষণ পর মন্তব্য করলো লুক শর্ট। 'পিস্তল তৈরি রেখো। কুনী থাকতে পারে আশে-পাশে। ওর লোকগুলো হারামীর একশেষ।'

'তুমি কি করবে?'

'শহরের কাছাকাছি পৌঁছেই কেটে পড়বো। তুমি নতুন লোক সাবধানে থেকো। পুবে তো বললে মারামারিটা নাকি হাতেই চলে, এখানে কিন্তু বন্দুকই গোলমাল মেটানোর একমাত্র রাস্তা।'

সূর্যাস্তের সময় এগিয়ে আসছে, লম্বা লম্বা ছায়া পড়ছে সব-কিছুর। শহরের কাছাকাছি পৌঁছুলো ওরা। রলিংস রয়েছে ঘোড়ার পিঠে। শহর-সীমান্তে পৌঁছুতেই ঘোড়া থামালো। 'লুক, এই ধরো তোমার ঘোড়া,' বললো ও, 'আবার দেখা হবে।'

'রলিংস!' কথাটা বলবে কিনা ভেবে এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো লুক শর্ট। 'শটগানটা লুকিয়ে রাখলেই ভালো করবে। চিনে ফেলতে পারে কেউ।'

'চিনে ফেলবে! কি করে?'

'এটা তোমার হাতে এলো কিভাবে জানি না,' বললো লুক শর্ট, 'কিন্তু অন্তত বিশটা শহরের সবাই চেনে এই শটগান, মার্শাল রড মরগানের জিনিস।'

'জীবনেও নামটা শুনিনি আমি।'

'কিন্তু এদিকে সবাই শুনেছে। রড নিজেই একটা আমির সমান। যখন যে শহরে যায়—চোর, ডাকাত, বদমাশদের শায়েস্তা করে

ফেলে। এবং কখনো নিজের বন্দুক হাতছাড়া করে না ও।'

'তো ?'

ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলো লুক শর্ট। 'মার্শাল রড মরগানের শত্রুর অভাব নেই, রলিংস, বন্ধুর সংখ্যাও কম নয়। অনেক প্রশ্নের জবাব চাইবে ওরা।'

এগোতে গিয়েও ইতস্তত করলো লুক। 'রলিংস,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে তার কণ্ঠস্বর, বুঝতে পারছো না ? সবাই জানতে চাইবে, রড মরগানের শটগান তুমি কোথায় পেলে ? একমাত্র সহজ জবাবটাই ধরে নেবে ওরা, রডের লাশের ওপর দিয়েই ওটা হাত করেছো তুমি। পুবের কোনো লোক সরাসরি গানফাইটে মরগানকে হারিয়েছে, কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'আমি ওকে খুন করিনি। চেহারাই দেখিনি কখনো।'

'কে বিশ্বাস করবে ?'

'দরকারও নেই। পরের ট্রেনেই তো চলে যাচ্ছি আমি। আমার টিকিটির নাগালও এ শহরের কেউ পাবে না।'

'কিন্তু এর মধ্যে এই শটগান দেখে কেউ যদি ধরে নেয়, রড মরগানকে তুমি খুন করেছো, সে সুযোগ আর পাবে না, স্রেফ লটকে দেবে তোমাকে।'

'পরের ট্রেনটা ছাড়বে কখন ?'

'কাল দুপুরের আগে কোনো ট্রেন নেই, ওটা যাবে পশ্চিমে। পুবমুখী ট্রেন পাবে সেই রাত ন'টায়।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল লুক। ফুট পঞ্চাশেক এগিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সে। 'আমি হলে কিন্তু রাতের অপেক্ষা করতাম না।'

ধূলি ধূসরিত রাস্তায় একা দাঁড়িয়ে রইলো টমাস। তেতে উঠছে মেজাজটা। কম্বল খুলে শটগান পেঁচিয়ে নিলো ও। খাওয়া সেরে টিকেটটা কিনে নিয়ে ঘুমানোর মতো একটা জায়গা খুঁজে নিতে হবে।

চার

সাপারের সময় বলে শহরের পথঘাট প্রায় ফাঁকা। এমন আহামরি কিছু নয় শহরটা, ধূলি-ধূসর রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে কিছু দোকানপাট, সেলুন, জুয়ার আড্ডা আর হোটেল। হিচিং রেইল দেখা যাচ্ছে কয়েকটা দালানের সামনে।

মোটামুটি ভালো হোটেলটার দিকেই পা বাড়ালো টমাস রলিংস। হোটেল ক্লার্ক বয়সে তরুণ, লম্বাটে নিষ্প্রভ চেহারা, উঁচু হয়ে আছে চোয়ালের হাড়। রেজিস্টার খাতাটা রলিংসের দিকে ঠেলে দিলো সে। টমাস রলিংস, নিউইয়র্ক লিখলো টমাস।

'পঞ্চাশ সেন্ট পড়ছে মিস্টার রলিংস। কদ্দিন থাকবেন আপনি?'

'কাল রাতের ট্রেন পর্যন্ত,' বললো রলিংস।

দশ ডলারের একটা নোটে ভাড়া মিটিয়ে বাকি টাকা পকেটে ভরলো ও।

'খেলতে চাইলে,' পরামর্শ দেয়ার সুরে বললো হোটেল ক্লার্ক, 'হোটেলের পেছনেই ব্যবস্থা আছে আমাদের।'

'ধন্যবাদ, জুয়া খেলি না আমি।'

'তাই? তাহলে—'

'কিছুর দরকার নেই,' বলে উঠলো রলিংস। 'বরং কিছু খাওয়ানোর ব্যবস্থা করো। আর পারলে নিউইয়র্কের একটা খবরকাগজ দিও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে একটা দরজার দিকে ইঙ্গিত করলো লোকটা, থালা-বাসনের ঝনঝন শব্দ আসছে ভেতর থেকে। 'ওখানে খেয়ে নিতে পারেন।' তারপর উল্টো দিকে ইঙ্গিত করে বললো, 'নইলে ওদিকে সেলুন আছে। আর নিউইয়র্কের খবরকাগজ·

ডেস্কের ওপর রাখা একগাদা খবরকাগজ উল্টেপাল্টে দেখলো সে। 'নাহ্, নেই। মাঝে-মধ্যে এক-আধটা আসে, আর কারো কাছে আছে কিনা খুঁজে দেখতে পারেন।' বোঝা যাচ্ছে, ওকে পছন্দ করেনি লোকটা।

খোঁজাখুঁজির পথে আর গেল না রলিংস। চাবি হাতে জিনিস-পত্র নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো ওপরে। নিউইয়র্কের মারামারি খবর কাগজে না থাকারই সম্ভাবনা বেশি। খুন-জখম-রাহাজানি তো লেগেই আছে, তার খুব সামান্য অংশই কাগজের পাতায় স্থান পেয়ে থাকে। তাছাড়া জ্যাকব ফ্রিম্যান জনপ্রিয় লোক হলেও, ফাইভ পয়েন্টসের বাইরে ইবেন কারকে কেউই চেনে না প্রায়।

হোটেল রুমটা ছোট্ট, রাস্তার দিকে একটা মাত্র জানালা। ভেতরে আছে খাট, চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল—পানির পাত্র আর গামলা রয়েছে এক কোণে, পাশেই তাকের ওপর ভাঁজ করে রাখা তোয়ালে।

মেঝের ওপর বোঁয়া ওঠা এক চিলতে কার্পেট। কোট খুলে, শার্টের হাতা মুড়ে, গামলায় পানি ভরে নিয়ে হাতমুখ আর মাথা ধুলো রলিংস। চুল আঁচড়াতে দাঁড়ালো আয়নার সামনে। সাধারণের তুলনায় বেশ লম্বাই বলা যায় ওকে, প্রায় পাঁচ ফুট ন'ইঞ্চি, আর দেখতেও খুব একটা খারাপ নয়।

হাত দিয়ে কোট ঝেড়ে, গায়ে চাপিয়ে টুপি হাতে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এলো ও। রেস্তোরাঁ খোলাই আছে। ভেতরে ঢুকে গরুর মাংস আর সীমের বিচির ফরমাশ দিয়ে একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসলো।

ওয়েটার এসে কাপে কফি ঢেলে দিলো।

রাস্তার দিকে খোলা জানালায় পর্দা ঝুলছে, বাইরে থেকে কামারের হাতুড়ির শব্দ শুনতে পেলো রলিংস। শব্দের উৎসের দিকে ঘাড় ফেরালো ও।

'এখনো কাজ চলছে?'

'এমনিতেই প্রচুর কাজ,' কফি পট নামিয়ে রাখলো ওয়েটার। 'তার ওপর আবার ক্যাট্‌ল ড্রাইভের সময়' এগিয়ে আসছে, রাইডাররা ঘোড়ার খুরে নাল লাগাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে এসময়। সারাক্ষণই ব্যস্ত থাকতে হয় ওকে, এদিকে আর কোনো কামার নেই কিনা!'

কফি পট নিয়ে চলে গেল ওয়েটার। আস্তে আস্তে আরাম করে বসলো রলিংস। এভাবে বসে থাকতেই বেশ লাগছে। গত কয়েকটা দিন···আসলে কয়েক সপ্তাহ ক্রমাগত ছোটাছুটিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গিয়েছিলো···এখন কাল রাতের ট্রেন পর্যন্ত অফুরন্ত অবসর। টিকেটটা এখনই কেটে ফেলতে হবে। যদি কিছু হয়ে যায়, অন্তত টিকেটটা তো থাকবে হাতে!

কি আবার হবে ? নিজের প্রশ্নের জবাবে নিজেই কাঁধ ঝাঁকালো রলিংস। চোখ তুলে দেখলো, গরম খাবার নিয়ে এগিয়ে আসছে ওয়েটার। 'আরো লাগলে বলবেন—কোনো অসুবিধে নেই।' বললো সে।

আধাআধি খেয়ে শেষ করেছে, এমন সময় রাস্তার দিকের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো এক লোক, ঝুনঝুন বাজছে তার পায়ের স্পার। আরেকটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল—দুজন লোক বসে আছে ওখানে। 'কোনো খবরই নেই,' বললো সে, বসে পড়লো একটা চেয়ার টেনে। 'অথচ তিনদিন আগেই তার এসে পড়ার কথা। রডের তো এমন হওয়ার কথা না।'

মাংস কাটছিলো রলিংস, নামটা কানে যেতেই থমকে গেল।

রড ? রড মরগান ?

'শুনেছিলাম, ক্যানসাস সিটিতে নাকি আছে ও, কিন্তু এটা হলো গত সপ্তার খবর।'

'আশেপাশেই আছে হয়তো, জানোই তো কোনোরকম হৈচৈ করে না ও।'

'আমার কিন্তু ভয় লাগছে, জজ। মার্ক ব্রিউয়ারের হুমকির কথা তো জানোই। খামোকা গলাবাজি করার লোক সে নয়। শুনেছি, ঈগল পাস আর ইউভাল্‌দের ওদিকে নাকি দুর্ধর্ষ সব লোক জোগাড় করছে। কদিন আগেই তো ফিরলো লঙ—বললো না, পঁচিশ জনের মতো লোক ভাড়া করেছে মার্ক। আড়াই হাজার গরু আনতে এর অর্ধেক লোকও লাগার কথা না। তাহলে এত লোক ভাড়া করার কারণ ?

'ইণ্ডিয়ানদের ভয় করছে হয়তো !'

'কে মার্ক ? উঁহু, ওসবের পরোয়া করে না সে। নাহ্, বদলা নিতেই আসছে সে। ভাই খুন হওয়ার পর কসম খেয়েছে মার্ক—আসবেই ও।'

'কিন্তু সেজন্যে পুরো শহরটা তো দায়ী নয়।'

'সেটাই ধরে নিয়েছে সে। শক্ত লোক মার্ক, অনর্থক কিছু বলে না। রড মরগান হয়তো বুঝিয়ে শুনিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারতো ; কিন্তু আর কারো কথাতেই পিছিয়ে যাবে না সে।'

কফিতে চুমুক দিয়ে চুরুট ধরলো জজ। 'মার্ককে আমি চিনি, ঠিক বলেছো, শক্ত লোক। শক্ত না হলে এত কিছু করা ওর পক্ষে সম্ভবও হতো না ; কেনটাকি থেকে আসার পর গরু ধরে ধরে ব্র্যাণ্ডিং করেছে, ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, প্রয়োজনে লড়াই করেছে, তারপর গড়ে তুলেছে বিশাল র‍্যাঞ্চ। ওর ভাইও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে একসময়, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে, পরিশ্রম করেছে। আর সেই ভাইটাকেই খুন করেছে কুনী।'

কুনী ?

কান খাড়া রাখলেও কথোপকথনের টুকরো টুকরো অংশ মাত্র শুনতে পাচ্ছে টমাস, স্বভাবতই কৌতূহলী হয়ে পড়ছে ও।

রড মরগান নিশ্চয়ই ট্রেনে করে পশ্চিমে আসছিলো, পথে কোথাও জিনিসপত্র ফেলে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছে সে। সবার অজান্তে শহরে ঢুকতে চেয়েছিলো কি ? হয়তো। আবার উল্টোটিও হতে পারে। কে জানে!

তাহলে কি ঘটেছে তার ভাগ্যে ? আজ-রাতেই, এখনই একটা ট্রেন থাকতো যদি, ভাবলো রলিংস। কলে আটকা পড়া ইঁদুরের মতো লাগছে নিজেকে। শুটিং গ্যালারীর সেই বৃদ্ধের কাছে পশ্চিমের

অনেক গল্প শুনেছে ও। সামনাসামনি গানফাইটে একজন লোককে মারো, কোনো অসুবিধে নেই ; কেউ মাথা ঘামাবে না ও নিয়ে। কিন্তু তা না হলেই সেরেছে, ফাঁসিতে ঝুলতে হবে তোমাকে। পালাও··· নয়তো ঝোলো।

রডের কম্বল আর শটগানসহ ধরা পড়লে, ওকেই খুনী ধরে নেবে সবাই। কফি শেষ করে পয়সা মিটিয়ে বেরিয়ে এলো রলিংস। চুম্বকের মতো টানছে কামারের হাতুড়ির শব্দ—এগিয়ে গেল ও। দুচারজন লোক হাঁটাহাঁটি করছে রাস্তায়।

হাঁ করে খোলা কামারশালার দরজা। গনগনে লাল আগুন জ্বলছে উনুনে। কয়েকটা লণ্ঠন ঝুলছে ছাদ থেকে। ও ঢুকতেই মাথা তুলে তাকালো কামার।

'প্রচুর খাটুনি যাচ্ছে তোমার,' মন্তব্য করলো রলিংস, 'এক গ্লাস মদ নিয়ে আসবো?'

'আমি মদ খাই না।'

'আমিও না, মাঝেমধ্যে এক-আধটু—ব্যাস।' কামার কি বানাচ্ছে একবার দেখলো রলিংস। 'কি বানাচ্ছো?'

'তুমি কি কামার নাকি?'

'কখনো-সখনো হাত লাগাই আর কি। বাবা অবশ্য খুব ভালো কামার ছিলো'।

'এখানে কাজ করবে?'

ইতস্তত করলো রলিংস। 'কাল রাতের ট্রেনেই চলে যাচ্ছি আমি। অবশ্য তোমার কাজের চাপ যদি খুব বেশি থাকে, কালকের দিনটা খেটে দিতে পারি। কি ধরনের কাজ বলোতো?'

'ঘোড়ার খুরের নাল বানানো, কয়েকটা ওয়াগনে নতুন টায়ার

লাগানো আর কিছু ঝালাই—এই।'

'পারবো। নিউইয়র্কে থাকি তো, লাঙলের ফলা বানানো ছাড়া আর প্রায় সব কাজই পারি।'

'তাহলে কাল সকাল ছ'টা নাগাদ এসে পড়ো, পুরো দিনের মজুরী পাবে। আরো ক'টা দিন থাকতে যদি। এত কাজ জমে গেছে, তিন-তিনজন একসঙ্গে খাটলেও ফুরোবে কিনা সন্দেহ।'

কপালে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছলো লোকটা। 'অবসরে এটায়,' পুরোনো একটা চেয়ার টমাসের দিকে ঠেলে দিলো সে। 'বসে বিশ্রাম নিই আমি। নাও, বসো। নিউইয়র্কে থাকো বললে না? জীবনেও যাইনি ওদিকে।'

'আচ্ছা, 'টায়ার-বেণ্ডার' আছে তোমার?'

'নাহ্—নাম শুনেছি। চলে?'

'মোটামুটি। গত বছরই প্রথম দেখলাম জিনিসটা। নিউইয়র্কে ম্যাককোলিনসের কাছে—মানে যার দোকানে কাজ করি—একটা দারুণ টায়ার-বেণ্ডার আছে। জিনিসটা খুব পছন্দ আমার।'

'একটা পেলে অনেক সময় বেঁচে যেতো আমার।'

'এ শহরে কি অনেকদিন ধরেই আছো তুমি?'

'অনেক দিন? বলো কি, শহরটা শুরুই তো করলাম আমি। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার জিনিসপত্র দেখে এক লোক জানতে চাইলো, টায়ার ঠিক করতে পারবো কিনা। তো, আর কি চারটে ওয়াগনের টায়ার ঠিক করে দিলাম। এরই মধ্যে আরো কয়েকজন ঘোড়া নিয়ে এলো নাল পরাতে।

'প্রায় দুসপ্তা। ও কাজেই আটকা পড়ে থাকলাম; পরে একটা ছাপরা তুলে নিলাম ঐ কটনউড গাছটার নিচে। একদিন ওয়াগন

ভর্তি হুইস্কি নিয়ে হাজির হলো বোম্যান—ওয়াগনে বসেই হুইস্কি বিক্রি করতে শুরু করলো সে।

'আমার জায়গায় ব্যবসা করছে বলে চার ভাগের এক ভাগ বখরা দাবী করলাম। ওজর-আপত্তি ছাড়াই রাজি হয়ে গেল সে। তারপর এলো হ্যামিলটন। আমার সীমানার বাইরেই ক্লেইম ফাইল করে দোকান খুলে বসলো। ব্যাস, পত্তন হয়ে গেলো শহরটার।

'এখন রেলপথ আর স্টক ইয়ার্ড হয়েছে; প্রায় আশিজনের মতো লোক বাস করছে এখানে।'

'গোলমাল হয় না?'

সামান্য—ঐ কুনীরাই যত ঝামেলার মূল। ওদিকে পশ্চিমে থাকে ওরা। বাপ আর তিন-চারটে ছেলে। উচ্ছৃঙ্খল, একেবারে বদ! বোম্যান্, হ্যামিলটন আর আমি—আমরা তিনজন এটাকে সত্যিকার একটা ভালো শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। একটা গির্জা আর স্কুল বানানোর ইচ্ছে আছে···একটা কিছু ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত হয়তো একই ঘরে দুটোর কাজ চালিয়ে নিতে হবে।

'আসলে শুরুতেই একটা ভুল হয়ে গেছে আমাদের—কুনীকে মার্শাল বানানো। ভালো লোক বলেই মনে হয়েছিলো ওকে। বেশ কয়েকজন বদমাশকে শায়েস্তা করলো সে, একজনকে মারলোও।

'তারপরই কেমন যেন বদলে গেল। এ শহরের হর্তাকর্তা বিধাতা ভাবতে শুরু করে দিলো নিজেকে, এমন ভাব দেখাতে লাগলো, ওরাই এ শহরটার মালিক—আমাদের কোনো অধিকারই নেই।'

উনুনের দিকে এগিয়ে গেলো লোকটা। 'নাহ্, কাজ শুরু করতে হয় আবার। ইচ্ছে থাকলে চলে এসো। সূর্য ওঠার পর থেকে

এখানেই পাবে আমাকে।'

কামারশালা থেকে বেরিয়ে হোটেলে ফিরে এলো রলিংস। হোটেলের সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথের এমাথা-ওমাথায় চোখ বুলালো, এখানে-ওখানে জানালা গলে রাস্তায় এসে পড়ছে ম্লান আলো।

অবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা নাড়লো রলিংস একটা শহর হলো এটা? রেললাইনের পাশে গজিয়ে ওঠা বস্তি ছাড়া আর কি? অথচ এ নিয়েই কামারের গর্বের সীমা নেই! মনে হলো, একে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে লোকটা—আশ্চর্য!

এ মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাবার কোনো উপায় নেই। সময় কাটানোর জন্যেই কালকের দিনটা কামারের দোকানে কাজ করতে হবে। অবশ্য হাতুড়ির বাড়ি আর গনগনে আগুনে একটা কিছু গড়ে তোলার আনন্দটাও কম নয়। নিজ হাতে গড়ে তোলা বলেই কি এ শহরের প্রতি এতো মায়া এদের?

নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লো রলিংস। হঠাৎ ঝমঝম করে বৃষ্টি নামলো, সারারাত বাজনা বাজিয়ে গেলো ছাদের উপর। ভোরে ঘুম ভাঙতেই সেই চিঠি আর কাগজগুলোর কথা মনে পড়লো। ওগুলো পড়ে দেখলে রড মরগানের ব্যাপারে কোনো সূত্র পাওয়া যেতো হয়তো!

সূর্য না উঠলেও ফিকে হয়ে এসেছে বাইরের অন্ধকার। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থেকে ভাবনাগুলো গুছিয়ে নিতে চাইলো টমাস। খোলা জানালা দিয়ে ছুটে আসছে প্রেইরীর টাটকা হাওয়া। কিন্তু তারপরও কেন যে অস্বস্তি লাগছে বুঝতে পারছে না ও।

নিউইয়র্ককে এখন মনে হচ্ছে, দূর দেশের কোনো অচিন জায়গা

—শহরের চেহারা পর্যন্ত ঠিকমতো মনে করতে পারছে না, ঝাপসা হয়ে আসছে বার বার—নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে।

স্নান সেরে কাপড় পরে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলো রলিংস। তারপর নাশতা সারতে নিচে নেমে এলো। যার যার ঘরেই খাওয়া সারে শহরের লোকজন, ওর মতো অতিথিরাই কেবল আসে হোটেলে। ডাইনিং হলে ও ছাড়া আর মাত্র একজনকে দেখা যাচ্ছে …ধূসর পোশাক পরা স্বর্ণকেশী এক তরুণী। ওকে এক নজর দেখেই তাচ্ছিল্যভরে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো মেয়েটা।

কারো জন্যে অপেক্ষা করছে বোধহয়। অধৈর্যভাবে ঘড়ি দেখছে বারবার। কৌতূহলী হয়ে উঠলো রলিংস, কে মেয়েটা? কার সঙ্গে দেখা করার কথা তার? এখানে কেন এসেছে সে?

এতো ভোরে এ ধরনের মেয়েদের বাইরে বেরুনোর কথাও নয়। দূরের কোনো জায়গা থেকে এসেছে কি? উঁহু, মনে হয় না। না কি ট্রেনে করে এসেছে? কিন্তু দিনের প্রথম ট্রেনতো এখনো পৌঁছেইনি!

আরেকজন লোক এসে ঢুকলো এবার। হালকা পাতলা গড়ন; গায়ের রঙ কালো। পরনে প্রিন্স অ্যালবার্ট কোট, মাথায় টুপি, ডোরাকাটা ছাইরঙা প্যান্ট, চকচক করছে বুটজোড়া।

এক পলক লোকটাকে দেখলো রলিংস। আগে কখনো না দেখলেও জাত চিনতে ভুল হলো না—দাগী আসামী। দেখতে শুনতে ভালো হলেও চেহারায় অন্যরকম একটা ছাপ পড়ে গেছে।

উঠতে গিয়েও আবার বসে পড়লো মেয়েটা। 'নেড! তুমি এখানে!'

বিস্মিত হওয়ার ভান করলো, অথচ টমাস জানে, এরই অপেক্ষা করছিলো সে এতক্ষণ। তাহলে কেন এই অভিনয়?

আবার কাপে কফি ঢাললো রলিংস। নাহ্, একটু পরেই যাবে ও কামারশালায়।

পাঁচ

এ শহরের কোনো ব্যাপারে মাথাব্যথা নেই টমাসের। কিন্তু মানুষ চিনতে ভুল হয় না ওর—বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটা সম্ভ্রান্ত ঘরের, কিন্তু লোকটা ভদ্রলোকের পোশাকে স্রেফ ষণ্ডা ছাড়া আর কিচ্ছু না। স্পষ্ট বুঝতে পারছে রলিংস, একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে এখানে—খারাপ কিছু।

ওদের খেয়াল না করার ভান করে ওয়েটারের কাছ থেকে এক-প্লেট ডিম ভাজা নিলো রলিংস। চলে গেলো ওয়েটার। 'কোনো চিন্তা নেই। বলেছি তো এখানে আর আসা হচ্ছে না তার ; নেডের গলা ভেসে এলো।

'কিন্তু ওরা আর কাউকে আনার ব্যবস্থা করলে ?'

কাঁধ ঝাঁকালো নেড। 'আর কেউ থাকলে তো। মরগানের নাম-ডাক ছিলো. এসব ব্যাপার কি করে সামলাতে হয়, জানতো। সে যখন নেই, একেবারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

এরপর নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করলো ওরা। এক-আধটা শব্দ কানে এলেও, বুঝে উঠতে পারলো না কিছু। মরগান, মানে রড

মরগানই হবে। কিন্তু তার না আসার কথা এতটা জোর দিয়ে বলছে কি করে নেড?

হঠাৎ রলিংসের উপস্থিতির ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠলো ওরা। চট করে মাথা তুলে চাইলো—কিন্তু রলিংস তখন চেয়ে আছে অন্যদিকে, খেয়ালই নেই যেন। টমাস ওদের কথা শুনেছে কিনা বুঝতে পারলো না। পোশাক-আশাকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আর যাই হোক, এ শহরের বাসিন্দা নয় ও।

বিভ্রান্ত টমাস রলিংস। কারা এরা? রড মরগানের অনুপস্থিতি এতটা গুরুত্বপূর্ণ কেন? মরগান আর আসছে না, এত নিশ্চিতই বা কিভাবে নেড? ···যদি সে-ই তার ব্যবস্থা না করে থাকে?

মরগানকে কি খুন করেছে সে? দাঁওটা বিরাট কিছু হলে অসম্ভব কি? কিন্তু এ শহরে কি-ই বা আছে তেমন? জানা নেই ওর। এ শহরে আগন্তুক ও, জানে না কোথায় টাকা থাকতে পারে।

ওর পরিচিত জগতে নিউইয়র্কে একমাত্র টাকাকেই মূল্য দেয়া হয়। টাকা কিংবা কোনো মূল্যবান জিনিসের পেছনেই ছোটে মানুষ। তেমন কিছুর প্রশ্ন জড়িত না থাকলে এই সময়ে, এই জায়গায় এদের একসঙ্গে উপস্থিতি অকল্পনীয়। সন্দেহ নেই, মেয়েটা ধরে নিয়েছে, লোকটাকে ব্যবহার করছে সে; আর ঠিক উল্টোটি ভেবে বসে আছে লোকটা।

গরুর পাল নিয়ে টেক্সাস থেকে আসছে মার্ক ব্রিউয়ার, ভাই-হত্যার বদলা নিতে। এই মেয়েটা হয়তো কোনোভাবে মার্ক ব্রিউয়ারের সাথে সম্পর্কিত। কিংবা তার শহরে আসার সুযোগে কোনো ফায়দা লুটতে চাচ্ছে সে, তা-ও হতে পারে। নিউইয়র্কে ফিরে যাচ্ছে ও, নইলে দেখা যেতো ব্যাপারটা কি

উঠে দাঁড়ালো রলিংস, পয়সা মিটিয়ে বাইরে এসে এগোলো কামারশালার দিকে। কাজে মগ্ন ছিলো কামার লোকটা। ওকে দেখে বললো, 'তিনটে চাকায় টায়ার লাগাতে হবে। হ্যাঞ্চ কুনীর ওয়াগন। গত সপ্তায় দিয়ে গিয়েছিলো, এখনো টায়ার লাগানো হয়নি দেখে একটু আগে চোটপাট করে গেছে। তিনটি ছোট ছোট নদী পেরিয়ে এখানে আসে সে। ওগুলোরই একটার মাঝখানে থেমে ঘোড়াকে পানি খাওয়ায়। আর তাতেই বারোটা বেজে যায় চাকা আর টায়ারের। চাকা না শুকোলে টায়ার লাগাবো কি করে বলো তো? কথাটা বলতেই রাগে আরো গরম হয়ে গেল।'

হাতুড়ি দিয়ে ইঙ্গিত করলো সে। 'ঐ যে চাকা, টায়ারও তৈরিই আছে।

কোট আর শার্ট খুলে রেখে এপ্রন পরে কাজে লেগে গেল টমাস রলিংস। নিমেষে ডুবে গেলো কাজের ভেতর।

প্রথম চাকায় টায়ার লাগানো শেষ করে দ্বিতীয়টায় সবে হাত দিয়েছে ও, এমন সময় লম্বা ছিপছিপে গড়নের এক ঘোড়সওয়ার এসে থামলো দরজার মুখে। বাকস্কিনের পিঠে বসে আছে সে। ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে থুতনি পর্যন্ত নেমে এসেছে গোঁফজোড়া। পরনে রঙজ্বলা নীল শার্ট; বুটের ভেতর গুঁজে দিয়েছে প্যান্ট। কোমরে ঝুলছে সিক্স-শুটার, হাতে একটা রাইফেলও রয়েছে। মাথায় চিকন কিনারা অলা পুরোনো একটা টুপি। তীক্ষ্ণ চোখে ওকে জরিপ করছে লোকটা।

তোমাকে তো আগে কখনো দেখিনি?' বললো সে।

'কারণও আছে।'

'কি কারণ?'

'ছিলাম না, তাই।'

হতভম্ব হয়ে গেলো লোকটা। কাজে মন দিলো টমাস। 'তুমিই তাহলে আমার ছেলের সঙ্গে লাগতে গিয়েছিলে?'

মাথা তুলে তাকালো রলিংস। বুঝতে পারছে, ওর দিকে তাকিয়ে আছে কামার লোকটা। রাস্তা থেকে আরো ক'জন লোকও চেয়ে আছে এদিকে।

'নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলাম আমি, লাগতে এসেছিলো সে-ই,' জবাব দিলো রলিংস 'ভবিষ্যতে অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে মানা করে দিও তোমার ছেলেদের

'ও আমার ডেপুটি, যাকে গুলি করেছো, সে ও।'

'ডেপুটি? এই শহর সামলাতে ডেপুটি লাগে?' সরাসরি লোকটার চোখের দিকে চাইলো টমাস। 'গর্দভ না হলে এমন একটা শহর সামলাতে আবার ডেপুটি লাগে নাকি!'

'মানে?' ধমকের সুরে জানতে চাইলো কুনী।

'আরে,' বললো রলিংস ; ডেপুটি ছাড়া চলতে পারলে কাজই ছেড়ে দিতাম আমি। ছেলেকে বলে দিতাম, বিনা বিচারে কাউকে ফাঁসি দেয়া আর খুন করা একই কথা—তা সেটা যে নবাবই দিক না কেন।'

কুনীকে জব্দ করতে গিয়ে ঝুঁকি নেয়া হয়ে গেছে, বুঝতে পারছে রলিংস। মনে মনে তৈরি হয়ে গেলো ও। শৈশব থেকেই ছেলেবুড়োর মোকাবিলা করে অভ্যস্ত রলিংস। কুনী লোকটাকে একটুও ভালো লাগেনি ওর, তাছাড়া মারামারি এড়ানোটাও ঠিক ওর ধাতে সয় না। অনেক আগেই জেনেছে, এ ধরনের লোকগুলো মারামারি এড়ানোর চেষ্টাকে কাপুরুষতার লক্ষণ বলে ধরে নেয় এবং তাতে করে

ঝামেলাই বরং আরো বেড়ে যায়।

সে যা হয় হোক, পরোয়া করে না টমাস। কয়েক ঘণ্টা পরই নিউইয়র্কে ফিরে যাচ্ছে ও, প্রচুর ঝামেলা পড়ে আছে ওখানে।

'কথাবার্তায় বেশ ওস্তাদি জানো দেখছি,' বললো কুনী।

'দেখো, বাবা, অনেক কাজ পড়ে আছে আমার। যা বলার জলদি জলদি বলে ভাগো তো। নইলে নাক-মুখ জায়গামতো না-ও থাকতে পারে!'

ছোট একটা হাতুড়ি রয়েছে টমাসের হাতে। হাতুড়ি কিংবা কুড়োলে নির্ভুল লক্ষ্য ভেদ করার কৌশল বহু আগেই রপ্ত করেছে ও। কুনী পিস্তলের বাঁটে হাত ছোঁয়ানোর আগেই বাতাসে শিস কেটে উড়ে যাবে হাতুড়িটা। হাতুড়ি ছুঁড়ে দিয়েই ছুটে যাবে ও। কাজটায় ঝুঁকি আছে, তবে এরকম ঝুঁকি নিয়ে অভ্যস্ত টমাস রলিংস।

ইতস্তত করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো কুনী। 'ঠিক আছে, তোমাকে আমি দেখে নেবো!' গজগজ করতে করতে চলে গেলো সে।

'আচ্ছা, চিৎকার করে বললো রলিংস। 'যেকোনো সময়, যে কোনো জায়গায়—রাজি!'

কুনী চলে গেছে দেখে আটকে রাখা দম ছাড়লো কামারশালার মালিক। 'ওফ্, আমি ভাবছিলাম গুলিটুলি করে বসে কিনা!'

'তার আগেই কপালের মধ্যিখানে বসিয়ে দিতাম এটা।'

'জানি, চলে যাবে,' বললো কামার, 'তবু মনে হচ্ছে, যদি থাকতে! তোমাকে খুব ভালো লেগে গেছে আমার। নিশ্চয়ই কোনো মেয়ে পথ চেয়ে বসে আছে তোমার জন্যে!'

'মেয়ে? আরে, না, না।' রেস্তোরাঁয় দেখা মেয়েটার কথা হঠাৎ

মনে পড়ে গেলো। 'মেয়ের কথা যখন উঠলোই ··' বর্ণনা দিয়ে রলিংস জিজ্ঞেস করলো, 'চেনো ?'

'উঁহুঁ। তবে এইটুকু বলতে পারি, ট্রেনে না, খুব ভোরে ঘোড়ায় চড়ে এসেছে, তার মানে, বেশি দুর থেকে নয়, বুঝতেই পারছো।'

একটু থামলো সে। 'মেয়েটা দেখতে দারুণ। আগ্রহী নাকি ?'

'ঠিক তা নয়। তবে মেয়েটা কে, সঙ্গের লোকটার সঙ্গে কিভাবে পরিচয় হলো—এসব নিয়ে একটু কৌতূহলী হয়ে পড়েছি বলতে পারো।'

আবার কাজে হাত লাগালো ওরা।

দুপুর হলো। কাজে বিরতি দিলো টমাস রলিংস। হাত ধুয়ে মুহূতে মুহূতে অচেনা মেয়ে, কুনী আর মরগানের কথা ভাবলো।

'আচ্ছা,' জানতে চাইলো ও, 'মরগান এখানে আসছিলো কেন ? না এলেই বা কি হবে ?'

'কি হবে না, তাই বলো। গোঁয়ার লোক মার্ক ব্রিউয়ার। এ শহরেই আসছে সে। প্রলয় ঠেকানোর কোনো পথই খোলা নেই আমাদের সামনে। অনেক লোক নিয়ে আসছে মার্ক, ধুলোয় মিশিয়ে দেবে পুরো শহরটা।

'মরগান ঠেকাতে পারতো ?'

'কে জানে ? কেউ পারলে, একমাত্র ওর পক্ষেইসম্ভব। ও হয়তো বুঝিয়ে-শুনিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারতো মার্ককে দুর্দান্ত লোক রড, সবাই-ই ওকে পছন্দ করে।'

দরজার মুখে এসে দাঁড়ালো রলিংস, ঝিরঝিরে হাওয়া বুকে টেনে নিলো। চোখ বুলালো রাস্তার এমাথা থেকে ওমাথায়।

এই একটা বস্তি বাঁচাতে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে এরা সবাই! ঘড়ি দেখলো টমাস।

ট্রেন আসতে অনেক দেরি।

পাশে এসে দাঁড়ালো কামার।

'কিছুই তো দেখছি না এখানে,' বললো রলিংস।

'এই আমাদের সব— আমাদের ঘর।

ঘর···ওর নিজের একটা ঘর ছিলো সেই কোনো কালে।— ভাবলো রলিংস। মন চলে গেলো আয়ারল্যাণ্ডের সবুজ মাঠে। শিশির ভেজা মাঠে পায়ে হাঁটা দিনগুলো ভিড় করে এলো মনের পর্দায়। কতদিন আগের কথা এসব ? রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে নিলো রলিংস, ফিরে গেলো উনুনের কাছে।

ক্ষনিকের ভাবনাটা যেন বদলে দিলো ওকে। নিঃসঙ্গ, একাকী লাগছে নিজেকে। মনে পড়ছে, সবুজ পাহাড়ে আর বাবার স্নেহে কাটানো দিনগুলোর কথা। এতগুলো বছর পরেও এতটুকু মলিন হয়নি সে স্মৃতি।

'মানুষ হবে,' প্রায়ই বলতো বাবা, 'ইস্পাত নয়, লোহার মতো। আগুনে দিলে ভঙ্গুর হয়ে যায় ইস্পাত; কিন্তু লোহা ঠিক উল্টো, ঠিকমতো উত্তাপ দিয়ে ইচ্ছেমতো আকার দেয়া যায়—একজন ভালো মানুষও হচ্ছে ঠিক এই রকম।'

কেমন দেখতে রড মরগান ?

কাজ করতে করতে ভাবছে রলিংস।

'মরগানের কথা,' বললো ও, 'আমাকে বলো তো।'

একটু ভাবলো কামার। 'মানুষটা এমনিতে ছোটখাট,' বললো সে। 'মেক্সিকোর সঙ্গে যুদ্ধের সময় টেক্সাস রেঞ্জার ছিলো, কোমাঞ্চিদের সঙ্গে লড়াই করেছে, ; সান্তা ফে ট্রেইলে গরুরপাল নিয়ে গেছে। লোকমুখে শুনেছি, ছোটবেলাতেই নাকি একশো মাইলেরও বেশি

দূরে শুয়োরের পাল নিয়ে পুবে গিয়েছিলো সে।

'অনেকের সঙ্গেই তার ঘনিষ্টতা আছে, সৎ লোক হিসেবে ওকে জানে সবাই।'

ওর দিকে চোখ ফেরালো কামার। 'মানুষ হিসেবে তুমিও খুব ভালো। থেকে যাও না কেন এখানে? ফিরে যাবার জন্যে অস্থির হবার মতো কি এমন আছে নিউইয়র্কে?'

'নিউইয়র্ক? ওটাই তো আমার শহর! আমি··· থেমে গেল রলিংস। কাকে ধোঁকা দিতে চাইছে ও? নিউইয়র্ক ওর শহর নয়। এরই মধ্যে হয়তো ওর কথা বেমালুম ভুলে গেছে সবাই। এই শহরে রড মরগান নিখোঁজ হলে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়; অথচ নিউইয়র্কে এক-আধজন টমাস রলিংস হারিয়ে গেলে কারো কোনো অসুবিধে হবে না। আর কেউ এসে দখল করে নেবে তার স্থান। মুহূর্তের জন্যেও ভাববে না কেউ।

'একটা কথা বলি,' হঠাৎ বললো কামার 'আমার এখানে কাজ করতে আপত্তি থাকলে, বলো, দোকানের অর্ধেকটা বিক্রি করে দেবো তোমার কাছে?'

হাসলো টমাস। 'না। বড় শহরে থেকেই অভ্যস্ত আমি। ভেবো না, এ শহরটার নিন্দা গাইছি, কিন্তু আলো ঝলমল পথঘাটই আমার বেশি ভালো লাগে। আর তাছাড়া তোমরা যেমন বলছো সত্যিই যদি মার্ক ব্রিউয়ার তেমন কিছু করে, এ শহরের আয়ুও তো বলা যায় ফুরিয়েই এসেছে। সকালে মেয়েটার সঙ্গে লোকটার কথাবার্তার টুকরো অংশ আমার কানে এসেছে···রড আর এখানে আসবে না বলেই লোকটার ধারণা।'

উনুনের ওপর ঝুঁকে ছিলো কামার, কথাটা কানে যেতেই ঝট

করে সিধে হয়ে দাঁড়ালো। তার মানে?'

'সে আমি,' অসহায়ভাবে জবাব দিলো টমাস, 'বলতে পারবো না। অন্য কারো কথাও বলে থাকতে পারে। তবে আমার মনে হয়, রড মরগানই ওদের আলোচনার বিষয় ছিলো। রড যাতে এ শহরে আসতে না পারে তার ব্যবস্থাও করা হয়ে গেছে বোধহয়।'

'এ প্রশ্ন খুলে তুলে রাখলো কামার। 'তুমি এখানে থেকো, টমাস! এখুনি আমাকে একজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলো সে।

'করেছো কি?' নিজেকে প্রশ্ন করলো রলিংস, 'কিছুই না জেনে আন্দাজে কথা বলার কি দরকার ছিলো?' অবশ্য ওর কথায় পাত্তাই বা দিচ্ছে কে?

অস্বীকার করার উপায় নেই, উদ্বিগ্ন বোধ করছে রলিংস। ঐ লোকটা আর মেয়েটার, মতলব যা-ই হোক, সেটাকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে ওরা। সেজন্যেই চাইছে না মার্ক ব্রিউয়ার শহরে ঢোকার মুহূর্তে রড মরগান উপস্থিত থাকুক। আবার ঘড়ি দেখলো রলিংস, আরো কয়েক ঘণ্টা এখনো!

যাকগে, এ শহরের সমস্যা এটা—ওর নয়; অবশ্য এটাকে যদি আদৌ শহর বলা যায়। আবার কিছুক্ষণ একনাগাড়ে কাজ করে চললো ও।

দরজায় এসে একবার রাস্তায় চোখ বুলালো। হিচ রেইলে বাঁধা জিন চাপানো কয়েকটা ঘোড়া চোখে পড়লো, একটা ওয়াগন আর দুটো বাকবোর্ডও রয়েছে। কোনোরকম অস্বাভাবিকতা নেই কোথাও।

হঠাৎ রাস্তায় বেরিয়ে এলো নেড। চোখ বুলালো চারদিকে। তারপর এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে হাঁটতে লাগলো ধীর পদ-

ক্ষেপে। কামারশালার সামনে এসে থামলো। পকেট থেকে সিগার বের করে ধরাতে ধরাতে তাকালো রলিংসের দিকে।

'কামার কই?'

'কাছেপিঠেই আছে।'

'শিগগিরই ফিরবে?'

'হ্যাঁ। কোনো কাজ?'

হাসলো নেড। ঝিক্ করে উঠলো দুপাটি শাদা দাঁত। কিন্তু চোখ স্পর্শ করলো না তার হাসি। ঠাণ্ডা চোখে মাপছে টমাসকে।

'এখানে আর কেউ কাজ করে, জানতাম না।'

'হঠাৎ এসে পড়েছি।'

'বাইরে থেকে এসেছো?'

কাঁধ ঝাঁকালো রলিংস। 'নতুন শহর এটা। এখানকার সবাই-ই বাইরে থেকে এসেছে। এই তোমার কথাই ধরো···ভালো কথা, কোত্থেকে এসেছো তুমি?'

তীক্ষ্ণ কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো নেড। 'এ কথা জিজ্ঞেস করার কোনো অধিকার নেই তোমার।'

'তুমি যে করলে!'

'তাই? হ্যাঁ, করেছি। বেশ, আমি এসেছি মিসিসিপির ন্যাশেজ থেকে।'

'জুয়াচোরের আখড়া,' মন্তব্য করলো টমাস। 'শুনেছি ও শহরে নাকি ফেরারী আর দাগী আসামীর ছড়াছড়ি···ভিড় জমিয়েছে রাজ্যের যত জোচ্চোর আর বদমাশ!'

কুৎসিত হয়ে উঠলো নেডের দৃষ্টি। 'ন্যাশেজের অনেক খবর রাখো দেখছি। ছিলে নাকি ওখানে?'

'না, বললাম তো শুনেছি।'

'কানটা বেশ শক্তিশালী মনে হচ্ছে!'

নেডের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো রলিংস।

রেগেমেগে ঘুরে দাঁড়ালো নেড। দু'কদম এগিয়ে যেতেই কথাটা বলে বসলো রলিংস।

কেন বললো, জানে না। আপনা থেকেই ঠোঁট গলে বেরিয়ে এলো যেন শব্দগুলো।

'সবাই তৈরি হয়ে আছে, বুঝলে? রড আসুক বা না আসুক, কিছুই যায় আসে না তাতে।'

ছয়

আচমকা থমকে দাঁড়ালো নেড। আরেকটু হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়তো। ধীরে ধীরে ঘুরে রলিংসের মুখোমুখি হলো সে। চোখে চোখে তাকিয়ে রইলো এক মুহূর্ত—দুচোখে ঘৃণা। কিন্তু স্বাভাবিক কণ্ঠেই কথা বলে উঠলো সে। 'কার কথা বললে? রড?'

'রড মরগান,' বললো রলিংস, 'সহজে হাল ছাড়ে না ও।'

কি বলছে, জানে না টমাস, লোকটাকে খেপিয়ে তোলার জন্যেই যেন কথা বলে যাচ্ছে ও। মার্ক ব্রিউয়ারকে নিয়ে উদ্বিগ্ন শহরবাসীরা; এবং সম্ভাব্য দুর্ঘটনার সঙ্গে এই লোকের একটা সম্পর্ক না থেকেই

পারে না।

জাত অপরাধীদের হাড়ে হাড়ে চেনে টমাস রলিংস। ব্রডওয়ে কিংবা ফাইভ পয়েন্টসে এ জাতের লোক ভূরি ভূরি পাওয়া যাবে। এদের কাছে সৎ এবং ভালো লোকরা হদ্দ বোকা ছাড়া আর কিছুই না। নিজেদের মতলব হাসিলের ব্যাপারে একরকম নিশ্চিন্ত থাকে এরা, ব্যর্থতার কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবে না। বুঝতে চায় না, অপরাধ করতে গিয়ে যে ঝুঁকি নিচ্ছে, তার তুলনায় ওদের প্রাপ্তি খুবই নগণ্য।

নেডও এই একই জাতের। সবার চেয়ে ধূর্ত আর চতুর ভাবছে সে নিজেকে। নিজে দাবার গুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও এ লোক ধরে নেবে সে-ই খেলাচ্ছে সবাইকে। কিন্তু মেয়েটা কে? এসবের ভেতর তার ভূমিকা কি? কতটুকু?

'রড মরগান? উঁহুঁ, চিনলাম না,' বাঁ হাতে কোটের বোতাম খুললো নেড। 'এ শহরের কেউ?'

'আমি ভাবলাম—চেনো বোধহয়,' বললো রলিংস, 'ওকে নিয়েই সবাই আলোচনা করছে। মার্ক ব্রিউয়ার গরুর পাল নিয়ে পৌঁছুনোর পর হাঙ্গামার ভয় করছে সবাই—রডের ওপরেই ভরসা করে বসে আছে ওরা। কোথাও বোধহয় গা ঢাকা দিয়ে আছে ও—সময়মতো ঠিক বেরিয়ে আসবে। কথার বরখেলাফ করবে না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো নেড। 'কি জানো, কখনো কখনো কিছুই করার থাকে না।'

হাতুড়ি হাতে আবার কাজে ফিরে এলো টমাস রলিংস।

'রড,' বললো ও, 'নিজে আসতে না পারলে, কাউকে না কাউকে পাঠাবেই।'

ওকে উপেক্ষা করে চলে গেলো নেড। হাসলো রলিংস।

একটু পরেই আরেকজন লোক এলো।

'ক্রেইটন কোথায় ?'

'ক্রেইটন ?'

'কামার আরকি।'

'অ। ওর নাম ক্রেইটন, জানতাম না।'

'অনেকেই জানে না। কোথায় ও ?' এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলো লোকটা। 'আমি হ্যামিল্টন।'

কালি ঝুলি মাখা হাত দেখিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলো রলিংস, হাত মেলাতে পারছে না। 'আমি টমাস রলিংস। ঘন্টা কয়েক ক্রেইটনকে একটু সাহায্য করছি।'

'ভালোই হলো। ভালো লোকের দরকার আছে আমাদের।'

'কুনী কি এখনো এ শহরের মার্শাল রয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

'মার্ক ব্রিউয়ার ওর ওপর খেপে থাকলে বরং সরিয়ে দাও তাকে। ওর আর মার্শাল থাকার কোনো যুক্তি নেই। শহরের সবার সমর্থন পাবে এমন কাউকেই মার্শাল করার ব্যবস্থা করো।'

'রড মরগান এসে নিজেই সরাবে তাকে। তাহলেই মিটে যাবে ঝামেলা ; এখানে গোলমাল হোক, চাই না আমরা কেউই।'

'আর রড মরগান না এলে ?'

প্রশ্নটা যেন ঠিক হ্যামিল্টনের মনমতো হলো না, ইতস্তত করতে লাগলো সে। ফ্যাকাসে চেহারায় তাকালো রাস্তার দিকে। 'তাহলে আমাকেই করতে হবে কাজটা এবং মার্ক ব্রিউয়ার আসার আগেই। কুনীকে সরিয়ে দিলেই বিপদ কেটে যাবে শহরের। তারপর কুনীর ব্যাপার কুনীই সামলাবে। অনেক দিন ধরেই ব্যাটা জ্বালিয়ে খাচ্ছে

আমাদের।'

'ধরো,' জিজ্ঞেস করলো রলিংস, 'ওর জায়গায় আর কাউকে পাঠালো রড, তাহলে?'

'কোনো ফায়দা হবে না। তাছাড়া তেমন লোক কই। সবার চেনা লোক ছিলো মরগান—তবে হ্যাঁ, হিকক হলে হয়তো পারতো কে—জানে!'

'রড মরগান আদৌ আসবে কিনা কিংবা কি—যে ঘটবে কিছুই জানার উপায় নেই। তার চেয়ে বরং এখুনি কুনীকে বরখাস্ত করে আর কাউকে মার্শাল করে ফেলো।'

মাথা নাড়লো হ্যামিল্টন। 'সেটাই তো মুশকিল। সাহসী লোকের অভাব না থাকলেও, এ ধরনের ঝামেলা সামলানোর মতো কেউ নেই এ শহরে। আমরা সবাই-ই লড়তে প্রস্তুত, কিন্তু লড়াই চাই না। গোলাগুলিতে খামোকা অনেকগুলো প্রাণ নষ্ট হবে। একমাত্র রডই পারতো ব্যাপারটাকে সামাল দিতে।'

একটু থামলো সে। 'কিছুতেই এখানে, এ মুহূর্তে গণ্ডগোল হতে দেয়া যায় না। আরো গরুর পাল আসছে টাকাপয়সার লেনদেন হবে—এ নতুন শহরের জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্য খুবই দরকার।'

উনুনের দিকে তাকালো হ্যামিল্টন। 'ট্রেনে করে খরিদ্দাররা গরু কিনতে আসবে এখানে। আগামী কয়েক সপ্তায় অন্তত দুই থেকে তিন লাখ ডলারের গরু বেচাকেনা হবে। সে টাকা থেকে কাউহ্যাণ্ড-দের মজুরি দেবে গরুর মালিকরা। ওরা তখন আমাদেরই দোকান-পাট থেকে জামাকাপড়, রসদ, মদ—এসব কিনবে। একসঙ্গে এত টাকার লেনদেন আমাদের শহরটাকে একটা শক্ত খুঁটির ওপর দাঁড় করাবে, তখন গির্জা আর স্কুলের কাজে হাত দিতে পারবো আমরা।'

'দু থেকে তিন লাখ? এ শহরে এত টাকা আসবে কোত্থেকে?'

'আরে অত টাকা আমাদের নেইও। তবে টাকার ব্যবস্থা হয়েছে, এসে যাবে—'

'দুই-তিন লাখ? নিশ্চয়ই ট্রেনে করে আসছে?'

'নয়তো কিসে?'

চলে গেলো হ্যামিল্টন। নিজের কাজে ব্যস্ত হলো রলিংস। এ শহরে কোনো ব্যাংক-ট্যাংক নেই। ব্যাংকের কাজকর্ম নিশ্চয়ই হ্যামিল্টন কিংবা বোম্যানই করে। সন্দেহ নেই, গরু ক্রেতাদের চেক এদের কোনো একজনের সেফেই ভাঙানো হবে।

ক্রেইটন ফেরেনি, কাজ করে চললো টমাস। রেস্তোরাঁয় দেখা সেই মেয়েটা আর নেডের কথা ভাবছে ও। কি চায় ওরা? কিসের পেছনে ছুটছে দুজন?

যতই ভাবছে, ততোই নিশ্চিত হচ্ছে রলিংস, মার্ক ব্রিউয়ার পৌঁছুনোর সময় রড মরগানকে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা নেডই করেছে।

মরগান কি বেঁচে নেই? দুর্ধর্ষ একজন গানফাইটারকেও অপ্রত্যাশিতভাবে অ্যামবুশ করে হত্যা করা সম্ভব। সেই চিঠি আর ম্যাপটার কথা মনে পড়ে গেলো। মরগান কোথায় ছিলো, কি করছিলো, চিঠি থেকে হয়তো জানা যেতো।

আচ্ছা, ম্যাপটা কিসের জন্যে?

বুঝতে পারলো না রলিংস। হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠলো ও, চিঠিগুলো এখুনি একবার দেখা দরকার।

আগেই পড়লো না কেন? অন্যের ব্যাক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো হয়ে যাবে বলেই আসলে ওগুলো পড়া হয়নি ওর।

'ভদ্রলোক কখনো,' বলতো বাবা, 'অন্যের ব্যাপারে নাক গলায়

না।' চিঠিতে যাই লেখা থাকুক, রডকেই লেখা হয়েছে সেসব, ওকে নয় ···কিন্তু রড মরগানের তো কোনো খবরই নেই, অথচ ব্যাপারটা খুবই জরুরী। শোনা কথা ছাড়া রড সম্পর্কে একরকম কিছুই জানে না ও, তবু রডের চোখে পরিস্থিতিকে দেখতে চাইলো রলিংস।

এ অবস্থায় রড নিজে হলে কি করতো? কিংবা জ্যাকব ফ্রিম্যান? ওর বাবাই বা কি করতো?

সন্দেহ নেই, এরা সবাই চিঠি পড়ে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতো। ভেবে দেখো, আপন মনে বললো রলিংস, শহরের সবাই আশা করছে রড মরগানকে। অথচ রড আসেনি···আসার নাম নিশানাও নেই। এদিকে নেড বলছে সে নাকি আসতে পারবে না। রড মরগানের কাপড়-চোপড়, মহামূল্যবান শটগানটা রয়েছে আবার তোমার কাছেই।

'ধেৎ!' মৃদু কণ্ঠে বিড়বিড় করে উঠলো রলিংস। 'ক্রেইটন আবার গেলো কোথায়?'

আচ্ছা, ঐ মেয়েটা আর নেড এখন কোথায় থাকতে পারে? সব ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু সেই মার্ক ব্রিউয়ারই বা এখন কোথায়, কতদূরে আছে?

কুনীর ব্যাপারটা কি? বাপ আর ছেলেরা নিশ্চয়ই জানে এসব? তাহলে কি করছে ওরা? লড়বে, নাকি পালিয়ে যাবে?

লড়বে, ভাবলো ও। ধরাকে সরা জ্ঞান করে ওরা, পালাবে না সেজন্যেই। কিন্তু লড়তে হলে লোক লাগবে না?···সে ব্যবস্থাও নিশ্চই করা আছে ওদের?

অবশেষে ফিরে এলো ক্রেইটন, সঙ্গে হ্যামিল্টনও রয়েছে।

যন্ত্রপাতি রেখে রলিংস বললো, 'একটু বাইরে যাচ্ছি, খানিক

পরই ফিরে আসছি ?'

'এক মিনিট,' বললো ক্রেইটন। হ্যামিল্টনের দিকে চাইলো সে। 'তুমিই বলো।'

'রলিংস, তোমাকে আমরা কেউ চিনি না।' হ্যামিল্টন বললো, 'কামার হিসেবে খুবই ভালো তুমি, খাটতেও পারো ক্লান্তিহীন। কুনীকে জব্দ করেছো, তা-ও শুনলাম।'

কাঁধ ঝাঁকালো রলিংস। 'ঠিক তা নয়। আসলে আমাকে চেনে না বলেই চিন্তা-ভাবনার জন্যে সময় নিয়েছে সে—ভয় পায়নি। অবশ্য,' একটু দম নিয়ে বললো ও, 'যতখানি দেখায় ঠিক ততটা সাহসী লোক সে নয়।'

'সে যা হোক, ওকে বাধা দিয়েছো তুমি, তোমাকে তৈরি দেখেই পিছিয়ে গেছে সে। যাক্, যে কথা বলতে চাইছি, দেখো, রড মরগানের পথ চেয়ে বসে আছি আমরা, অথচ সে আসেনি, নিশ্চয়ই কোনো গোলমালে...'

'আসার কোনো সম্ভাবনাও নেই।'

হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠলো ওরা, তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো ওর দিকে। লুক শর্টের সতর্কবাণীর কথা মনে পড়লো টমাসের। কিন্তু, দেরি হয়ে গেছে।

'নেড লোস্টা একটা মেয়েকে বলছিলো, রড নাকি আসতে পারবে না।' নিজের কানেই তেমন জোরালো শোনালো না কথাটা। সন্দেহ ফুটে উঠেছে ওদের চোখে।

'সে জানবে কি করে ?' জিজ্ঞেস করলো হ্যামিল্টন।

'ওর জানাশোনা কেউই ব্যবস্থা নিয়েছে হয়তো!' গায়ে শার্ট চাপিয়ে নিলো রলিংস। ওকে লক্ষ্য করছে ওরা। কিছুটা অনীহায়

সঙ্গেই যেন শেষে বললো হ্যামিল্টন। রলিংস···রড না এলে, এক কাজ করো না, তুমি মার্শালের দায়িত্বটা নাও! সবার চেনা বলে কাজটা রডের পক্ষে সহজ হতো, তোমার জন্যে অবশ্য একটু শক্তই হবে।'

হেসে ফেললো টমাস রলিংস। মার্শাল হওয়ার এরকম প্রস্তাব পেলে জ্যাকব ফ্রিম্যান কি করতো? সন্দেহ নেই, প্রস্তাবটা গ্রহণ করে বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াতো। বিপদে পিছিয়ে যাবার বান্দা নয় জ্যাকব ফ্রিম্যান!

'ধন্যবাদ,' বললো ও, 'রাতের ট্রেনে নিউইয়র্কে চলে যাচ্ছি আমি। এমনিতেই ওখানে প্রচুর ঝামেলা অপেক্ষা করছে আমার জন্যে, বেশ কিছু পাওনাও মেটাতে হবে।'

'রলিংস,' প্রতিবাদ করলো হ্যামিল্টন, 'এখানে মারাত্মক বিপদে রয়েছি আমরা! এ শহরটা ধ্বংস করে দিতে এগিয়ে আসছে—মার্ক ব্রিউয়ার!'

'দুঃখিত, রাতের ট্রেনেই ফিরছি আমি।'

রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলো ও। ওর লড়াই নয় এটা। ওকে কি ভেবেছে ওরা? হঠাৎ করে সে এ শহরে এসে পড়েছে·· ওকে কতটুকু চেনে এরা, ওর সম্পর্কে কি জানে? ওর আসল পরিচয় জানলে মার্শাল হতে বলতো কি?

ঘরে এসে হ্যাভারস্যাক খুললো রলিংস। প্রথমবারের মতো শার্টগুলো ভালো করে লক্ষ্য করলো। ওর তুলনায় শার্টগুলো অনেক ছোট মাপের, হাতাগুলো ফেঁসে গেছে, কাপড়ের করুণ অবস্থা দেখে মরগানকে ঠিক মার্শাল বলে বিশ্বাস হতে চায় না—বন্দুকগুলোই যা ঝকঝকে তকতকে—নতুনের মতো!

মরগানের সততায় খাদ থাকলে মহামূল্যবান কাপড়-চোপড়ই বেরুতো হ্যাভারস্যাক থেকে।

চিঠির বাণ্ডিলটা বের করলো রলিংস, চিরকুট আর ম্যাপসহ নোট বইটাও নিলো। ওগুলো বিছানায় রেখে দরজা আটকে দিয়ে সিক্স-শুটারটা বের করে বিছানার ওপর রেখে ওটার পাশেই বসে পড়লো ও।

মোট চারটে চিঠি রয়েছে বাণ্ডিলটায়, খুলতে ইচ্ছে করছে না দেখে ওগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে চিরকুটগুলোতেই চোখ বুলালো প্রথমে।

প্রথম কাগজে এ শহরের একটা নির্ভুল বিবরণ দিয়ে তার নিচে কয়েকজন ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে :

ব্রিউয়ার, মার্ক। বয়স : ছত্রিশ ; উচ্চতা : পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি ; চুলের রঙ : বাদামী ; চোখ : বাদামী। 'মেক্সিকান ওয়ারে' অংশ নিয়েছে, টেক্সাস রেঞ্জার ছিলো দুবছর, বেশ কয়েকবার ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রায় ছ'হাজার গরুর এক বিশাল পালের মালিক। মদে আসক্তি নেই। শক্তিশালী, দুর্ধর্ষ, একগুঁয়ে এবং নির্ভীক। কোনো কাজ অসমাপ্ত রাখে না। সৎ। কাউকে বঞ্চিত করেছে বলে শোনা যায়নি। দেশের সেরা বাবুর্চি রয়েছে তার সঙ্গে। ওর ঘোড়াগুলো দুর্দান্ত, গরুগুলো উন্নত মানের। মেজাজ ভালো থাকলে, যুক্তির পথে আনা সম্ভব। কোনো কাজ একবার শুরু করলে, থামানো মুশকিল।

পেনডেলটন, ফ্রেড। জন্ম, সাফোক, ইংল্যাণ্ড। বয়স: ৪৪। উচ্চতা: ছফুট। সোনালি চুল, নীল চোখ, ছিমছাম গড়ন। এক ছেলে, এক মেয়ে। বিপত্নীক। গরু বেচাকেনার ব্যবসা করে। প্রায়ই ব্রিউয়ারের কাছ থেকে গরু কেনে। উইন কুনী এই পেনডেলটনের গরুই চুরি করেছে বলে সন্দেহ করা হয়। শান্তিপ্রিয় লোক ফ্রেড, ঝামেলা এড়িয়ে চলতে পছন্দ করে। ছেলের নাম উইলিয়াম, শক্ত-সমর্থ, ক্রীড়াবিদ। ছবছর 'উইলিয়াম অ্যাণ্ড মেরী কলেজে' পড়াশোনা করেছে। দক্ষ অশ্বারোহী। গরু চুরি আর খরার কারণে পেনডেলটেনদের প্রায়ই ছুর্ভোগ পোহাতে হয়।

কুনী, হ্যাংক। বয়স, একচল্লিশ; উচ্চতা: পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি; কাঁচাপাকা চুল, গোঁফ আছে। প্রায়ই দাড়ি কামায় না। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় ঘোড়া চুরির দায়ে আইন তাকে খুঁজছে বলে সন্দেহ করা হয়। তিন ছেলে: উইন, ড্যাণ্ডি এবং উইলসন। কোনো রেকর্ড না থাকলেও, এদের বিরুদ্ধেও গরু আর ঘোড়া চুরির অভিযোগ রয়েছে। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া এবং ইলিনয়ে ছিলো এরা। 'ব্ল্যাক হক' যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। টেনেসিতে স্যাবার নামে এক লোকের সঙ্গে ঝামেলা বাধিয়েছিলো। স্যাবারের ঘোড়া 'ধার' নিয়েছিলো কুনী, ঘোড়া উদ্ধার করে স্যাবার, এবং ওদের পালাতে বাধ্য করে। মার্ক ব্রিউয়ারের ভাইকে

অন্যায়ভাবে খুন করেছিলো হ্যাংক কুনী।

ক্রেইটন, বোম্যান আর হ্যামিল্টন—এই তিনজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় রয়েছে, তবে নতুন কোনো তথ্য পেলো না টমাস। এছাড়া আরো কয়েকজন ব্যবসায়ীর নামও রয়েছে তালিকায়। সবার শেষে রয়েছে :

> লুক শর্ট, কাউহ্যাণ্ড। পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি, ছিপ-ছিপে গড়ন, বয়স উনত্রিশ। জন্ম, টেক্সাস। বর্তমানে পেনডেলটনের অধীনে কাজ করছে। উইন কুনীর বিরুদ্ধে ঘোড়া চুরির সাক্ষী। ঘোড়াটা কুনী পেনডেল-টনের রেঞ্জ থেকে চুরি করেছে বলে দাবী করেছে সে। লুকের মতে, ঘোড়াটার মালিক ফ্রেডের মেয়ে, অ্যালোমা পেনডেলটন।

এই ঘোড়াটা চুরির দায়েই বোধহয় লুক শর্টকে ফাঁসি দিতে যাচ্ছিলো ওরা। লুক বলছিলো, সে নাকি চোরের ওপর বাটপারি করেছে।

> ওর বয়স যখন বারো বছর, ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছে লুকের বাবা। সেই থেকে মা আর তিন-বোনের দেখাশোনা করেছে সে-ই। নিজের একটা গরুর পালও ছিলো। ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই করেছে—সীমান্তে আউট'লদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে একবার জখম হয়েছিলো। গরুর পাল নিয়ে কয়েকবার পুবে গেছে, সাঁতরে মিসিসিপি পেরুনোরও অভিজ্ঞতা আছে। পাগলা ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ায় ডান হাত ভেঙে গিয়েছিলো। রাইফেলে চালু হাত। একটা হাত

খাটো হয়ে যাওয়ায় এখন ঠিকমতো পিস্তল চালাতে অসুবিধে হয়। লোক হিসেবে বিশ্বস্ত।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কিছুই রডের নজর এড়িয়ে যায়নি। কাদের সঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছে, সেটা ভালো করে বুঝে নিয়েই কাজে নেমেছিলো সে।

পেনডেলটেন···আচ্ছা, এই নামটা এত চেনা লাগছে কেন? ঘোড়ার কথা বলার সময় নামটা নিশ্চয়ই বলেছিলো লুক শর্ট। অ্যালোমা পেনডেলটনই তাহলে সেই মেয়ে!

দু'নম্বর কাগজে রয়েছে গুলি, রসদ ইত্যাদি কেনাকাটার হিসেব। 'মারিয়ার' নামে পঞ্চাশ ডলার পাঠানোর কথাও রয়েছে।

তিন নম্বর কাগজটা হচ্ছে মারিয়াকে লেখা একটা চিঠি। মরগান লিখেছে:

প্রিয়,

কোথায় আছি আর কোথায় যাচ্ছি জানাতেই চিঠি লিখছি তোমাকে। একটা ছোট শহরে মাত্র দুমাসের জন্যে একটা কাজ পেয়েছি, তাই আর তোমাকে আনলাম না। মাক ব্রিউয়ার শহরটায় পৌঁছুনোর আগেই তার সঙ্গে দেখা করতে যাবো আমি। হয়তো একটা সমঝোতায় পৌঁছুনো যাবে।

যদিও ওর কাছ থেকে তেমন কোনো বিপদের আশঙ্কা করছি না আমি। আরো কিছু ব্যাপার রয়েছে এর মধ্যে, ক্যানসাস সিটিতে আসাটা সেজন্যেই দরকার ছিলো। হাতের কাজ শেষ হলেই তোমার কাছে ফিরে আসবো আমি।

ও, হ্যাঁ, ভালো কথা, পেনডেলটনের কথা মনে আছে তোমার? সেই যে, একবার ট্রেনে তোমাকে রুমাল ধার দিয়েছিলো এক ভদ্রলোক? এখন এই —বিপদাপন্ন শহরেই আছে সে।

আজ এ পর্যন্তই, পরে আবার লিখবো কেমন···

এখানেই শেষ হয়ে গেছে চিঠিটা। অন্যান্য কাগজের সঙ্গে ওটা রেখে দিলো রলিংস। তেমন কিছুই জানা গেলো না। মার্ক ব্রিউয়ারের কাছ থেকে বিপদের আশঙ্কা করছে না রড, এটুকু বোঝা যাচ্ছে শুধু। তাহলে কোত্থেকে আসছে বিপদ? কেমন বিপদ? ক্যানসাস সিটিতে জানা কোনো তথ্যই রডকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিলো নিশ্চয়ই। অথবা এমনও হতে পারে, বিশেষ কোনো কারণে ওখানে যেতে বাধ্য হয়েছিলো সে।

কি সেই কারণ?

চিঠিগুলো উল্টেপাল্টে দেখলো টমাস। কিন্তু তেমন কোনো ইঙ্গিতই মিললো না। বন্ধু আর সহকর্মীদের কাছ থেকে এসেছে চিঠিগুলো, ক্যানসাস সিটিতে কি হয়েছিলো সে সম্পর্কে কোনো-রকম সূত্র পাওয়া গেলো না।

এবার আরেকটা কাগজ পেলো রলিংস—আরেকটা অসমাপ্ত চিঠি, রড মরগান লিখেছে:

এবার আর গদিআঁটা গাড়িতে উঠছি না। কণ্ডাক্টরের সঙ্গে কথা বলে ক্যাবুজে (রান্নার গাড়িতে) উঠে পড়বো। তাহলেই কেউ আর দেখবে না আমাকে।···

চিঠি রেখে এবার নোট বইয়ের পাতায় চোখ বুলালো ও। হয়তো কিছুই পাওয়া যাবে না, তবুও দেখা দরকার। খিদে পেয়েছে, সেই

কোন ভোরে উঠেছে, কামারের ওখানে হাড়ভাঙা খাটুনি গেছে পুরো সকালটা।

রড মরগানের ব্যাপারটা কি? এখানে আসার কথা ছিলো তার, অথচ আসেনি. কিন্তু কথা দিয়ে কথা না রাখার লোকও সে নয়। তাহলে নিশ্চয়ই গা ঢাকা দিয়ে আছে কোনো কারণে; নয়তো আসেইনি। না এসে থাকলে নিশ্চয়ই কোনো বিপদ হয়েছে। হয়তো বন্দী হয়ে আছে—অবশ্য সে সম্ভাবনা খুবই কম; নয়তো আহত অবস্থায় পড়ে আছে কোথাও। মরেই গেছে কিনা, কে জানে!

ও যে বগিটায় ছিলো, রডের জিনিসপত্রও ছিলো সেটাতেই। রড নিজেই ওগুলো তুলে দিয়েছে, অথবা আর কেউ ছুঁড়ে দিয়েছিলো ভেতরে।

মনে হচ্ছে, রান্নার গাড়িতে ওঠার সময়ই কেউ আক্রমণ করেছিলো মরগানকে, তারপর ওর পরিচয় লুকিয়ে ফেলতে জিনিসপত্র ছুঁড়ে দিয়েছে ট্রেনের ভেতর, ভাবলো রলিংস।

'বোঝা যাচ্ছে,' আপন মনে বললো ও, 'মিস্টার মরগান আর আসছে না এ শহরে। অতএব, কারো কোনো মতলব থাকলে, খুব সহজেই হাসিল হবে সেটা।'

ঠক! ঠক!—অস্থির টোকা পড়লো দরজায়। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললো টমাস।

চারজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে দোরগোড়ায়। প্রত্যেকের হাতেই রাইফেল, তৈরি। হ্যামিল্টনও রয়েছে। 'শুনলাম' বললো সে, 'রড মরগানের শটগানটা নাকি তোমার কাছে?'

একে একে চারজনের ওপরই চোখ বুলালো রলিংস। লুক শর্টের কথাই ঠিক, বিপদে পড়ে গেছে ও। সামনে পা বাড়াতে গেল

উমাস ; উঁচু হলো দুজোড়া বন্দুকের নল। একগোছা দড়ি ঝুলছে ওদের একজনের হাতে—আস্তে আস্তে।

সাত

সত্যি বিপদে পড়েছে রলিংস। কিন্তু বিপদ ওর কাছে নতুন কিছু নয়। বিপদে পড়েনি কবে, ভাবতে গিয়ে হেসে ফেললো ও। কুনীদের কেউ শটগান্টা দেখে ফেলেছিলো হয়তো ; সে-ই এদের কানে তুলেছে কথাটা কোনোভাবে।

'ঠিক,' স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলো রলিংস। 'আমার কাছেই আছে ওটা, এখানে আসছি শুনে রডই আমাকে দিয়েছে।'

নির্জলা মিথ্যে কথা, কিন্তু নিজেকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাতে বিশ্বাসযোগ্য একটা গল্প ফাঁদা ছাড়া উপায় কি! এরাই রডের বদলে ওকে মার্শাল হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলো, তো রডই ওকে পাঠিয়েছে—এর চেয়ে ভালো গল্প আর কি হতে পারে!'

'রড পাঠিয়েছে তোমাকে? ওকে চেনো?'

'এভাবে ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করো, মরগান এখানে আসেনি, আমি এসেছি। ওর জায়গায় তোমাদের লোক দরকার ; রডের কাজটা আমিই করতে পারবো। কুনীকে সরানো দরকার, সেটাও আমি পারবো।'

'মার্ক ব্রিউয়ারকে তুমি থামাবে বলছো?' জানতে চাইলো হ্যামিল্টন।

'মার্ককে নিয়ে ভাবছি না, রডও ওকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়নি। বুঝিয়ে-শুনিয়ে মার্ককে ঠাণ্ডা করার কথাই ভাবছিলো সে। আমিও সে চেষ্টাই করতে চাইছি।'

'তাহলে কি নিয়ে উদ্বিগ্ন মরগান?' আবার জানতে চাইলো হ্যামিল্টন।

সেরেছে! রড মরগান ক্যানসাস সিটিতে কেন গিয়েছিলো, তা তো আর জানা নেই ওর! ভাবলো, মুখে যা আসে তাই বলে দেয়।

'ও ভয় করছে,' বলেই আবার থেমে গেলো রলিংস, মুখ বন্ধ রাখাই স্থির করলো ও। 'অন্য কোনো জিনিসের।·· কিন্তু রডের মনে আছে, বলা যাবে না। তবে ভয়ের কোনো কারণ নেই, সব সামলে নিতে পারবো আমি।'

মনে মনে রাতের ট্রেনের কথা ভাবছে রলিংস। সময়মতো আসবে তো? যেতে পারবে তো ও?

আর কিছু না হোক, দ্বিধায় ফেলে দেয়া গেছে এদের। তাই এবার বেশ জোর গলাতেই কথা বললো রলিংস, খুব খিদে পেয়েছে আমার, খেয়েই আবার কামারশালায় যেতে হবে, অনেক কাজ পড়ে আছে। এর মধ্যে ভেবে দেখো, কি করবে। আমাকে মার্শাল করতে চাইলে কথাটা জানিয়ে দিয়ো।'

ফিরে যেতে উদ্যত হলো ওরা। হঠাৎ কথাটা খেয়াল হলো টমাসের। হ্যামিল্টনের উদ্দেশে বললো, 'আচ্ছা, এদিককার রেলওয়ের নিয়ম-কানুন তো তোমার জানা আছে, ট্রেনে ডিটেকটিভ জাতীয় কেউ থাকে এদিকে?'

মাথা নাড়লো হ্যামিল্টন। 'নামও শুনিনি কোনোদিন। ট্রেনে আজ পর্যন্ত কোনো রকম ঝঞ্ঝাটই হয়নি।'

ওরা বিদায় নিতেই জিনিসপত্র গোছগাছ করে বিছানার ওপর রেখে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এলো রলিংস। রড মরগান এলে কিছুদিন বেড়ানো যেতো এ শহরে।

কিন্তু ট্রেন থেকে তাহলে ওকে নামালো কে? কে লোকটা?

'রলিংস,' আপনমনে বললো ও, 'তুমি কিছু দেখে ফেলবে, এই ভয়েই তোমাকে নামিয়ে দিয়েছে লোকটা, বুঝলে?' কি দেখে ফেলতো ও? কি?

ব্যাটা যে-ই হোক, একটা উপকার করে গেছে, একেবারে অজানা একটা বিষয়ে কৌতূহলী করে দিয়েছে ওকে। আচ্ছা, লোকটা কে? ওই মেয়েটা আর নেডের সঙ্গে জড়িত নাকি?

রেস্তোরাঁয় ঢুকেই দেখলো ক্রেইটন বসে আছে। 'বউয়ের শরীর খারাপ,' বললো সে। 'তাই বাইরেই খেতে হচ্ছে।' হাতের ইশারায় ওকে বসতে বললো। 'ঠিক এই জায়গাটাতেই একটা মোষ শিকার করেছিলাম; এই গত বসন্তে, চামড়াও ছাড়িয়ে ছিলাম এখানে।

'ওখানে তখন ঘাস ছাড়া আর কিছু ছিলো না, এখন ওখানেই চাষ করছে হ্যামিল্টন। একটা সব্জির খেতওরয়েছে আমাদের। দেখো, একদিন দেখার মতো শহর হবে এটা!'

'কয়েক বছর আগে এ জায়গাটাকে কারা নাকি 'গ্রেট আমেরিকান ডেজার্ট' নাম দিয়েছে। আসলে মাটিই চিনতে পারেনি ওরা। এই ক্যানসাসই একদিন দুনিয়ার সেরা ধান, গম আর ভুট্টা ফলাবে—দুনিয়ার অর্ধেক মানুষের খাবার জোগাবে এই প্রেইরী!'

'এখন মাত্র গুটিকয়েক ঘরবাড়ি দেখছো তুমি, সময় যাক, চেহারাই

পাল্টে যাবে এ শহরের।'

আঙুল তুলে রলিংসকে ইঙ্গিত করলো ক্রেইটন। 'রলিংস, তোমার মতো টগবগে তেজী তরুণই চাই আমরা এ শহরে।'

'আমার মতো?' তিক্ত হাসি ফুটে উঠলো রলিংসের ঠোঁটে। 'কতটুকু চেনো তুমি আমাকে?'

'নতুন কিছু জানার থাকলে জিজ্ঞেস করা যাবে পরে। প্রাণ ঢেলে কাজ করো তুমি, কাজকে যে এতো ভালোবাসে, কিছুতেই সে খারাপ হতে পারে না।'

খাবার দিয়ে ফিরে গেল ওয়েটার। আবার কথার খেই ধরলো ক্রেইটন। 'কুনীর ওয়াগনে যেভাবে টায়ার লাগালে, অপূর্ব! একজন শিল্পীর মন রয়েছে তোমার, টমাস, একজন অসাধারণ শিল্পী তুমি।'

গর্ব এবং লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো টমাসের চেহারা। কখনো কেউ ওকে শিল্পী বলে আখ্যায়িত করেনি, মনের তারে টুং টাং শব্দে সেতার বাজিয়ে চললো যেন শব্দটা।

'কাজের প্রতি এমন একাগ্রতা একজন শিল্পীরই থাকে। বুঝলে টমাস, কাজে যে লোকের একাগ্রতা নেই, একটা গবেট ছাড়া আর কিছুই না সে।'

একসঙ্গে খাবার শেষ করে কফিতে চুমুক দিলো ওরা। রলিংসকে ভাবনায় ফেলে দিয়েছে ক্রেইটন। এখানে থাকলে অসুবিধেটা কি?

পুবে, ফ্রিম্যান কিংবা আর কারো কাছে কতটুকু ঋণী ও? প্রয়োজনের সময় ওকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলো ফ্রিম্যান, কিন্তু গায়ে খেটে তার প্রতিদানও তো দিয়েছে ও। ফ্রিম্যানের শত্রুদের মোকাবিলা করতে গিয়ে অসংখ্য শত্রুর জন্ম দিয়েছে। বিনিময়ে কি পেয়েছে? ব্যাংকে অল্প কটা টাকা ছাড়া আর কি সম্পদ আছে ওর?

গত একটি সপ্তায় নিউইয়র্কে ওর কথা ভেবেছে, এমন একজন লোক পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আগেও অনেককেই নিখোঁজ হতে দেখেছে ও, মুহূর্তের জন্যেও ওদের কথা ভাবেনি কেউ।

কাঁটা আর চামচ নামিয়ে রাখলো ক্রেইটন। 'হ্যামিল্টন বললো, তুমি নাকি মার্শাল হতে রাজি হয়েছো, মরগানই নাকি পাঠিয়েছে তোমাকে!'

'একরকম তাই,' বললো রলিংস, 'সময়মতো ওর পক্ষে এখানে আসা সম্ভব নয় ··ওর পরিকল্পনা অনুযায়ীই মার্ক ব্রিউয়ারের সঙ্গে দেখা করতে যাবো আমি।'

'তুমি বলছো, মার্কের দিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা নেই, তাহলে বিপদ কোথায়?'

'এ মুহূর্তে ঠিক বলতে পারবো না। এখন কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছি না আমি, তোমার কথা অবশ্য আলাদা।'

'আজ তাহলে যাচ্ছো না তুমি?'

বেশ খানিকক্ষণ ইতস্তত করলো রলিংস, তারপর বললো, 'আপাতত না। যাবো হয়তো—পরে।' ক্রেইটনের দিকে চোখ তুলে চাইলো ও। 'কয়েকদিনের জন্যে একটা ঘোড়া দরকার আমার।'

'আমারই আছে একটা—কোরালের নীল রোয়ানটা।'

আবার কাজে ফিরে এলো ওরা।

ট্রেন এলো। দরজায় দাঁড়িয়ে ওটাকে থামতে দেখলো রলিংস। এখনো সময় আছে, ভাবলো ও, এখনো কেটে পড়া যায়। একমুহূর্ত ইতস্তত করলো টমাস। তারপর আবার ফিরে এলো কাজে।

'ওদিকে দক্ষিণে,' ক্রেইটনকে জিজ্ঞেস করলো ও, 'কোনো র‍্যাঞ্চ আছে?'

'জানি না। দক্ষিণ পুবে সাত-আট মাইল দূরে একটা জায়গা আছে—হ্যামিল্টনের। একটা কেবিন, আর একটা কোরাল ছাড়া ওখানে অবশ্য আর কিছুই নেই। বেশ কিছু গরু পালছে সে ওখানে, কয়েকটা ঘোড়াও আছে।'

'কে দেখাশোনা করে ওগুলোর?'

'লোক আছে। গরুগুলো অবশ্য কোথাও যায় না—কয়েক মাইলের মধ্যে ভালো ঘাস কিংবা পানি নেই। দারুণ বুদ্ধি রাখে হ্যামিল্টন। জায়গা আমারও আছে, কিন্তু ওরটার মতো অত ভালো নয়।'

কি যেন ভাবলো ক্রেইটন। তারপর আবার বললো, 'ওদিকে মাইল দশেক পশ্চিমে আরেকটা জায়গা আছে—ছোট্ট একটা সেলুন আর কয়েকটা ঘরবাড়ি। এরই তিন মাইল দক্ষিণে থাকে কুনীরা।'

'আমাকে মার্শাল নিয়োগ করবে কে?' জিজ্ঞেস করলো টমাস। 'কাজ করতে হলে ব্যাজও তো লাগবে একটা।'

'বোম্যান। ওর সঙ্গে দেখা করো। রড মরগানের কথা ও-ই বলেছিলো। অভিজ্ঞ লোক, তাই ওকেই সমর্থন করেছিলাম আমি।'

'আর হ্যামিল্টন?'

'কুনীর চেয়েও খারাপ কারো এসে পড়ার ভয় করছে সে, একই কথা বলেছে আরো কয়েকজন। কথাটায় অবশ্য যুক্তি আছে, কুনী এমনিতেই যথেষ্ট খারাপ।'

ফাঁকা সেলুনে ঢুকে টমাস দেখলো, একাই বারের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বোম্যান। চল্লিশের কোঠা ছুঁইছুঁই করছে লোকটা, সপ্রতিভ চেহারা। রলিংসকে দেখে হাসলো সে। 'রাজি করিয়েছে তোমাকে, না? এটাই আশা করছিলাম।'

বোম্যানের বাড়িয়ে ধরা ব্যাজটা নিয়ে বুকে এঁটে নিলো রলিংস। 'জীবনে এই প্রথম লাগালাম এই জিনিস।'

হাসলো বোম্যান। 'ঠিক লোকের হাতেই পড়েছে ওটা, তোমার মতো ছেলেদের আমি চিনি।'

'আমার মতো?' বোম্যানের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চাইলো রলিংস। 'আরে, আমি জ্যাকব ফ্রিম্যানের লোক।'

'তার মানে, সাহসী, আর সেটাই আমাদের দরকার। ওল্ড স্মোকের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য না হলেও, ওর ফাইটিঙ দেখেছি একবার। কথা দিয়ে ফ্রিম্যান পিছিয়ে গেছে বলে শুনিনি। তুমিও নিশ্চয় তার মতোই হবে। কোনোকিছু লাগলে মুখ ফুটে বলবে শুধু —কিচ্ছু ভাবতে হবে না তোমাকে।'

একটু ইতস্তত করলো টমাস, তারপর বললো,' কাকে যে বিশ্বাস করবো, বুঝতে পারছি না ঠিক।'

'নিউইয়র্কে হলে কাকে বিশ্বাস করতে?'

'কাউকে না।'

'তাহলে এখানেও কাউকে বিশ্বাস করার দরকার নেই, আমাকেও না। একেবারেই একা এগিয়ে যেতে হবে তোমাকে। কারো কাছ থেকে কোনোরকম সাহায্য আশা করতে যেয়ো না, একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত কেউ দেবে না তোমাকে। আইনের উপস্থিতি সবাই-ই চায়, আবার আইনকেই ভয় আর সন্দেহের চোখে দেখে তারা।

'কাউকে ধাওয়া করা কিংবা অন্য কোনো কাজে—দরকারে সবাই তোমার সঙ্গে আসবে ঠিকই, কিন্তু কেউই ভালো চোখে দেখবে না ব্যাপারটা। বন্দুক চালানোয় দক্ষ লোক অনেকেই আছে, তবে মার্শালের যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে, সবার সঙ্গে ঠিকমতো মানিয়ে

চলা, আর তাদের সামলানোর ক্ষমতা।

'একটা কথা মনে রেখো, খুনোখুনি কিংবা গানফাইট দিয়ে মার্শাল ভালো কি খারাপ বলা যায় না ; বরং গোলাগুলি-বন্দুকবাজি ছাড়াই খুনে বদমাশদের সামলাতে পারছে কিনা, তাতেই বোঝা যায় মার্শালের ক্ষমতা।'

'জানি না, কাজটা আমাকে দিয়ে হবে কি না।'

'হবে। নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর বিশ্বাস রেখো—তোমার সিদ্ধান্তের ওপরেই নির্ভর করবে সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা।'

'আমি বোধহয় জানি, কে—'

হাতের ইশারায় বাধা দিলো বোম্যান। 'উঁহুঁ, বলো না, কাউকে বোলো না। চেপে যাও। তথ্য জোগাড় করো, তারপর সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নাও। ভুল হলে হয়তো প্রাণও হারাতে হতে পারে তোমাকে। এ কাজের ধারাই এমন।'

'ধন্যবাদ।'

'এসো একটু ড্রিঙ্ক করা যাক,' বললো বোম্যান।

মাথা নাড়লো রলিংস। 'আমি ড্রিঙ্ক করি না।'

হাসলো বোম্যান। 'আমিও না,' সতেজ কণ্ঠে বললো সে, 'যারা করে তাদের কাছে বিক্রি করি, তবে এ ব্যাপারে আমার কোনো সংস্কার নেই। এমনিতেই খাই না।'

আবার রাস্তায় নেমে এলো রলিংস। এ শহরের মার্শাল এখনও।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালো রলিংস। কিভাবে চলা-ফেরা করতে হয় মার্শালকে? নিজের অজ্ঞতায় নিজেই হেসে ফেললো টমাস। মনে পড়লো, ওর প্রথম কাজ হচ্ছে, কুনীকে সরিয়ে দেয়া। সাবেক মার্শাল শহরে না এলে হচ্ছে না সেটা—অপেক্ষা করতে

হবে। ও কাজটা শেষ করে মার্ক ব্রিউয়ার শহরে পৌঁছুনোর আগেই তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। এবং তারপর মার্ক যে কদিন শহরে থাকবে, কুনীকে শহর থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

নেডের কথা মনে পড়লো ওর। একই হোটেলে থাকছে ওরা দুজনই। কিন্তু মেয়েটা থাকছে কোথায় ?

হাঁটতে হাঁটতে রেলস্টেশনের দিকে এগোলো ও। মোট তিনটে ঘর আছে স্টেশনে। প্রথম ঘরটি হচ্ছে ওয়েটিং রুম, চারটে বেঞ্চি রয়েছে এঘরে ; তারপর টিকেট বিক্রেতার ঘর—টেলিগ্রাফার এবং এজেন্টের দায়িত্বও এ লোকটার ওপরই ; এরপর রয়েছে গুদাম—চালান কিংবা ডেলিভারির আগ পর্যন্ত জিনিসপত্র এখানেই জমা থাকে। রেল লাইনের দিকে প্রায় ষাট ফুটের মতো লম্বা ভাঙাচোরা একটা প্ল্যাটফর্ম রয়েছে।

স্টেশনে ঢুকে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো রলিংস। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো কালো কোট, শাদা শার্ট পরা এজেন্ট।

'কি, কিছু লাগবে ?' জিজ্ঞেস করলো। তারপরই তারাটা দেখতে পেলো সে।

'অ। তুমি তাহলে নতুন মার্শাল ? কুনী কই ?'

'ব্যাজটা লাগানোর পর দেখা হয়নি তার সঙ্গে। দেখা হলে ব্যবস্থা করবো।'

জানালার কাছে এসে কাউন্টারে ভর দিয়ে দাঁড়ালো এজেন্ট। 'লোকটা একদম খারাপ, যাচ্ছেতাই ছেলেগুলোও একই ক্ষুরে মাথা কামানো।'

'হ্যাঁ, একটার সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার।'

'তুমিও কাজটা নিলে—আর ঠিক এই মুহূর্তেই কিনা এখানে আসছে মার্ক ব্রিউয়ার—ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগছে না আমার!'

'আচ্ছা, এ লাইনে কোনো ডিটেকটিভ থাকে নাকি?'

'নাহ্! কেন, বলো তো? এদিকে তো কখনো কোনো ঝামেলা হয়নি!'

'দামী কোনো চালান থাকলে, কি ব্যবস্থা হয় ওটার?'

কাঁধ ঝাঁকালো এজেন্ট। 'আরগুলোর মতোই। পৌঁছুনোর পর কেউ না নেয়া পর্যন্ত এখানেই থাকে। আর বেশি দামী কিছু হলে পিস্তল হাতে পাহারায় থাকি আমি, যাদের জিনিস সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যায় তারা।'

'তোমার একটা পিস্তল আছে তাহলে?'

'হ্যাঁ,' হাসলো এজেন্ট। 'কিন্তু গুলি করার দরকার হয়নি কখনো।'

'তাহলে ওটা বরং তুলে রাখো,' পরামর্শ দিলো রলিংস, 'উল্টা-পাল্টা লোককে গুলি করে বসবে শেষে।'

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে লাইন বরাবর তাকালো টমাস। দুটো লাইন হারিয়ে গেছে দিগন্তে। টাকা আসার কথা এজেন্ট লোকটা জানে না বোধহয়, ভাবলো ও, কিন্তু এখন জিজ্ঞেস করতে গেলেই চারদিকে গুজব ছড়াতে শুরু করে দেবে সে।

টাকার চালান এসে পৌঁছুনোর সময় সবাই যাতে উপস্থিত থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

কথাটা ভাবতেই আরেকটা ভাবনা টোকা মেরে গেল ওর মনে—স্টেশনে পৌঁছুনোর আগেই যদি ট্রেনটাকে থামতে বাধ্য করে কেউ? হয়তো একটা এক্সপ্রেস কারে থাকবে চালানটা, পাহারা

বলতে থাকবে কেবল একজন এক্সপ্রেস-ম্যান।

মাত্র কিছুক্ষণ আগে টমাস বুঝতে পেরেছে রড মরগান কিসের ভয় করেছে। মার্ক ব্রিউয়ারের আতঙ্কে যখন দিশেহারা হয়ে পড়বে শহরবাসী—সেই সুযোগে হয়তো সমস্ত টাকা লুটে নেয়ার চেষ্টা করবে কেউ বা কোনো দল। নানান জায়গায় জানাশোনা থাকায় আগেই হয়তো কোনো খবর পেয়েছিলো রড মরগান।

মোট কতজন মানুষ জড়িত এ ষড়যন্ত্রে—আশঙ্কা যদি আদৌ সত্যি হয়ে থাকে? কি তাদের ভূমিকা? নিজে হলে কিভাবে করতে কাজটা ভেবে দেখো, নিজেকে বললো রলিংস। চোর ডাকাতদের চেনো তুমি—জানা উচিত।

লোকের সংখ্যা যত কম হবে ধরা হবে তত বড় আকারের এবং ধরা পড়ার ঝুঁকিও তাতে কমবে অনেকখানি। ট্রেনের সেই লোকটাও তো লুটেরাদের একজন হতে পারে? আচ্ছা, মেয়েটা কি জড়িত? নেড?

হাঁটতে হাঁটতে কামারশালার দিকে এগোলো টমাস রলিংস।

দরজার মুখেই ঘোড়ার পিঠে বসে অপেক্ষা করছে কুনী—হ্যাঙ্ক কুনী।

একটা ব্যাজ শোভা পাচ্ছে তার বুকে।

আট

কুনীর সামনাসামনি এসে দাঁড়ালো টমাস। হাসছে কুনী, 'খুব ব্যাজ লাগানো হয়েছে, না ? মতলবখানা কি ?'

জাহাজ থেকে নিউইয়র্কের মাটিতে পা দেয়ার পর থেকে বহুবার এমন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছে রলিংসকে। তাই কুনীর বিদ্রূপে ভ্রূক্ষেপ করলো না ও। 'আমিই এখন এ শহরের মার্শাল, কুনী। তোমার ব্যাজটা ফিরিয়ে দাও।'

'এত সহজে ?'

'আমি মার্শাল হওয়ার পর ওটার তো এখন আর কোনো দাম নেই।'

'ঠিক আছে,' ব্যাজের দিকে হাত বাড়ালো কুনী। সঙ্গে সঙ্গে লোকটার মতলব বুঝে ফেললো রলিংস। একই কৌশল অবলম্বন করতো ও নিজেও। ব্যাজ খুলে বাঁ হাতের তালুতে নিয়ে রলিংসের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিলো কুনী। 'এই যে···ধরো !'

ব্যাজটা লুফে নেয়ার কোনো চেষ্টাই করলো না টমাস। চোখের পলকে পিস্তল উঠে এলো ওর হাতে। ব্যাজ ছুঁড়েই পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছিলো কুনী ; পিস্তলের বাঁটে হাত ছুঁইয়েই জমে গেল

সে। ইতস্তত করছে। বুড়ো আঙুলে টেনে হ্যামার পেছনে নিয়ে এলো টমাস, তৈরি। সাবধানে, আস্তে আস্তে, পিস্তলের বাঁট থেকে হাত সরিয়ে নিলো কুনী। 'খুব চালাক না ? মার্ক ব্রিউয়ার আসুক, তখন দেখা যাবে—'

'মার্ক তো খুঁজবে তোমাকে, আমাকে নয়।'

'হয়তো।'

'এরপর শহরে এলে, তোমাদের হাতে যেন পিস্তল না দেখি। খালি হাতেই আসতে হবে।'

'তোমার কথামতো ?'

'আর আনলেও কোনো সেলুন বা রেস্তোরাঁয় রেখে বেরুতে হবে রাস্তায়, গানবেল্টসহ দেখলেই সোজা জেলে ভরে দেবো।'

'জেল ? হুঁহ্ জেল পাচ্ছো কোথায় ?'

'ঐ যে দেখছো হিচিং-রেইল—ওতেই চলবে—জরিমানা না দেয়া পর্যন্ত ওটার সঙ্গে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখবো— ব্যাস !'

অপলক চোখে কিছুক্ষণ রলিংসের দিকে চেয়ে রইলো কুনী। তারপর হঠাৎ করেই ঘোড়া ঘুরিয়ে এগোতে শুরু করলো। ধীরে ধীরে চলে গেল শহরের বাইরে।

মাটি থেকে ব্যাজটা তুলে পকেটে রাখলো রলিংস। চোখ তুলে তাকাতেই দেখলো, হ্যামিল্টন তাকিয়ে আছে ওর দিকে ; সেলুনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে বোম্যান ; কাজ বন্ধ করে দিয়েছে ক্রেইটন। ক্রেইটনের দিকে এগিয়ে গেল ও। 'আগামী ক'টা দিন একটু ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, কাজটা শেষ হলেই আবার তোমার এখানে আসবো, কেমন ?'

'দোকানের অর্ধেকটা বিক্রির কথা তো বলেইছি।'

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে, পরে।'

হোটেল-রুমে এসে শটগান তৈরি করে নিলো রলিংস। তারপর বিছানায় বসে ভাবতে লাগলো। প্রথমে জানতে হবে, এ মুহূর্তে ব্রিউয়ার কোথায়, কতদূরে থাকতে পারে। এখন ঠিক কোন্ জায়গাটায় আছে সে, আর কত দ্রুত এগিয়ে আসছে, জানা দরকার।

এ কিসের ভেতর নিজেকে জড়ালো ও? কোথায় নিউইয়র্কে যাবে বলে ট্রেনের অপেক্ষা করবে, না, হাজার বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অচেনা একটা শহরের মার্শাল হয়ে বসে আছে! এসবের ও বোঝে কি?

ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের চারদিকে তাকালো ও। এখন সবচেয়ে আগে দোকান থেকে কাপড়-চোপড় কিনতে হবে। গায়ের শার্ট আর পরনের প্যান্ট—কাপড় বলতে আছে এ-ই। গোটাকতক শার্ট, একটা নতুন স্যুট, ক'টা প্যান্ট—আপাতত এতেই চলবে।

কুনী যে আবার ফিরে আসবে, বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এত সহজে ছাড়বে না ওরা। ওদিক থেকে অচিরেই বিপদের আশঙ্কা করছে টমাস।

তবে টাকা লুটের সম্ভাব্য কৌশলই ভাবিয়ে তুলেছে ওকে—নিখোঁজ রড মরগান এমন কিছুই অনুমান করেছিলো বলে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে ওর। কিভাবে করবে ওরা কাজটা? ক'জন আছে এসবের মধ্যে?

ধোপদুরস্ত পোশাক সজ্জিত মেয়েটা এসবে আছে—বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু তা না হলে নেডের সঙ্গে জড়িয়েছে কেন সে? কি তার পরিচয়?

হ্যামিল্টনের দোকানে ঢুকলো টমাস। এগিয়ে এলো হ্যামিল্টন।

'বেশ কঠিন কাজে হাত দিয়েছো তুমি, মার্শাল। তবে আমাদের কাছ থেকে সাহায্যের কোনো অভাব হবে না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো।'

'ধন্যবাদ। আপাতত কিছু কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা করো। রওনা হওয়ার সময় কিছুই আনতে পারিনি।'

'বাকী ?'

হাসলো টমাস রলিংস। 'বরাবর নগদেই জিনিস কিনি আমি—রাস্তা পরিষ্কার রাখাই আমার পছন্দ।'

কাপড়-চোপড় কেনার পর পয়েন্ট ফোর ফোর পিস্তল আর শটগানের শ'খানেক গুলি আর একটা উইনচেস্টার রাইফেল কিনলো টমাস।

'যুদ্ধে যাচ্ছো নাকি ?' হ্যামিল্টনের কণ্ঠে কৌতূহল।

'না—তবে আগে থেকে তৈরি থাকাই ভালো। যদিও বিপদের কোনো সম্ভাবনা দেখছি না আমি।'

'নিশ্চয়ই তুমি পারবে জেনেই তোমাকে পাঠিয়েছে মরগান। নিজে না এসে, আর কাউকে পাঠিয়েছে রড, শুনিনি। ওর এত ঘনিষ্ঠ কেউ আছে তা-ও এই প্রথম জানলাম।'

'ব্যক্তিগত ব্যাপার গোপন রাখতেই অভ্যস্ত রড,' বললো টমাস।

হোটেলে এসে কাপড় বদলে আবার নিচে নেমে এলো রলিংস, ঢুকে পড়লো রেস্তোরাঁয়।

একটা টেবিলে বসেছিলো মেয়েটা, একা। ও ঢুকতেই চোখ তুলে চাইলো সে, আস্তে আস্তে ব্যাজের ওপর এসে থামলো তার দৃষ্টি। এক মুহূর্ত, তারপর আবার উঠে এসে টমাসের চোখে স্থির হলো চোখজোড়া। রাগ কিংবা অধৈর্যের ছাপ ফুটে উঠলো যেন দুচোখে।

'কি খবর, ম্যাডাম?' টুপি খুলে সম্মান দেখালো রলিংস। 'আমাদের এ সুন্দর শহরে স্বাগতম!'

তাচ্ছিল্যভরে চোখ সরিয়ে নিলো মেয়েটা।

পেছন থেকে হঠাৎ কথা বলে উঠলো কে যেন, 'তুমি নিজেই তো এখানে নতুন, তাই না, মার্শাল?'

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলো টমাস। কোণের একটা টেবিলে আরেক সুন্দরী তরুণী বসে আছে।

'হ্যাঁ। মাটিতে পা দেয়ার আগেই কাঁধে চেপে বসেছে কাজটা। তবে একদিক দিয়ে ধরতে গেলে প্রায় সবাই-ই এখানে নতুন।'

হাত বাড়িয়ে দিলো মেয়েটা। 'আমি অ্যালোমা পেনডেলটন। আমার কাছ থেকে একটা ধন্যবাদ পাওনা রয়ে গেছে তোমার।'

'ধন্যবাদ? আমাকে? আগে তো কিছু করি—সবেমাত্র মার্শাল হলাম।'

'ফাঁসির দড়ি থেকে লুক শর্টকে তুমিই বাঁচিয়েছো। আমার খুব প্রিয় বন্ধু ও।'

'ওতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই,' বললো টমাস। 'এছাড়া কোনো উপায় ছিলো না। আমাকেও ঝোলাতে চাচ্ছিলো ওরা।'

'তবু, ধন্যবাদ।'

'বসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই?'

ঐ মেয়েটার ওপর চোখ রাখা যাবে, এমন একটা জায়গা বেছে বসে পড়লো রলিংস। মেয়েটার চোখেমুখে বিরক্তির ছাপ পড়তে দেখে মনে মনে খুশি হয়ে উঠলো ও। পাশের চেয়ারে টুপিটা রেখে ওয়েটারকে খাবার দিতে বললো।

'ভাগ্যিস ঘোড়াটা ফিরে পেয়েছো,' অ্যালোমাকে বললো টমাস। 'ইদানিং চোরের উপদ্রব খুব বেড়ে গেছে। কেন যে মানুষ চুরি করতে যায়, বুঝি না। খুব বেশি লাভ যে হয়, তা তো নয়!

'একটা মেয়ের কথাই ধরা যাক, মনে করো, চুরির দায়ে জেল হলো তার। তারপর? জেল খাটতে খাটতে জান বেরিয়ে যাবে না? জেল থেকে বেরুনোর পর দেখা যাবে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

'চোর-ডাকাতদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, তাদের সঙ্গের লোক-জন,' একটুথামলো টমাস 'প্রত্যেকেই ঠকানোর ফন্দি খোঁজে—এদের সঙ্গে জড়ানোর আগে প্রাণনিয়ে পালানো উচিত যে কারোর?'

কৌতূহলী চোখে একবার রলিংসকে আরেকবার সুবেশী সুন্দরী-কে দেখলো অ্যালোমা। তারপর নিজে থেকেই প্রসঙ্গ পাল্টালো।

'এখানেই কি থেকে যাবে তুমি, রলিংস?'

'ভাবছি,' বললো টমাস, 'যদিও অনেকেই চাইবে না সেটা।'

চোখ তুলে তাকালো অচেনা মেয়েটা। 'একাজে প্রাণে বেঁচে থাকাটাই তো কঠিন, তাই না?'

'ঠিক। তবে যতক্ষণ বেঁচে আছি, দুর্বৃত্তদের বেঁচে থাকাটা হবে আরো কঠিন।'

ঘাড় ফিরিয়ে লোমার দিকে চাইলো টমাস। জায়গা-জমি, র‍্যাঞ্চিং—এসব নিয়ে আলাপ করতে লাগলো। ওর বাবা প্রায়ই ব্রিউ-য়ারের কাছ থেকে গরু কেনে মনে পড়তেই হঠাৎ জানতে চাইলো, 'ব্রিউয়ারের সঙ্গে জানাশোনা আছে নাকি তোমার?'

'নিশ্চয়ই! দারুণ মানুষ মার্ক চাচা। এদিকে এলে আমাদের সঙ্গেই থাকেন। মজার মজার সব গল্প শোনান। আমাকে একটা ঘোড়া দিয়েছিলেন উনি।'

'ওটাই কি চুরি গিয়েছিলো ?'

'হ্যাঁ। ভাগ্যিস মার্ক চাচা আসার আগেই ঘোড়াটা ফিরিয়ে এনেছিলো লুক। নইলে কি যে হতো !'

'উনি এমনিতেই তো কুনীর ওপর খেপে আছেন।'

'হ্যাঁ।' চোখ তুলে টমাসের দিকে তাকালো লোমা, দৃষ্টিতে আবেদন। 'রলিংস, যেভাবে হয়, বাঁচাও এ শহরটাকে ! বাবার কাছ থেকে শুনলাম, মার্ক চাচা নাকি পুরো শহরটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছার-খার করে ভাই হত্যার প্রতিশোধ নেবেন !'

'না, শহর উনি জ্বালাবেন না,' বললো টমাস, 'আর কোনো বিপদও হবে না।'

মৃদু হাসি ফুটে উঠলো সুবেশী সুন্দরীর ঠোঁটে। চেহারা লাল হয়ে উঠলো টমাসের। কিছু বলার আগেই ওকে বাধা দিলো লোমা। 'বাবা এখন শহরেই আছেন। তোমাকে দেখলে খুশি হবেন। তাছাড়া এ সুযোগে·· '

লোমা কথা বলতে বলতেই ভেতরে ঢুকলো ফ্রেড পেনডেলটন, ওদের টেবিলের দিকে এগিয়ে এলো।

পরিচয়-পর্ব শেষে কিছুক্ষণ সাধারণ আলাপচারিতার পর কথা প্রসঙ্গেই টমাস জানতে চাইলো, 'আচ্ছা, মিঃ পেনডেলটন, গত দু-এক দিনের মধ্যে এখানে কোনো চালান এসেছে কিনা, বলতে পারেন ?'

অচেনা মেয়েটার ওপর চোখ রেখে কথা বলছিলো ও, হঠাৎ দেখলো কাঁটা-চামচসহ মাঝপথে হাত থেমে গেল তার। মুহূর্ত মাত্র। তারপর আবার স্বাভাবিকভাবে খেতে শুরু করলো সে।

'কি ধরনের চালানের কথা বলছো ?'

'ঠিক জানি না, তবে ধরুন, সাধারণ কিছু নয়—এ শহরের লোক নয়, এমন কারো নামেও হতে পারে চালানটা।'

'উঁহু···বলতে পারছি না। আমার অবশ্য খুব একটা এদিকে আসাও হয়ে ওঠে না। কি ধরনের জিনিসের কথা বলছো তুমি?'

মেয়েটার কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটাই দেখতে চেয়েছিলো টমাস। আসলে কি হতে পারে জিনিসটা? এমন কি গোপন ব্যাপার যে ট্রেন থেকে ওকে নামিয়ে দেয়াটা জরুরি হয়ে পড়লো?

নাকি···হঠাৎ মনে হলো, জিনিস না হয়ে মানুষও তো হতে পারে। হয়তো আর কোনো লোক ছিলো ট্রেনে, কারো চোখে পড়ার ঝুঁকি নিতে চায়নি সে, নাকি তারা?

হ্যাঁ, এমন কিছুই হবে।

আরো কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা চললো ওদের। এক সময় পেনডেলন বললো, 'এখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঠিকই করেছো তুমি, রলিংস।'

আবার সেই একই কথা। সবাই ধরে নিচ্ছে, এখানে থাকতেই এসেছে ও। নিউইয়র্কের কথা মনে পড়লো, কিন্তু নতুন দায়িত্বের প্রয়োজন আর ক্যানসাসের উজ্জ্বল সূর্যের নিচে ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসছে সব স্মৃতি। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে চাইলো ও, অদৃশ্য হয়ে গেছে অচেনা সুন্দরী।

'একটু আগেই চলে গেছে সে,' হালকা কণ্ঠে বললো লোমা।

'ভাবছি, মেয়েটা কে, কেন এসেছে এখানে!'

'খুব সুন্দরী, তাই না?'

'হ্যাঁ—সুন্দরীই বটে!'

'পরিচয় জানতে চাইলে, হোটেলে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়,'

পরামর্শ দিলো পেনডেলটন।

'হোটেলে ওঠেনি।'

'তাহলে কোথায়?'

'আমারও তো একই কথা, তাহলে কোথায়?'

'কৌতূহলী হয়ে পড়েছো, মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। বিপদ মোকাবিলা করতে হলে আগেই যদ্দূর সম্ভব জেনে রাখা দরকার।'

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো টমাস। 'মার্ক ব্রিউয়ারকে কোনো খবর দিতে চান? ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি আমি।'

মাথা নাড়লো পেনডেলটন। কথাবার্তা বলে ওকে বাগে আনার কথা ভেবে থাকলে, ভুলে যাও। ও চেষ্টা আমরাও করেছি। মানুষ হিসেবে ভালো হলেও—একেবারেই একগুঁয়ে লোকটা!'

'তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে।

'আমার হয়ে ওঁকে শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা জানাবে,' বললো লোমা!

'ব্যস, ব্যস—এতে কাজ না হলে, দুনিয়ার আর কিছুতেই হবে না।'

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো টমাস রলিংস।

পেছন থেকে চেয়ে রইলো দুজোড়া চোখ।

নয়

ক্রেইটনের দুরন্ত রোয়ানের পিঠে চেপে এগোচ্ছে টমাস রলিংস। মার্ক ব্রিউয়ারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে ও। দিনে প্রায় বারো মাইল করে নাকি এগিয়ে আসছে মার্ক ব্রিউয়ার—জানিয়েছে ক্রেইটন। পথে ভালো ঘাস থাকায় স্বাভাবিকভাবেই ঘাস খাইয়ে গরুগুলোকে আরো তাগড়া করে তুলতে চাইবে সে।

শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে এসে রাশ টেনে ঘোড়া থামালো রলিংস, তাকালো চারদিকে।

দৃষ্টিসীমায় কেবল ঘাস আর ঘাস, হাওয়ার স্পর্শে নুয়ে যাচ্ছে, আবার সোজা হচ্ছে—ঘাসের সাগরে ঢেউ উঠছে যেন। এই সেই কিংবদন্তীর বাফেলো প্লেইন। কিন্তু এখন আর এখানে মোষ চরে বেড়ায় না। বাতাসের শোঁ শোঁ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও।

কয়েক মুহূর্ত ঘোড়ার পিঠে চুপচাপ বসে রইলো টমাস। তরতাজা হাওয়া আর নির্মেঘ নীলাকাশ মনপ্রাণ ভরিয়ে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই তো শান্তি—কোথাও কোনো বিপদ নেই, গোলমাল নেই।

কিন্তু···আবার ফিরে এলো সেই ভাবনাটা···কে ঐ মেয়েটা?

কোথায় থাকে ? কি করে ?

শহরে যে থাকছে না—এটা পরিষ্কার। তাহলে কোথায় ? হ্যাংক কুনীর ওখানে কিনা, ভাবলো একবার···সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিলো ভাবনাটা।

পশ্চিমের শহরটাতেও থাকতে পারে, যদিও সম্ভাবনা ক্ষীণ। কারণ রোজ সকালেই শহরে আসছে মেয়েটা, কাছেই যদি না থাকবে, পোশাক-আশাক এমন নিপাট থাকে কি করে? ক্লান্তির ছাপ ও তো পড়ে না তার চেহারায় !

তাহলে কোথায় ?

ভাবতে ভাবতে দক্ষিণে এগিয়ে চললো ও। মাথার ওপর আকাশের বিশাল চাদর, চারদিকে ঘাসের সাগর। সবুজের ছোঁয়াতেই যেন আস্তে আস্তে উদ্বেগ আর আশঙ্কা থিতিয়ে এলো অনেকখানি। গত কয়েকদিনের মধ্যে এই প্রথম নিরুদ্বিগ্ন বোধ করছে ও। মৃদু স্বরে ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলে চলেছে টমাস—কান খাড়া করে শুনছে ঘোড়াটা, বেশ মজা পাচ্ছে যেন।

একটা সংকীর্ণ ক্রিক চোখে পড়তেই এগিয়ে গিয়ে ওটার পাশে ঘোড়া থামালো রলিংস। ঘোড়াকে পানি খাওয়ালো। আবার এগোতে যাবে, হঠাৎ চোখে পড়লো ট্র্যাকগুলো। ট্র্যাকিং-এর মাথামুণ্ডু না বুঝলেও তিনটে ঘোড়া যে ক্রিকের ধারে এসেছিলো, অনুমান করতে বেগ পেতে হলো না। ঘোড়াগুলো যেদিক থেকে এসেছে ঘোড়া ঘুরিয়ে সেদিকে এগোলো টমাস। একটা জায়গায় ঘোড়া থেকে নেমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছে অশ্বারোহীরা—এখানে এসে থামলো ও। কয়েকটা সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে। চার নম্বর ঘোড়সওয়ারের ট্র্যাকটা চোখে পড়লো এবার। উত্তর-পুব কোণ থেকে

এসেছে ঘোড়াটা। ছাপ দেখে মনে হচ্ছে, ক্রেইটনের হাতেই তৈরি ঘোড়াটার খুরের নাল।

চার নম্বর ঘোড়সওয়ার ঘোড়ার পিঠে বসেই বাকি তিনজনের সঙ্গে আলাপ সেরে আবার ফিরতি পথ ধরেছে। সিগারেট ফুঁকতে কোনো র‍্যাঞ্চের কর্মীরা এখানে জমায়েত হয়েছিলো—এমনও হতে পারে ব্যাপারটা।

দিনের শেষে অনেক পথ পেছনে ফেলে এলো টমাস। একটা কটনউড বনে ক্যাম্প করলো, সঙ্গে আনা খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লো গাছের নিচে। নানান কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লো একসময়।

সকালে আবার রওনা হলো ও। ক্রেইটনের কথা ঠিক হলে শহর থেকে বড় জোর পাঁচ-ছ'দিনের দূরত্বে রয়েছে মার্ক ব্রিউয়ার। দক্ষিণ দিকে দিগন্তে চোখ রেখে এগিয়ে চললো টমাস।

দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের সময় একটা ছোট-খাট টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে ওদের দেখা পেলো ও। এখনো অনেক দূরে হলেও অগুণতি গরুর দীর্ঘ চলন্ত রেখা আর এখানে ওখানে ফোঁটাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অশ্বারোহীদের উপস্থিতি ঘোষণা করছে ফোঁটাগুলো।

একটা অগভীর বিস্তীর্ণ উপত্যকায় নামতে গিয়ে চাক ওয়াগনটা চোখে পড়লো রলিংসের। ক্যাম্প ফায়ারের ধোঁয়ার একটা ক্ষীণ রেখাও দেখা যাচ্ছে। তার মানে, এখানেই যাত্রাবিরতি করবে মার্ক ব্রিউয়ার।

ঘোড়া ছুটিয়ে ঢাল বেয়ে ক্যাম্পে এসে পৌঁছুলো টমাস। বাবুর্চি লোকটা ছিলো ক্যাম্পে। একটা অ্যাপ্রণ পরে আছে সে; এককালে বোধহয় শাদা ছিলো, এখন রঙে রঙে রঙধনু হয়ে গেছে কাপড়টা। ওকে আসতে দেখে একটা উইনচেস্টার তুলে নিলো বাবুর্চি, নামিয়ে

রাখলো হাতের কাছেই।

আস্তে আস্তে গতি কমিয়ে আগুনের কাছে এসে থামলো টমাস। 'মার্ক ব্রিউয়ারের ক্যাম্প খুঁজছি আমি।'

'ঠিক জায়গাতেই এসেছো।'

'অপেক্ষা করবো?'

'বসে পড়ো।' কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বাবুর্চি জানতে চাইলো, 'রড মরগান কোথায়?'

'ওর বদলেই আমি এলাম।'

গম্ভীর চেহারায় ওকে জরিপ করলো লোকটা। 'বড়দের কাজে একটা বাচ্চা ছেলেকে পাঠালো?'

আঙুলে ঠেলে টুপিটা পেছনে সরিয়ে দিলো রলিংস। 'বারো বছর বয়স থেকেই বড়দের কাজ করে আসছি আমি,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো ও। 'সে যাকগে, শুনলাম, তুমি নাকি এদিককার সেরা বাবুর্চি?'

সোজা হয়ে দাঁড়ালো লোকটা। 'কে বললো?'

'শুনেছি। মার্ক ব্রিউয়ারের কাছে কখনো দুনম্বরী জিনিস মেলে না।'

'আসলে,' এবার যেন একটু নরম হলো বাবুর্চির কণ্ঠ। 'আমার পক্ষে যদ্দুর সম্ভব, করি আর কি।'

ঘোড়ার খুরের শব্দে চোখ তুলে তাকালো টমাস। দুজন ঘোড়-সওয়ার এগিয়ে আসছে। একজনকে সাথে সাথে মার্ক ব্রিউয়ার বলে চিনতে পারলো ও। অন্যজন বোধহয় তার ট্রেইল-বস।

উঠে দাঁড়ালো টমাস রলিংস। ব্রিউয়ারের সঙ্গে লড়াই করে জেতা যাবে না, জানতো ও। সামনাসামনি দেখে আরো দৃঢ় হলো

ওর ধারণা। তবে আশার কথা, মেজাজি হলেও ব্রিউয়ার বিচক্ষণ লোক।

'মিঃ ব্রিউয়ার?' জানতে চাইলো টমাস। 'আমার নাম টমাস রলিংস। আপনার কাছে একটা সাহায্য চাইতে এসেছি।'

'সাহায্য?' বিস্মিত ব্রিউয়ার। হুমকি কিংবা কোনোরকম চ্যালেঞ্জই আশা করেছিলো সে মার্শালের কাছ থেকে। 'কি বলছো? আমার কাছে এসেছো সাহায্য চাইতে?'

একসঙ্গে জিন থেকে নামলো দুই আরোহী। মার্কের সঙ্গী বেশ লম্বা এবং বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের অধিকারী; দেখেই বোঝা যায়, বিপজ্জনক এবং মারপিটে অভ্যস্ত এ লোক। তাকে কাজে নেয়া হয়েছে হয়তো এজন্যেই।

'রড আসতে পারলো না বলে,' বললো রলিংস, 'আমার কাঁধেই চাপলো ওর কাজটা। রড বলছিলো, শহরের সঙ্গে আপনার সংঘাত ছাড়াও আর কোনো রহস্য জড়িত আছে এর ভেতর।'

'তার মানে?'

'আমাদের ধারণা—আপনাকে বোধহয় ব্যবহার করতে চাইছে কেউ।'

হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেলো ব্রিউয়ার। 'ব্যবহার করতে চাইছে? আমাকে? এসব কি বলছো?'

'ভাই হত্যার জন্যে হ্যাংক কুনীর ওপর আপনি খেপে আছেন—কথাটা অজানা নেই কারো। সবাই বলছে, সেই খুনের বদলা নিতে, শহরটা ধ্বংস করতে যাচ্ছেন আপনি। কিন্তু কথাটা কিন্দুমাত্র বিশ্বাস হয় না আমার? আপনার মতো একজন ভদ্রলোক একটা শহরের সবাইকে কিছুতেই দায়ী করতে পারে না। অথচ প্রায় সবাই

ধরে নিয়েছে, এমন কিছুই করতে যাচ্ছেন আপনি। শহর বাসীরা তাই রুখে দাঁড়াবে আপনাকে। অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে সংঘর্ষ।'

'তো?'

'এই সুযোগে হয়তো গরু কেনার টাকা লুঠ করে হাওয়া হয়ে যাবার চেষ্টা করবে একদল দুর্বৃত্ত।'

এক মুহূর্ত রলিংসের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলো মার্ক ব্রিউয়ার। তারপর বাবুর্চিকে বললো, 'একটু কফি দাও তো, টিল-সন।' আবার ফিরলো টমাসের দিকে, 'বসো, টমাস, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

বসলো রলিংস। শীতল চোখে ওকে জরিপ করলো ব্রিউয়ার। 'এর আগে তোমাকে তো কখনো দেখিনি!'

'স্বাভাবিক। আর সবার মতো আমিও এখানে নবাগত। শহ-রের লোকজন জোর করে মার্শাল বানিয়ে দিয়েছে।'

'তাহলে হ্যাংক কুনী?

'ওকে বরখাস্ত করে দিয়েছি।'

'হ্যাংক কুনীকে বরখাস্ত করেছো, তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'কিছুই বললো না সে?'

'না। তবে খুব যে একটা খুশি হয়েছে, তা-ও নয়।'

বুঝতে পারছে টমাস, অচেনা লোকটা অভিজ্ঞ চোখে যাচাই করছে ওকে।

'বুঝলেন, মিঃ ব্রিউয়ার, কিছু একটা ভজঘট আছে সন্দেহ করেই ক্যানসাস সিটিতে গিয়েছে রড। ওখানে আটকা পড়ে গেল সে, তাই আমাকেই আসতে হলো।'

'তোমাকে রডই পাঠিয়েছে ?'

কাঁধ ঝাঁকালো রলিংস। 'ঐ যে, দেখুন রডের শটগান বাঁধা রয়েছে আমার ঘোড়ার জিনে।'

যেভাবে হোক গল্পটা এ লোককে বিশ্বাস করাতেই হবে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবনা চিন্তা করতে বাধ্য করতে হবে মার্ক ব্রিউয়ারকে। প্রয়োজনে আশ্রয় নিতে হবে যে কোনো কৌশলের।

'ও হ্যাঁ, ভালো কথা, আপনার জন্যে একটা খবর আছে, মিঃ ব্রিউয়ার।'

'খবর ? আমার জন্যে ?'

'হ্যাঁ। সুন্দরী এক মহিলা তার মার্ক চাচাকে শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা জানাতে বলে দিয়েছে।'

খুশিতে নেচে উঠলো র‍্যাঞ্চারের চোখজোড়া। 'লোমা মনে হচ্ছে ?' মোলায়েম কণ্ঠস্বর। 'লোমাকেও চোনো তুমি ?'

'হ্যাঁ—মানে পরিচয় আছে,' শান্ত কণ্ঠে বললো টমাস।

নীরবে কেটে গেলো কয়েকটা মুহূর্ত। অবশেষে ব্রিউয়ার জানতে চাইলো ; তুমি কাজটা নিতে রাজি হলে কেন ?'

'কাউকে না কাউকে তো নিতেই হবে দায়িত্বটা ; ভাবলাম, আমিই পারবো।'

'জানতাম, আপনাদের এক-আধজনকে কোনমতে সামলাতে পারলেও আপনার পুরো দলটাকে রোখা একেবারেই অসম্ভব। তাই রডের একটা কথার ওপরই নির্ভর করছি আমি।'

'কি কথা ?'

'ও বলেছে, নাছোড়বান্দা হলেও আপনি অবুঝ নন। আমার মতো রডও আপনার সঙ্গে দেখা করার কথাই ভাব-

ছিলো।'

'তোমাদের কথায় কান না দিয়ে আমি যদি এগিয়ে যাই?'

'যেভাবে পারি, শহর বাঁচানোর চেষ্টা করবো আমি। আপনি জিতলে, ধ্বংস হয়ে যাবে একটা সম্ভাবনাময় শহর। তারপর আপনাকে গরুর পাল নিয়ে যেতে হবে দেড়শো মাইল দূরে আর কোনো শহরে। এদিকে আপনার সঙ্গে যখন শহরবাসীদের সংঘর্ষ চলতে থাকবে, সব টাকা লুটে নিয়ে যাবে একদল দুর্বৃত্ত। এবং তাদের এ কাজে পরোক্ষভাবে সাহায্য করবো আমরাই।'

একটু থামলো রলিংস, তারপর আবার বললো, 'আপনি একজন সৎ মানুষ, মিঃ ব্রিউয়ার। আমাদের শহরকে আপনি যত ঘৃণাই করুন না কেন, জানি, আপনার এবং আপনার কর্মীদের প্রাপ্য টাকা ছিনিয়ে নিতে; একদল বদমাশকে কিছুতেই সাহায্য করতে পারেন না আপনি।'

উপত্যকায় পৌঁছুতে শুরু করেছে গরুর পাল। ব্রিউয়ারের ট্রেইলবস চলে গেল গরুসামলানোর কাজে সাহায্য করতে। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে গভীর ভাবনায় ডুবে গেল ব্রিউয়ার। নিশ্চুপ বসে রইলো টমাস রলিংস।

অবশেষে মুখ খুললো ব্রিউয়ার। 'কারা লুঠ করতে চাইছে টাকাগুলো?'

'এ মুহূর্তে,' আস্তে করে বললো টমাস, 'সেটা বলতে পারছি না, মিঃ ব্রিউয়ার – তবে তিনজনকে বোধহয় চিনতে পেরেছি আমি। কিন্তু ওদের সঙ্গে আর কারা আছে কিংবা কোথায় ওরা আস্তানা গেড়েছে, এখনো জানতে পারিনি। আমার বিশ্বাস, একটা মেয়েও জড়িত আছে এসবে।'

'মেয়ে ?'

'হ্যাঁ। তবে একটা জিনিস আমাদের পক্ষে আছে, তা হলো, আমাদেরকে গর্দভের দল ঠাউরে বসে আছে মেয়েটা।'

'হয়তো তাই,' বিড়বিড় করে বললো ব্রিউয়ার, 'হয়তো আমরা তাই !'

'কি বললেন ?'

'আমার সাহায্য চাও বলছিলে—কিভাবে ?'

'এখানকার ঘাস তো খুব ভালো—এমন ঘাস শহরের ওদিকে কোথাও পাবেন না। তাই বলছিলাম কি, আপনি কদিন এখানে অপেক্ষা করলে, ওদিকে সবকিছু সামলে নিতে পারতাম আমি··· আপনার গরুগুলোও আরো তাগড়া হয়ে উঠতো। ধরুন, মাত্র দু'তিন-টে দিন—তার বেশি সময় লাগবে না আমার।

'ওরা সম্ভবত জানে, ঠিক কোন্ সময় শহরে পৌছুবেন আপনি, ঠিক তখনই বোধহয় সবার অজান্তে টাকা নিয়ে কেটে পড়ার মতলব করছে বদমাশগুলো—তাই যদি হয়, সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসতে হবে সবাইকে।

'আপনি এখানে অপেক্ষা করলে, তিনটে লাভ হবে। এক, আপনার গরুগুলো আরো তাগড়া হবে ; দুই, দুর্বৃত্তদের পরিকল্পনায় বাধা পড়বে, এবং তিন, আমিও সবদিক সামলে নেয়ার একটা সুযোগ পাবো। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, এভাবেই আসল লোকগুলোকে ধরতে পারবো।'

আবার কাপ পূর্ণ করে নিলো মার্ক ব্রিউয়ার। 'তুমি এসবের ভেতর জড়ালে কি করে ?

'ও, কুনীর এক ছেলে আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা মিলে লুক শর্টকে

ফাঁসি দিতে যাচ্ছিলো—আমাকেও এর মধ্যে টানতে চাইলো ওরা। তাই বাধা দিলাম ওদের।···তাছাড়া রডের জায়গায় কাউকে তো আসতেই হতো!'

'এখন কোথায় আছে হ্যাংক কুনী?'

'নিজের র‍্যাঞ্চে। আপনাদের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি না আমি, তবে একটা অনুরোধ, কুনীর সাথে ফয়সালাটা দয়া করে শহরের বাইরেই করবেন।'

'আইনের কথা বলছো?'

'হ্যাঁ। আপনার র‍্যাঞ্চের মতো আমাদের শহরেও আইন আছে। শহরের বাইরে আপনি কি করছেন তাতে আমার মাথাব্যথা নেই। পুরো ক্যানসাস রক্ষার দায়িত্ব তো আর আমার নয়!'

কফি শেষ করে গরুগুলোর দিকে একবার তাকালো ব্রিউয়ার। আগুনের দিকে এগিয়ে আসছে কাউহ্যাণ্ডরা একটু পরেই ডুবে যাবে সূর্যটা।

'রাতে কি এখানেই থাকবে?' জানতে চাইলো ব্রিউয়ার।

'আপনি বললে···'

'সবার সঙ্গেই এ রকম বিনয় দেখাও নাকি?'

হাসলো টমাস। 'না-আ! কিন্তু হাতাহাতি কিংবা বন্দুকবাজি করে তো আর এখানে থাকতে পারবো না!'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো ব্রিউয়ার, তারপর হেসে ফেললো। 'ঠিক আছে, বাবা, থাকো। কিন্তু এখনই কোনো কথা দিতে পারবো না·· দুত্তোর, টম, কি বলবো, সত্যি, তোমাকে ভালো লেগে গেছে আমার!'

দশ

আস্তে আস্তে আগুনের আশেপাশে সমবেত হতে শুরু করলো কাউহ্যাণ্ডরা। খাওয়া-দাওয়ার পর কেউ শুয়ে পড়বে, অন্যরা ফিরে যাবে গরু পাহারায়। একবার করে টমাসের দিকে তাকালো সবাই—ব্যাজটা নজর এড়ালো না কারো। ওর বিচিত্র ডারবি হ্যাটটা নজর কাড়লো সবার।

লালচুলো এক কাউপাঞ্চার আগুনের ওপাশ থেকে দেখছিলো ওকে, হঠাৎ বললো, 'তোমার টুপিটা দেখে লোভ লাগছে, গুলি করে ফুটো করে দেয়নি কেউ?'

টুপিটা পেছনে ঠেলে দিয়ে হাসলো টমাস রলিংস। 'না-আ!'

খাবার মুখে দিলো রলিংস। 'তাছাড়া, টুপিতে গুলি করতে কি আর কেউ বন্দুক কেনে, বেহুদা গুলি নষ্ট—এরকম অনর্থক লড়াই আমার পছন্দও না।'

কিছুক্ষণ নীরবে খেয়ে চললো ও। তারপর বললো, 'আসলে ক'টা লড়াই করলো, ক'টাতে জিতলো—এসবের হিসেব না করে বরং শহরকে বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারছে কিনা তা দিয়েই মার্শালকে বিচার করা উচিত। কাজ হাতে নেয়ার পর তাই কার

কাছে ক'টা বন্দুক আছে—কে কে গুলি চালাতে পারে—এসবের খোঁজ নিয়েছি সবচেয়ে আগে।

'দেখলাম, আমাদের শহরের প্রায় ছত্রিশ জনের কাছে শটগান আছে। ন'টা বাফেলো গান, দু'টো বারদেন রাইফেল, পাঁচটা উইনচেস্টার, আর সাতটা ফিফটি সিক্স ক্যালিবার স্পেনসার আছে কয়েকজনের কাছে। বিভিন্ন কোম্পানির চোদ্দটা রাইফেল রয়েছে কয়েকটা বাড়িতে। আর পিস্তলের কথা তো বাদই দিলাম—ও সবার কাছেই আছে।

'কারা কারা বন্দুক চালাতে পারে হিসেব নিতে গিয়ে দেখলাম, শহরবাসীদের মধ্যে পাঁচজন আছে, যারা সিভিল ওয়ারে অংশ নিয়েছিলো। এছাড়াও ন'জন আছে বিভিন্ন যুদ্ধে লড়াই করেছে; তিনজন আছে, ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই করেছে ওরা। আর দুজন যুদ্ধ না করলেও গুলি চালাতে জানে—প্রমাণ করার জন্যে অস্থির হয়ে আছে।

'আমি আসার অনেক আগে থেকেই ইণ্ডিয়ানদের হামলার আশঙ্কায় সবরকম ব্লাইণ্ড স্পট নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে ওরা। অপ্রত্যাশিত বিপদের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত সবাই।

'কিন্তু শহরবাসীরা ঝামেলা হোক, চায় না। ক'দিন পরই তোমাদের হাতে খরচ করার মতো প্রচুর টাকা আসার কথা; ওরা তোমাদের সঙ্গে লেনদেন করতে চায়। তবে এ কথা ঠিক, শান্তিপ্রিয় লোক হলেও, শহরটাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে ওরা। তাই সবরকম ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্যেই শহরে পৌঁছুনোর পর বোম্যানের সেলুনে যার যার বন্দুক জমা দিয়ে দিও তোমরা বুঝলে?'

হেসে উঠলো লোকটা। 'ঠাট্টা করছো? কারো কথায় গানবেল্ট

খুলি না আমি।'

'ঠিক আছে,' সপ্রতিভ কণ্ঠে বললো রলিংস। 'এমনি তোমাদের বলে রাখলাম, আর কি! আসলে তোমাদের নিয়ে ভাবছি না; ভয় শহরের দু'চারজন বন্দুক পাগলকে নিয়েই, বুঝলে? এটা পুরোদস্তুর যুদ্ধ নয়—বোঝাতেই হিমশিম খেয়ে গেছি।

'শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে ওদের রাজি করিয়েছি—প্রথমেই গোলাগুলি শুরু করবে না কেউ। কিন্তু আচমকা তোমাদের কেউ তেজ দেখাতে গুলিটুলি করলেই হয়েছে, পথঘাট লাল হয়ে যাবে রক্তে।

'নারী, পুরুষ—শহরের প্রতিটি লোক আগে থেকেই কাভার নিয়ে বসে থাকবে। ফাঁকা রাস্তায় একটা গুলিও মিস হবে না। শহরের পথে ঘাটে এখন ধুলোর রাজত্ব; নিমেষে শুষে নেবে সব রক্ত।'

আর কিছু বলার নেই কারো। খাওয়া শেষ করে শোবার জন্যে এগিয়ে গেল টমাস রলিংস। চুপচাপ একধারে বসে এতক্ষণ কথা শুনছিলো মার্ক ব্রিউয়ার। প্যান্টে ঘষা মেরে দেশলাই জ্বেলে সিগার ধরালো সে, হাঁটতে হাঁটতে টমাসের কাছে এসে দাঁড়ালো। 'এ বুদ্ধিটাও কি রডের মাথা থেকেই বেরিয়েছে?'

'ঠিক তা নয়। শহরের লোকদের একটু সংগঠিত করার দরকার ছিলো, আমিই করেছি কাজটা। তবে ভাববেন না, গোলমাল না হলে শান্তই থাকবে ওরা।'

'ধাপ্পা দিচ্ছো কিনা বুঝবো কি করে?'

'তা ঠিক। কিন্তু যাচাই করতে গেলে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়তে হবে আপনাকে। তাছাড়া,' যোগ করলো রলিংস, 'বিকল্প ব্যবস্থাও

করে রেখেছি আমি।'

'বিকল্প?'

'ঝুঁকি কমানোর চেষ্টা বলতে পারেন। ধরুন সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পরই আপনার গরুগুলোর কিছু হলো, আপনার অর্ধেকেরও বেশি লোক গরু বাঁচাতে চলে আসবে না?'

'গরুর আবার কি হবে?'

কাঁধ ঝাঁকালো রলিংস। 'একদল ইণ্ডিয়ান শহরে এসেছিলো কদিন আগে। পুরোনো বাসিন্দারা বললো, ওরা নাকি কিওয়া; আমার কাছে অবশ্য সবাইকেই একরকম মনে হয়।

'তো এই কিওয়ারা নাকি কোথায় হামলা করতে গিয়েছিলো, হেরে ফিরে এসেছে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে কাছেপিঠেই লুকিয়ে থাকতে বললাম ওদের। বলে দিয়েছি খেয়াল রাখতে, গুলির শব্দ পেলেই বুঝতে পারবে ওদের জন্যে শিকার তৈরি।'

'গুলির শব্দ?'

'হ্যাঁ। শহরের দিক থেকে গুলির শব্দ পেলেই হামলা করে আপনার গরুর পাল ছত্রভঙ্গ করে দেবে ওরা।'

বিড়বিড় করে আপনমনে কথা বলে উঠলো মার্ক ব্রিউয়ার, তারপর প্রশ্ন করলো 'কিন্তু মার্শাল, তুমি তো এখন আমাদের হাতে, তাহলে?'

'আমাকে আটকাতে গিয়ে আপনাকে হয়তো দু'তিনজন লোককে হারাতে হবে। কিন্তু আমাকে আটকে রেখেও কোনো ফায়দা হবে না। এমনভাবে করা হয়েছে প্ল্যানটা কারো নির্দেশের অপেক্ষা ছাড়াই এগিয়ে যাবে সবকিছু; আমার দরকারই পড়বে না।'

'সবদিকই ভেবে রেখেছো দেখছি।'

'চেষ্টা করছি। শুনেছি, আপনাদের লোকরা ব্র্যাণ্ড বা র‍্যাঙ্কের স্বার্থে কাজ করে, শহরই হচ্ছে আমার ব্র্যাণ্ড। আমার ওপর একটা দায়িত্ব পড়েছে ; সাধ্যমতো তা পালন করার চেষ্টা করছি, আর কিছু না।'

কিছুক্ষণ পর, কম্বলে শুয়ে আকাশের তারার দিকে চেয়ে ভাবছে টমাস রলিংস। এতক্ষণ সব মিছে কথা বলেছে ও। এরকম কেন, কোনো পরিকল্পনাই নেই ওর। তবে বুদ্ধিটা ভালো, ফিরে গিয়ে কাজে লাগাতে হবে···অবশ্য যদি ফিরতে পারে!

বানানো গল্প দিয়ে ঝামেলা এড়াতে পারলে, লোকজনের প্রাণও বাঁচবে, পরিস্থিতিও আয়ত্তে আনা যাবে। অন্তত ওর কথায় সন্দেহ করার মতো কোনো ফাঁক ও রাখেনি। ওর গল্পের সত্যি-মিথ্যা যাচাই করার উপায় নেই এদের ; রাস্তায় দাঁড়িয়ে গুলি খাওয়ার ঝুঁকি নিতে যাবে কোন গর্দভ!

ক্যাম্পের আশপাশে নড়াচড়ার শব্দে ঘুম ভাঙলো। চারটেও বাজেনি, এরই মধ্যে উঠে পড়েছে সবাই। উঠে মাথায় টুপি লাগিয়ে নিলো টমাস রলিংস।

ওর দিকে কারো মনোযোগ নেই। খাওয়ার জন্যে আগুনের দিকে এগিয়ে গেল টমাস। চোখ তুলে তাকালো ব্রিউয়ার, মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে খাওয়ায় মন দিলো সে।

ঠাণ্ডা টাটকা হাওয়া বইছে। ধুলো আর গরুর গায়ের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। কোনো কথা বলছে না কেউ। খাওয়া শেষে কফি নিতে এগিয়ে গেল টমাস। কাপ ভরে দিলো লালচুলো। হাসলো লোকটা। 'গল্প বানাতে ওস্তাদ তুমি, মার্শাল, কিন্তু কি, জানো, একটা কথাও

বিশ্বাস করিনি আমি।'

'তাহলে দেখছি কবরের ওপর লিখে দিতে হবে কথাটা,' বললো টমাস।

'কি কথা?'

'প্রমাণ চেয়েছিলো, পেয়েছে।'

'খারাপ না,' বললো লালচুলো।

'কিন্তু সত্যি বলতে কি,' বললো রলিংস। 'তোমাদের সঙ্গে বন্দুক-বাজিতে যাওয়ার চেয়ে রেস্তোরাঁয় বসে একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করতেই বেশি ভালো লাগবে আমার—খুব ভালো মানুষ তোমরা।'

কফিটুকু শেষ করলো টমাস। 'আর তোমাদের বাবুর্চি লোকটাও চমৎকার!'

ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলো ও। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এলো মার্ক ব্রিউয়ার। 'দিনচারেক পরেই আমরা আসবো, মার্শাল। আর হ্যাঁ, ডাকাতদের বিরুদ্ধে সাহায্য লাগলে জানিও। এগিয়ে যাবো আমরা।'

'ধন্যবাদ,' হাত বাড়িয়ে দিলো টমাস। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে এগোলো ও।

খানিকটা এগিয়ে যাবার পরই চিৎকার করে উঠলো ব্রিউয়ার, 'হ্যাংক কুনীর কি হবে?'

'আমাকে তো খুঁজতে আসবে ওরা—দেখা হয়ে গেলে, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমার আগেই যদি ওকে পেয়ে যান, আপনিই সামলাবেন। শুধু দেখবেন, শহরের ভেতরে যেন কিছু না হয়।'

দ্রুতগতিতে ঘোড়া হাঁকালো টমাস। অনেক কাজ পড়ে আছে,

অথচ হাতে সময় নেই মোটেই।

শেষ বিকেলে শান্ত শহরে এসে পৌঁছুলো রলিংস। ক্রেইটনের কামারশালার সামনে ঘোড়া থেকে নেমে ওটার পিঠ থেকে জিন খুলে নিয়ে আদর করলো কিছুক্ষণ। তারপর স্যাড্‌ল ব্যাগ হাতে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

মাথা তুলে চাইলো ক্রেইটন। 'হ্যামিল্টন খোঁজ করছিলো তোমার।'

'কুনী এসেছিলো?'

'টিকিটিও দেখিনি।' হাতুড়ি নামিয়ে রাখলো ক্রেইটন। আজকের মতো শেষ আমার কাজ।' এপ্রন খুলে রাখলো সে। 'ও—ভালো কথা! সেই মেয়েটা এসেছিলো, ঘোড়ার খুরে নাল পরাতে।'

'পরিয়েছো?'

'হ্যাঁ। আজ আবার অন্য একটা ঘোড়া নিয়ে এসেছে। পুবের লোকদের এই এক দোষ, সব ঘোড়াই একরকম লাগে তাদের কাছে।'

'পেনডেলটন এসেছিলেন?'

'না, তবে ওঁর ছেলে এসেছিলো, তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলো।'

পেনডেলটনের ছেলের কথা কানে ঢোকেনি রলিংসের·· লুটের ভাবনাই ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মনে···খামোকাই কি ভাবছে ও? এক-রাশ সন্দেহ ছাড়া আর কি-ই বা করার আছে ওর?

অজ্ঞাত কারণে একটা অচেনা মেয়ের শহরে উপস্থিতি।

এক জুয়াড়ীর সঙ্গে তার অস্বাভাবিক চলাফেরা। মেয়েটার অবস্থান নিয়ে বিভ্রান্তি।

ট্রেনে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির উপস্থিতি।

কিছু একটা ভজঘট আছে বলে রডের সন্দেহ—এবং শহরে পৌঁছুনোর আগেই তার নিখোঁজ হয়ে যাওয়া।

শিগগিরই ট্রেনে করে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা যে কোনো দিন আসছে এ শহরে—এমন একটা খবর।

আচ্ছা, কারা কারা জানে কথাটা? ধরতে গেলে, শহরের প্রায় সবারই জানার কথা—গরু কেনার জন্যে যে টাকা দরকার, এ শহরে অত টাকা থাকতে পারে না; তার মানে, বাইরে কোথাও থেকেই আনা হবে টাকাটা।

আচ্ছা, ট্রেনের সেই লোকটা···তাকে কিন্তু এদিককার লোক বলে মনে হয়নি। হতে হবে, এমন কোনো কথা আছে? ও নিজেও তো বাইরের লোক।

এখন আর মার্ক ব্রিউয়ারের দিক থেকে বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই ও ছাড়া আর কারো জানা নেই কথাটা, কাউকে না জানানোই ভালো হবে।

হোটেলের উদ্দেশে এগিয়ে গেল রলিংস। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো ও। বাকস্কিনের পিঠে চেপে একটা লোক এগিয়ে আসছে এদিকে। কাছাকাছি আসতেই চিনতে পারলো। লুক শর্ট।

'কি খবর! বললো সে। 'চিনতে পারছো?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার সাহায্য লাগতে পারে ভেবে ছুটি পেয়েই চলে এলাম।'

'আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে আবার প্রাণটা না খোয়াও!'

'ক্রিকের ধারে সেদিন আমার প্রাণ নিয়ে তোমাকে উদ্বিগ্ন বলে তো মনে হয়নি!'

'নিজেকে বাঁচাতেই ব্যস্ত ছিলাম সেদিন।'

লোকটাকে ভালো লেগে গেছে টমাসের। লুক সম্পর্কে লেখা রডের কথাগুলো মনে পড়লো। দুর্ধর্ষ এবং স্থানীয় লোকজনদের ভালো করে চেনে লোকটা। এ সুবিধেটা ওর নেই। 'বোম্যানের সেলুনে চলো, একটু বিয়ার গিলে আসি।'

সেলুনে এসে একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসে পড়লো ওরা। ওর জায়গা থেকে রাস্তাটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রলিংস। সেলুনের ভেতরটা নীরব, শান্তিতে কথা বলা যাবে।

'সাবধানে থেকো,' এগিয়ে এসে সতর্ক করে দিলো বোম্যান। 'ছেলেদের নিয়ে তোমাকে মারতে কুনী নাকি শহরে আসছে।'

'কে বললো?'

'হ্যামিল্টন···ওর দোকানে এ নিয়ে আলাপ করছিলো বোধহয় কেউ।'

ধীরে ধীরে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিলো ওরা। সতর্কতার সঙ্গে সম্ভাব্য টাকা লুঠের সন্দেহের কথা লুক শর্টকে খুলে বললো টমাস রলিংস। ক্রিকের ধারে দেখা ট্র্যাকের কথা মনে পড়লো ওর। 'ওদিকে দক্ষিণে গরু চরাচ্ছে কেউ?' প্রশ্ন করার কারণ ব্যাখ্যা করলো ও।

'ভবঘুরে কেউ হতে পারে। কুনীর র‍্যাঞ্চে কত কিসিমের লোক যে আসে তার ইয়ত্তা নেই।' থামলো লুক শর্ট। 'চারজন বললে না?'

'তিনজন ছিলো, ওদের কাছেই বোধহয় কোনো খবর নিয়ে এসেছিলো অন্যজন। ঘোড়া থেকে না নেমেই কথা শেষ করে ফিরে গেছে সে।'

'অনেককিছুই হতে পারে, মার্শাল···আচ্ছা, ঐ মেয়েটার কথাই

কি বলছিলে তুমি ?' হঠাৎ জানতে চাইলো লুক।

'হ্যাঁ,' কাফের সামনে ঘোড়া থেকে নামলো মেয়েটা। উঠে দাঁড়ালো টমাস। 'লুক, ঐ মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে হবে—এখুনি!'

এগারো

চুপচাপ ফাঁকা রেস্তোরাঁ। এই সময়ে মেয়েটার এখানে আসার পেছনে বিশেষ কোনো কারণ আছে নিশ্চয়ই। রলিংস ঢুকতেই মাথা তুলে তাকালো সে, বিরক্তির ছায়া পড়লো চোখে।

টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো টমাস। 'বসলে আপত্তি আছে ?' জানতে চাইলো ও।

নিরাসক্ত দৃষ্টিতে আবার ওকে দেখলো মেয়েটা। 'আছে। একা থাকতে চাই আমি।'

'দুঃখিত। কিন্তু আমার কয়েকটা প্রশ্ন ছিলো।'

'জবাব দেয়ার কোনো ইচ্ছে নেই আমার। ম্যানেজারকে কি ডাকবো ?'

'বেশ তো, ডাকুন।'

তীব্র অসন্তোষমাখা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো মেয়েটা। 'ক্ষমতা দেখাচ্ছো? ঠিক আছে, বল, কি জানতে চাও। সম্ভব হলে জবাব দেবো।'

'ব্যাস—ব্যাস—এতেই চলবে। এখানে কদ্দিন থাকা হচ্ছে, বলা যাবে?'

'এই শহরে? সপ্তাখানেক।'

'উদ্দেশ্য?'

চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে মেয়েটা। 'র‍্যাঞ্চের জন্য জায়গা খুঁজতে এসেছি। ব্যস্ত থাকায় বাবা আসতে পারেনি; ভালো পানি আর ঘাস আছে এমন একটা জায়গা খুঁজছি আমরা।'

নিজেকে বোকা বোকা লাগছে টমাসের—তাই তো! এছাড়া আর কি হতে পারে! 'পাওয়া গেছে?'

'না···তবে দুটো জায়গা দেখেছি, মোটামুটি ভালো লেগেছে। আর কোনো প্রশ্ন?'

'আর ক'দিন থাকবেন?'

ঝট করে হাতের কাপ নামিয়ে রাখলো মেয়েটা। 'দেখ, আমি এখানে কেন এসেছি, তোমাকে বলেছি এবং বেআইনী কিছুই আমি করছি না। মার্শাল হও আর যে ই হও, এভাবে বিরক্ত করা আমি মোটেই সহ্য করবো না! কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকলে তুমি দয়া করে বিদায় হলেই আমি খুশি হবো।'

'ঠিক আছে,' উঠে দাঁড়ালো রলিংস। 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, ম্যাম।'

জবাব এলো না কোনো।

বেরিয়ে আসবে ভেবেও বেরুলো না টমাস। রাস্তার দিকে নজর রাখা যাবে, এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লো ও। স্রেফ বুদ্ধু বানিয়ে দিয়েছে ওকে মেয়েটা! ভাবতে গেলেই কান-টান সব গরম হয়ে উঠছে। মেয়েটার প্রতিটি কথাই যুক্তিসঙ্গত। অপরাধীরা অবশ্য একটা ভালো কাভার স্টোরি সব সময়ই হাতের কাছে তৈরি রাখে।

একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুল হয়ে গেছে, মেয়েটা কোথায় থাকছে? সন্দেহ নেই, এ প্রশ্নেরও একটা সুন্দর জবাব তৈরি আছে তার কাছে।

কফি দিয়ে গেল ওয়েটার। বাইরে চেয়ে আছে রলিংস। আচ্ছা, ও নিজে হলে কিভাবে এগোতো?

গোপনীয়তার স্বার্থে যদ্দূর সম্ভব অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ওদের গা ঢাকা দেয়ার ব্যবস্থা করতো; অথবা সবার সন্দেহ বাঁচিয়ে শহরে ঘুরে বেড়াতে পারবে—এমন কাউকেই বেছে নিতো।

মার্ক ব্রিউয়ার শহরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শেষ করতে চাইবে দুর্বৃত্তরা— অবশ্য সন্দেহটা যদি আদৌ সত্যি হয়ে থাকে।

বিড়বিড় করে কি যেন বলে উঠলো রলিংস। চকিতে চোখ তুলে চাইলো মেয়েটা। টাকা পৌঁছুনোর সময়টা নিশ্চয়ই জানে ওরা; তার মানে, ভেতরে ভেতরে ওদের লোক না থেকেই পারে না।

এতগুলো টাকা কিভাবে লুঠ করবে? ট্রেন থেকে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে ছিনিয়ে নিয়ে আবার ট্রেনে করে সরে পড়তে পারে ওরা— সুবিধাজনক কোনো জায়গায় নেমে পড়লেই হলো।

আবার এমনও হতে পারে, আগে থেকেই ওয়াগন-টোয়াগনের

ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে টাকা তুলে উধাও হয়ে গেল।

অথবা, প্রথমে কোথাও লুকিয়ে রাখলো টাকাগুলো, তারপর সুবিধেমতো সটকে পড়লো!

টাকাগুলো শহরেরই কোথাও লুকিয়ে রাখলে—কোথায় রাখবে?

ছিনতাইয়ের কাজটা স্টেশনেই হবে বলে মনে হচ্ছে টমাসের। ট্রেনে নয়তো কোনো গাড়িতে তুলেই পালাবে ডাকাতরা কিন্তু কোথায়?

টাকা লুঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো শুরু হবে পিছু ধাওয়া! কিন্তু ধরা যাক, কেউ জানতেই পারলো না, তাহলে? ধাওয়া করতে যাবে কে? টাকাটা গায়েব হয়ে গেছে কে বুঝবে? টাকা আসার কথাটা হয়তো বা কারোরই জানা নেই·· হতেও তো পারে?'

ক্রেইটন, হ্যামিল্টন, বোম্যান—এরা জানে। কিন্তু ধরো, সংঘর্ষে প্রাণ হারালো এরা কিংবা কোনোভাবে আহত হলো। তাহলেই তো ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাওয়ার জন্যে প্রচুর সময় পেয়ে যাবে ওরা।

ওদের তিনজনকে হত্যার চেষ্টা হলে—কোনো সন্দেহ নেই, হত্যা করা হবে ওকেও।

খুনের জন্যে কোন্ সময়টা বেছে নেবে ওরা? ডাকাতির আগে আগে, নাকি একই সঙ্গে? মার্ক ব্রিউয়ারের সম্ভাব্য হামলার সময়-টাকেই সম্ভবত কাভার হিসেবে বেছে নেয়া হবে—সব দোষ যাতে মার্কের ঘাড়ে চাপানো যায়।

ব্রিউয়ারের কোনো লোক কি জড়িত এর সঙ্গে? রওনা দেয়ার সময় অনেক গানহ্যাণ্ড ভাড়া করেছে লোকটা, তাদের একআধজন ডাকাতিতে জড়িত থাকতেও পারে—অসম্ভব কি!

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখলো রেস্তোরাঁ ছাড়িয়ে আরেকটু

সামনে রাস্তার ওপাশে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে এক ঘোড়সওয়ার। আড়ষ্ট ভঙ্গি, দূর থেকে ঘোড়া হাঁকিয়ে এসেছে, মনে হচ্ছে।

জামাকাপড় থেকে ধুলো ঝেড়ে ঘোড়ার জিনের দিকে হাত বাড়ালো সে।

রাস্তা ধরে এগিয়ে এলো একটা লোক। নেড।

ঘোড়সওয়ারের কাছাকাছি এসেই দাঁড়িয়ে পড়লো সে। সিগার ঝোলালো ঠোঁটে, দুহাতের তালু একসঙ্গে মিলিয়ে পেয়ালার মতো করে তার আড়ালে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ছোঁয়ালো। আড়ালে পড়ে গেল তার ঠোঁটজোড়া। কোনো কথা বলছে না তো? কি?

এক মুহূর্ত, দেশলাইয়ের কাঠি ছুঁড়ে ফেলে আবার হাঁটতে শুরু করলো নেড।

রলিংসের বাঁ দিকে বসে আছে মেয়েটা। কাপের সঙ্গে তশতরির সংঘর্ষের শব্দ কানে এলো ওর। অধৈর্য হয়ে কিংবা রাগে কাপটা নামিয়ে রাখলো বোধহয়।

ঘাড় ফিরিয়ে হাসিমুখে মেয়েটার দিকে তাকালো রলিংস। শক্ত হয়ে চেপে বসলো মেয়টোর ঠোঁটজোড়া—চোখ সরিয়ে নিলো সে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে খেপে গেছে।'

আবার বাইরে চোখ ফেরালো রলিংস। বোম্যানের সেলুনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কাউহ্যাণ্ড। লোকটার ঘোড়ার গায়ে 'বি-বার' ব্র্যাণ্ড··· মার্ক ব্রিউয়ারের ঘোড়া।

পেছনে তাকিয়ে দেখলো, অদৃশ্য হয়ে গেছে মেয়েটা। এক মুহূর্ত পরে কাঠের বারান্দায় জুতোর খটখট শব্দ উঠলো। উঠে দাঁড়ালো টমাস। টেবিলের ওপর টাকা রেখে বেরিয়ে এলো।

কে লোকটা ? নেডের সঙ্গে সত্যিই কি কথা হয়েছে তার ? ওর সামনে এসব ঘটেছে বলেই কি খেপে গেছে মেয়েটা ?

লোকটা কি কোনো খবর নিয়ে এলো ? কার জন্যে ? তার আসার কথা কি জানে মার্ক ব্রিউয়ার ?

একটু ইতস্তত করে বোম্যানের সেলুনের দিকে তাকালো টমাস। শহরে পিস্তল নিয়ে চলাফেরা করা যাবে না—স্পষ্ট বলে দিয়েছে ও। অথচ লোকটার কাছে পিস্তল দেখা যাচ্ছে। এখনই দেখতে হয় ব্যাপারটা।

নাকি এ লোকটা একটা টোপ ? আজই কি ওকে সরিয়ে দেয়ার দিন ?

তাই যদি হয়, আশপাশে আরো লোক থাকতে বাধ্য। দক্ষ না হলে কিছুতেই একজনের ওপর নির্ভর করার ঝুঁকি নিতে যাবে না ওরা। আর দক্ষ লোক হলেও, নিশ্চিত হবার জন্যেই আরেকজন মার্কস ম্যানের ব্যবস্থা রাখবেই।

সে কি নেড ?

আবার ভেতরে ঢুকলো টমাস। কফিতে চুমুক দিতে দিতে ভাবলো কিছুক্ষণ। যেদিকেই যাক, রাস্তার দিকে যায়নি মেয়েটা। কফি শেষ করে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করলো চারদিক—দেখলো না কাউকে। কোণে এসে একটু ইতস্তত করলো টমাস, উঁকি দিলো সেলুনের দিকে। সুইঙ ডোরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

অশ্বারোহী ব্রিউয়ারের লোক ; এবং আগেই ওদের বলে দেয়া হয়েছে শহরের রাস্তায় অস্ত্র নিয়ে হাঁটা নিষিদ্ধ। তারপরও পিস্তল নিয়ে এসেছে লোকটা···সরাসরি চ্যালেঞ্জ না কি ? পরীক্ষা করতে

চাইছে ওকে ?

নাকি বন্দুক জমা দিতেই সেলুনে গেছে লোকটা ?

কিন্তু প্রথমটা হলে, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেই হবে - এখনই।

দ্রুত পা বাড়ালো ও। রাস্তার মাঝামাঝি এসেই দেখলো হ্যামিলটনের দোকানের পাশে সংকীর্ণ জায়গাটুকুতে দুটো ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। থামলো না রলিংস। রাস্তা পার হয়ে সেলুনে এসে ঢুকলো।

ডানদিকের একটা টেবিলে বসে আছে দুজন অচেনা লোক। 'বি-বারে'র কাউহ্যাণ্ড দাঁড়িয়ে আছে বারে। চোখ তুলে ওর চোখে চোখে তাকালো বোম্যান, বললো না কিছু।

বারে এসে দাঁড়ালো টমাস। 'কাউ বয়,' মৃদু হেসে বললো ও, 'উপায় নেই, শহরে যতক্ষণ আছো, বন্দুক তুলে রাখতে হবে। বোম্যানের কাছে জমা দিয়ে দাও দেখি ওগুলো।'

'তুলে রাখবো ?' একটু পিছিয়ে গেল লোকটা। 'পারলে কেড়ে নাও।'

সতর্ক হয়ে উঠেছে লোকটা, তৈরি – তৈরি অন্য দুজনও। 'না,' স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলো টমাস। 'থাক।' যেন এ নিয়ে আর কোনো মাথাব্যথা নেই – এমনি ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াতে গেল ও।

লড়াই বাধানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে হতাশভাবে পিস্তলের কাছ থেকে হাত সরিয়ে নিলো কাউহ্যাণ্ড ; সঙ্গে সঙ্গেই আঘাত হানলো রলিংস। সোজা লোকটার মুখের ওপর গিয়ে পড়লো বাঁহাতি প্রচণ্ড ঘুসিটা। পরমুহূর্তে ডান হাত বাড়িয়ে লোকটার কলার মুঠো করে ধরলো ও। বুকের ওপর ঝেড়ে দিলো আরেকটা বাঁহাতি ঘুসি। মার খেয়ে কেঁপে উঠলো লোকটা। এক ঝটকায় তাকে পেছন ফিরিয়ে পটাপট পিস্তল দুটো বের করে নিলো টমাস। কাভার করে দাঁড়ালো

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

বাকি দুজনকে।

'ওঠো!' ঠাণ্ডা গলায় স্পষ্ট স্বরে বললো ও, 'উঠে গানবেল্ট খুলে ফেলো।'

'দাঁড়াও। তোমার কোনো—'

'জলদি!' কাউহ্যাণ্ডকে সামনে ঠেলে দিলো টমাস। হাঁপাচ্ছে লোকটা। দুটো পিস্তলের হ্যামারই পেছনে নিয়ে এলো ও। নিস্তব্ধ সেলুনে প্রচণ্ড শোনালো পিস্তল কক করার শব্দ।

'ঠিক আছে,' দুজনের ভেতর বেঁটে লোকটা বললো, 'মনে হচ্ছে—'

বলতে বলতেই ঝট করে পিস্তল বের করলো সে। কোনোরকম দ্বিধা করলো না রলিংস। সঙ্গে সঙ্গে লোকটার বুকপকেটে ঝোলানো 'টোব্যাকো-স্যাকে' গুলি করলো ও। তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো লোকটা। ছিটকে পড়লো হাতের পিস্তল।

আস্তে আস্তে মাথার ওপর হাত ওঠালো দ্বিতীয় লোকটা। রক্ত সরে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার চেহারা।

'হাত নামিয়ে,' বললো টমাস, 'গানবেল্ট খোলো। বীরত্ব দেখানোর সাধ থাকলে ঐ গর্দভটার মতো পিস্তল বের করার চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

সামনের টেবিলের ওপর কাউহ্যাণ্ডকে ঠেসে ধরলো রলিংস। বুকে হাত দিয়ে ককিয়ে উঠলো লোকটা, ব্যথায় কুঁচকে গেল চেহারা। 'ধুশ্‌ শালা!' বললো সে, 'বুকের একটা হাড়ই ভেঙে দিয়েছিস তুই!'

'মোটে একটা? ঐ ঘুসিতে তো তিনটে ভাঙার কথা।'

ঘাড় ফিরিয়ে বোম্যানের দিকে তাকালো টমাস। 'ঐ গাধাটার

জন্যে কিছু করা যায় কিনা দেখো, গুলি খেলেও মরেনি সে।'

একটা পিস্তল কোমরে গুঁজে অন্যটা দিয়ে ইশারা করলো রলিংস। 'আদালত-টাদালত এ শহরে নেই,' বললো ও, 'তাই আমাকেই দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা। আমার রায়, পঞ্চাশ ডলার জরিমানা, অথবা পঞ্চাশ দিন জেল।'

'বলে কি! এতো টাকা পাবো কোথায়?'

'বন্ধু-বান্ধব থাকলে,' বললো টমাস, 'জলদি খবর পাঠাও। নাও, এবার হাঁটো তো। বাইরে চলো!'

কামারশালার কাছে ওক কাঠের মজবুত হিচিং রেইলে হাতকড়া দিয়ে লোকদুটোকে আটকে দিলো টমাস।

'এখানে কতক্ষণ রাখবে আমাদের?'

হাসলো না টমাস। 'জরিমানা দিতে না পারলে পঞ্চাশ দিন।'

'পঞ্চাশ দিন! পাগল হলে নাকি! বৃষ্টি হলে তখন?'

'বৃষ্টিটা ওদিক থেকে এলে ঐ চালটা বাঁচিয়ে দেবে, নইলে ভিজবে। রোদের বেলায়ও একই কথা।'

হাত দিয়ে টুপিটা পেছনে ঠেলে দিলো টমাস। 'তোমরাই সেধে লাগতে এসেছিলে। এখন দেখো, তোমাদের কর্তা জরিমানার টাকা দেয় কি না!' হঠাৎ হেসে ফেললো ও। 'তবে না-ও দিতে পারে—তোমরা তো এখন আর তার কোনো কাজে আসছো না!'

'ছাড়া পেয়ে নি—!'

'চুক্-চুক্' শব্দ করে মাথা নাড়লো টমাস।

'বিদেশী এক লোক এমন বন্দুকবাজি শিখলো কিভাবে!'

হাসলো টমাস। 'দারুণ একজন ওস্তাদ ছিলো আমার!'

বোম্যানের সেলুনে ফিরে এলো টমাস। মেঝে পরিষ্কার করছে

বোম্যান। 'কি অবস্থা লোকটার?'

কাঁধ ঝাঁকালো বোম্যান। 'কপাল ভালো থাকলে বেঁচে যাবে। আর এক ইঞ্চি এদিক ওদিক হলেই অক্কা পেতো।'

ন্যাকড়া আর বালতি পেছনের ঘরে রেখে হাত মুছতে মুছতে ফিরে এলো বোম্যান। 'সময় নষ্ট করতে মোটেই রাজি নও তুমি, তাই না?'

'হ্যাঁ, যা করার, ঠিক সময়ে করা উচিত।'

কয়েক ঢোক বিয়ার খাওয়ার পরই সেই ঘোড়া দুটোর কথা মনে পড়ে গেল টমাসের। বারের ওপর গ্লাস রেখে দ্রুত বেরিয়ে এলো ও। এগোলো হ্যামিল্টনের দোকানের দিকে। দোকানের পাশে ফাঁকা জায়গায় ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো।

ঘোড়াগুলো নেই.

বারো

এক মুহূর্ত ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো রলিংস। ভাবলো। ঘোড়াগুলোর মালিক হয়তো আর কেউ—ঐ লোকগুলো নয়। কে হতে পারে?

খুরের ছাপের দিকে তাকালো ও। ক্রিকের ধারে সেই তিন অশ্বারোহীর সঙ্গে দেখা করতে আসা চতুর্থজনের ঘোড়াটার খুরের ছাপের সঙ্গে মিল পাওয়া যাচ্ছে যেন একটার ছাপে।

রাস্তায় ফিরে এসে হাঁটতে লাগলো টমাস। ভাবছে। লোকদুটো ঘোড়ার মালিক হয়ে থাকলে এখনো শহরেই আছে ওগুলো। দিনের বেলায় কারো চোখে না পড়ে শহরে ঢুকতে কিংবা শহর থেকে বেরুতে পারবে না কেউ।

বোম্যানের সেলুনে ফিরে এলো রলিংস। 'ওদের কাউকে চেনো, বোম্যান?' জানতে চাইলো ও।

কাঁধ ঝাঁকালো বোম্যান। 'না। তবে সেলুনে ঢোকার সাথে সাথেই বুঝে গেছি, গোলমাল বাধাতেই এসেছে শয়তানগুলো।'

'আমিও।'

'কি করতে হবে, আগে থেকেই জানতে মনে হয়।'

এবার কাঁধ ঝাঁকালো রলিংস। 'নিউইয়র্কে সেলুনে-রেস্তোরাঁয় গুণ্ডাপাণ্ডা পিটিয়ে সোজা করেই বড় হয়েছি—কমপক্ষে দুশোবার এরকম লোকদের মোকাবিলা করতে হয়েছে আমাকে।'

'বন্দুক দিয়ে নিশ্চয়ই?'

'ঠিক নেই···ছুরি আর হাতাহাতিই চলতো বেশি। সবচেয়ে খারাপটাকে আগে কাত করে দাও···অন্যগুলো আপসে সিধে হয়ে যাবে।'

'ঐ লোকটাই,' আবার বললো ও, 'গোলমাল বাধাতে চেয়েছিলো, সে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে বাকি দুটোও গুলি করতে আরম্ভ করতো।'

'রডও এত সুন্দর সামাল দিতে পারতো কি না সন্দেহ!'

বোম্যানের দিকে চাইলো টমাস রলিংস। 'তাই! কে জানে, এতক্ষণে হয়তো সমস্ত রহস্যই উদ্ধার করে ফেলতো ও—চিনে ফেলতো আসল লোকটাকে।'

'সত্যি কি কেউ আছে তেমন?'

'দেখ...এই লোকগুলো শহরের বাইরে থেকে এসে ছে ; শহরেয় বাইরে কোথাও করা হয়েছে প্ল্যানটা। এদের পেছন কেউ এক-জন না থেকেই পারে না।'

'ঘোড়াগুলো দেখতে পারলে হতো।'

'কেন ?'

'আশেপাশের কারো কি না বুঝতাম। পশ্চিমের লোকেরা ঘোড় দেখলেই চিনতে পারে – ভুল হয় না।'

হঠাৎ বিড়বিড় করে উঠলো টমাস। 'ধুস শালার! ঠিক একথাই তো বলছিলো ক্রেইটন!'

'মানে!'

'খানিকক্ষণ আগে বলছিলো – পুবের লোকদের এই এক দোষ, সব ঘোড়াই একরকম লাগে তাদের কাছে' – এরকম কিছু। ঐ মেয়ে-টার ঘোড়াটা বোধহয় চিনে ফেলছে ও।'

'মেয়েটা এসবে আছে বলছো ? এরকম একজন ভদ্রমহিলা ?'

কাঁধ ঝাঁকালো রলিংস 'টাকার লোভ সবারই আছে। টাকার জন্যে কিছু করতে বাকি রাখে না, এমন অনেক ভদ্রমহিলা আমার দেখা আছে।'

আবার রাস্তায় এসে দাঁড়ালো ও। পাশে একজন বন্ধু থাকতো যদি এখন! যে কেউ! ম্যাককোলিনস্, ওল্ড স্মোক অথবা সেই বুড়ো-টার সঙ্গে কথা বলতে পারলে হতো। কারো সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার কাকে বিশ্বাস করবে ? বোম্যানকে কি বিশ্বাস করা যায় ? বুঝতে পারছে না টমাস।

হ্যামিল্টন ? লোকটা কোনো সাহায্যে আসবে বলে মনে হয় না।

ক্রেইটন ?...কামারশালার দিকে তাকালো রলিংস। হাতুড়ির

শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না অনেকক্ষণ হলো। ব্যাপার কি ?

দ্রুতপায়ে কামারশালার দিকে এগিয়ে গেল রলিংস। কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ মহিলাকে দেখতে পেলো। হাতের আড়ালে সূর্যরশ্মি থেকে চোখ বাঁচিয়ে চেয়ে আছে এদিকে।

'তুমিই কি টমাস ?' জানতে চাইলো মহিলা, 'ক্রেইটন আমার স্বামী।'

'ওকেই খুঁজছি,' বললো টমাস রলিংস।

'আমিও। খাবার নিয়ে এলাম, এসে দেখি ও নেই। চুলোর আগুন প্রায় নিবুনিবু। বুঝতে পারছি না—'

'এই শহরে একটা মানুষ আর কোথায় যাবে ?'

'বোম্যানের সেলুনে গেছে হয়তো। সকালে বলছিলো, ওর সঙ্গে কি নাকি কথা আছে।'

থামলো মহিলা, তারপর আবার বললো, 'মার্শাল, দেখে আসবে একটু ? ওখানে তো আমি যেতে পারবো না !'

'সেলুনে নেই, ওখান থেকেই আসছি আমি।'

'তাহলে ? আমার ভয় করছে, মার্শাল। ও তো কখনো এমন করে না ! খুব নিয়মমাফিক চলাফেরা করে, কোথাও যাওয়ার থাকলে আমাকে নিশ্চয়ই বলতো।'

'কি ঘোড়া সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলেছিলো ? মানে, একটা ঘোড়াকে চিনতে পেরেছে—এরকম কিছু ?'

'না তো ! কি যেন ভাবছিলো খুব—এটাও ওর স্বভাববিরুদ্ধ। অসম্ভব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিলো ওকে।'

'উদ্বিগ্ন আমরা সবাই, ম্যাম, আমরা সবাই উদ্বিগ্ন !'

একটু বিরতি নিয়ে তারপর আবার বললো, 'ম্যাম !' মহিলা

বেশ আকর্ষণীয়, পরিচয় জানতে চাইলে, এ মহিলা নির্দ্বিধায় বেশ গর্বের সঙ্গেই জবাব দেবে—গৃহিণী।' 'ম্যাম, আপনার সাহায্য প্রয়োজন। এ শহরের সবাইকে আপনি চেনেন, আমি এখনও নতুন। সময় সময় পুরুষদের চেয়ে সঠিক ধারণা করতে পারে মেয়েরা। একটা ষড়যন্ত্র চলছে এ শহরে—আমার ধারণা, গরু কেনার টাকা-গুলো হাত করার পাঁয়তারা করছে একদল বদমাশ। এদের বেশির ভাগ শহরের বাইরের লোকই হবে; তবে আমার বিশ্বাস শহরের কোনো লোকও জড়িত আছে এর সঙ্গে। সব কিছুর মূলেও আছে হয়তো সে-ই।

'এত ছোট্ট শহরে কিছুই গোপন রাখা সম্ভব নয়, ব্যাপারটা নিয়ে আপনি একটু ভেবে দেখবেন, কেমন? আমি দেখছি, ক্রেইটন কোথায় গেল। এর মধ্যে যদি ফিরে আসে, বোম্যানের সেলুনে যেতে বলবেন ওকে।'

'বিশ্বাস করো? একটা সেলুনের মালিক মাত্র লোকটা!'

'বিশ্বাস কাউকেই করি না। আপনাকেও না। তবে ওকে আমার ভালো লোক বলেই মনে হয়।'

'এতগুলো টাকা সৎ-অসৎ সবাইকেই লোভী করে তুলতে পারে। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে গত এক বছরে মোটমাট সাতশো ডলার জমিয়েছে ও। বোম্যান কিংবা হ্যামিল্টন এর চেয়ে বেশি কিছু জমাতে পারেনি নিশ্চয়ই। আড়াই লাখ টাকা এদের ওপর কতটা প্রভাব ফেলতে পারে ভাবো তো!'

'প্রায় সারা জীবনই চোরবাটপারদের সঙ্গে ওঠাবসা করে আসছি আমি, ম্যাম; তাই ভালোমানুষ চিনতে ভুল হয় না আমার···তবে এদের ভেতর কেউই যে টাকার বিনিময়ে বিকোবে না,

তা কিন্তু বলছি না। আপনার স্বামীর কথা অবশ্য আলাদা।'

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও ইতস্তত করলো মহিলা। 'মার্শাল! হোটেলের ঐ মেয়েটা কে? আশেপাশে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতে দেখছি যাকে?'

'এখানে না কি জায়গা খুঁজতে এসেছে।' একটু থামলো রলিংস। 'কিন্তু কই, হোটেলে থাকছে না তো!'

'তাহলে কোথায় —?'

'জানি না। কিন্তু মহিলাকে তো দেখেছেন, সবসময় পরিষ্কার ঝকঝকে কাপড় পরে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয়ই, কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকেই আসছে। অথচ আশেপাশে কোথাও ক্যাম্পও করেনি। কোথায় যে থাকছে, বুঝতে পারছি না!'

কাউন্টারে দাঁড়িয়েছিল হ্যামিল্টন। রলিংস ঢুকতেই চশমার ফাঁক দিয়ে ওর দিকে তাকালো সে, হাসলো। 'আরে! কি সৌভাগ্য! আমার ছোট্ট দোকানে মার্শালের পা! বলো, তোমার জন্যে কি করতে পারি?'

'ক্রেইটনকে খুঁজছি।'

'ক্রেইটন? উঁহু, ওর সাথে আজ দেখা, হয়নি। দোকানে নেই?'

'মাথা নাড়লো রলিংস। হ্যামিল্টনের দোকানের পরিবেশ ভালো লাগছে ওর কাছে।

'মাঝে মাঝে মনে হয়, খুব বেশি চিন্তা করছো তুমি, মার্শাল। ব্রিউয়ার এলে তার সঙ্গে তো আলোচনা করতে পারছোই। তোমার কথা হয়তো শুনতেও পারে সে।'

'কি জানি,' জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো টমাস। দমকা হাওয়ায় ঘিঘু খেলো রাস্তার ধুলো, থিতিয়ে এলো আস্তে আস্তে।

'নিউ ইয়র্কেই আসলে ফিরে যাওয়া উচিত আমার,' বিড়বিড় করে বললো ও। 'এখানে আসা অবধি নিজের কথা ছাড়া সব কিছুই ভাবছি আমি। ক্রমেই নরম হয়ে যাচ্ছি যেন।'

'আসলে ছোট্ট শহর তো,' সায় দিলো হ্যামিল্টন, 'আকৃষ্ট করার মতো কিছুই নেই এখানে।'

'কোত্থেকে এসেছো তুমি, হ্যামিল্টন? এমনি আরেকটা ছোট শহর থেকে?'

'না। আমাদের একটা র‍্যাঞ্চ ছিলো,' বললো হ্যামিল্টন, 'ওখানেই জন্ম; ওখানেই বড় হয়েছি। উদয়াস্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতাম, আর সারাক্ষণ ভালো কোনো জায়গার স্বপ্ন দেখতাম। কল্পনার জাল বুনতাম—সৌরভ ছড়ানো অভিজাত রূপসী মেয়েদের নিয়ে। আমাদের র‍্যাঞ্চে কোনো মেয়ে ছিলো না। মা গত হয়েছে অনেক আগেই, তার চেহারাও এখন আর মনে পড়ে না। বাবার কাছেই থাকতাম আমরা সবক'টা ভাই—সারাক্ষণ শুধু কাজ আর কাজ।'

'সেজন্যেই পশ্চিমে চলে এলে?'

'এখানে আসার আগে এক নদীতে নৌকা চালাতাম। তারপর শিকাগোতে গিয়ে ব্যবসা করে কিছু পয়সা-কড়ি জমালাম। সব সময় চারপাশে পয়সাঅলাদের ভিড় দেখতাম—ওরা যেখানে যেতো, পিছু পিছু আমিও যেতাম—দূর থেকে চেয়ে থাকতাম ওদের দিকে। ···সঙ্গিনীদের নিয়ে নাচের আসরে যেতো ওরা; আমার সামনে দিয়ে যাবার সময় তাদের শরীরের সৌরভ নাকে এসে লাগতো—ভাবতাম, একদিন হয়তো···'

হঠাৎ থেমে গেল হ্যামিল্টন। 'আসলে ছেলেমানুষি বোকামি ছিলো সেসব। এখন একটা ব্যবসা আছে আমার, ভালোই চলছে

—শিগগিরই ধনীলোক হবো আমিও।'

'তোমাদের র‍্যাঞ্চটার কি অবস্থা এখন? ভাইয়েরাই বা কোথায়?'

চোখ তুলে তাকালো হ্যামিল্টন। 'বাবা বেঁচে নেই। পাঁচ ভাগ হয়েছে র‍্যাঞ্চটা। ভাইয়েরা ভালোই আছে সবাই। একজন একটা দোকান দিয়েছে—আরেকজন ব্যাংকের মালিক।'

'ওখানে থাকলে তুমিও হয়তো একজন ব্যাংকার হতে; কিন্তু এসব আর দেখা হতো না,' হাতের ইশারায় দোকানের ভেতরে জিনিসপত্র দেখালো রলিংস।

চশমার ভেতর দিয়ে ওর দিকে তাকালো হ্যামিল্টন। 'এসব আমার মোটেই ভালো লাগে না। আরো বড় কোনো শহরে আরো বড় ব্যবসা হবে আমার একদিন···দেখো!'

হাসলো টমাস। 'আর সঙ্গে থাকবে সৌরভ ছড়ানো কোনো অপ্সরী···না কি এরমধ্যে সন্ধান পেয়ে গেছো?'

মাথা নিচু করে চশমার ওপর দিয়ে ওকে দেখলো হ্যামিল্টন। চুপ করে রইলো এক মুহূর্ত, তারপর মাথা নাড়লো। 'একবার ভেবেছিলাম, এমন একটা মেয়ের দেখা বোধহয় পেয়েছি আমি। একটা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো আমার। সেই মেয়েটাই একদিন আবদার করলো, বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে। আমিও নির্দ্বিধায় রাজি হয়ে গেলাম। সবচেয়ে ভালো কাপড়-চোপড় পরে সেজেগুজে বের হলাম ওকে নিয়ে। একসঙ্গে খেলাম···গল্প করলাম···কিন্তু ও কি কি সব জিনিসের কথা বললো, কিছুই বুঝলাম না আমি। তারপর হঠাৎ যেন বদলে গেল মেয়েটা। একটু থামলো সে। 'ঐ শেষ, তারপর আর কখনো দেখা হয়নি ওর সঙ্গে। সেদিনের খাবারের পেছনে,' যোগ করলো হ্যামিল্টন, 'আমার প্রায় এক সপ্তার রোজগার খরচ

হয়েছিলো।

'কিন্তু একদিন,' আবার বললো সে, 'আর এ অবস্থা থাকবে না। অমন খাবার ইচ্ছে হলে রোজই খাবো—পয়সার জন্যে ভাবতে হবে না। ওর মতো অনেক মেয়েই তখন আমার সঙ্গে ভাব জমাতে ব্যাকুল হয়ে উঠবে – আমাকে আর ছোট ভাবতে পারবে না কেউ।'

'ঐ মেয়েটা কি তাই ভেবেছিলো?'

'নিশ্চয়ই! নইলে দেখা করবে না কেন? দেখা করতে গেলেই 'বাসায় নেই' কিংবা 'এখন দেখা হবে না' – এসব কথা শুনতে হয়েছে আমাকে।'

'দুঃখজনক,' বললো রলিংস। 'যে কারো জীবনেই এমনটি ঘটতে পারে।'

সাপারের আগেই রাষ্ট্র হয়ে গেল – ক্রেইটন নিখোঁজ। কোনো ঘোড়া খোয়া যায়নি, জিনটাও গোলাঘরেই আছে; পিস্তল, রাইফেল, সবই আছে ঠিকঠিক জায়গায়—শুধু ক্রেইটনই উধাও!

রেস্তোরাঁতেই ছিলো জজ স্যাম্পেল। এ শহরে প্রথম রাতেই ওকে দেখেছে টমাস, রডের প্রসঙ্গে আরেকজন লোকের সঙ্গে আলাপ করছিলো। ওকে দেখে মাথা ঝাঁকালো জজ।

করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'মার্শাল? আমি লুথার স্যাম্পেল। ইলিনয়ের জজ ছিলাম, তাই এখনো সবাই জজ বলেই ডাকে। এখানে আসলে একজন ল'ইয়ার ছাড়া আমি আর কিছু না, কোনোমতে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি আর কি!'

'জজ আর কোর্ট দুটোরই দরকার রয়েছে এ শহরে।'

'হয়তো। তবে কি জানো, মাঝে মাঝে মনে হয়, একটা শহরের

জন্যে কেবল আইনই যথেষ্ট নয়।'

একটু ছোটখাটো, কিন্তু সুগঠিত দেহের অধিকারী লুথার স্যাম্পেল। পরনে ঢিলেঢালা কোট, একটা ঘড়ি আর এল্‌কের দাঁত ঝুলছে কোটের সঙ্গে। বিশাল গোঁফজোড়া নেমে এসে দুটো ঠোঁট ঢেকে ফেলেছে প্রায়। 'আমাদের কামারকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না?'

'হুম্ ম্‌···আশেপাশে কোথাও দেখছি না। কিন্তু কোথাও গেছে বলেও বোঝা যাচ্ছে না···ঘোড়া তো কোরালেই আছে।'

টমাসকে নিয়ে একটা টেবিলে এসে বসলো লুথার স্যাম্পেল। ডান হাতের তর্জনীর সাহায্যে ঠোঁটের ওপর থেকে গোঁফ সরিয়ে টমাসের দিকে তাকালো।

'আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো,' চারদিকে তাকাতে তাকাতে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো জজ। 'বললো, রাস্তায় বেঁধে রাখা লোক দুটোর ঘোড়া নাকি হাওয়া হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ।'

বড় বড় চোখ দিয়ে টমাসকে এক নজর দেখলো জজ। 'শহরের সবগুলো,' শান্ত কণ্ঠে বললো সে, 'আস্তাবলে একবার করে ঢুঁমেরে দেখো না। আস্তাবলে যদি পাওয়া নাও যায়; ঘোড়াগুলো পেলে, অন্তত ব্র্যাণ্ড দেখে কিছু তথ্য পাওয়া যেতো।'

লাল হয়ে উঠলো রলিংসের চেহারা। 'তাই তো! আমার মাথায় এলো না কেন কথাটা?' হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো ও। 'যাই, আমি বরং···'

শহরে এতগুলো আস্তাবল আছে, ভাবতেও পারেনি ও। নয় নম্বর আস্তাবলে এসে দেশলাইয়ের কাঠির আলোয় ঘোড়ার টাটকা

নাদি আর খুরের ছাপ দেখতে পেলো টমাস। কিন্তু কোনো ঘোড়া দেখলো না।

ঘুরে দাঁড়াবে, হঠাৎ একটা জুতোর গোড়ালিতে চোখ আটকে গেল ওর। দীর্ঘ খড়েরপাত্র থেকে উঁকি দিচ্ছে; তাড়াহুড়ো করে ঢেকে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিলো কাউকে।

খড় সরানোর আগে কাকে দেখবে বুঝে ফেললো রলিংস।

তেরো

মাথার পেছনে আঘাত করার ফলে বোধহয় অচেতন হয়ে গিয়েছিলো ক্রেইটন; এ অবস্থাতেই উপর্যুপরি তিনবার নির্দয়ভাবে ছুরি মারা হয়েছে বেচারাকে।

ক্রেইটনের স্ত্রীর কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল রলিংসের। দুঃসংবাদটা বয়ে নিয়ে যেতে হবে ওকেই এবং এখনই।

তবে তার আগে জায়গাটা একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ক্রেইটনের হত্যাকারী যে-ই হোক, এ পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করে এসেছিলো সে। আর কোথাও হত্যা করে লাশটা এখানে এনে ফেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ – নেই বললেই চলে। সন্দেহ নেই, ঘোড়াগুলো চিনে ফেলার অপরাধেই প্রাণ খোয়াতে হয়েছে নিরীহ লোকটাকে।

ঘোড়াগুলো এ শহরেরই কাউকে আঙুল তুলে দেখিয়ে না দিলে খামোকা ক্রেইটনকে হত্যা করা হবে কেন? কিন্তু কে? কে হতে পারে সেই ব্যক্তি?

সোজা হয়ে দাঁড়ালো টমাস, ভাবলো কিছুক্ষণ। আবার দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাবে, হঠাৎ মৃদু খসখস শব্দে সতর্ক হয়ে উঠলো ও···বাইরে থেকে এলো শব্দটা? নাকি ভেতরেই?

নিঃশব্দে পিছু হটে একটা খোপে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো ও।

হাট করে খোলা আস্তাবলের দরজা। একলাইনে দাঁড়িয়ে আছে স্টলগুলো – মোট চারটে। দীর্ঘ একটা খড়ের পত্রই চলে গেছে এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত।

উল্টো দিকে শুধু দেয়াল। দেয়ালের গায়ে ঝুকে ঝুলছে পুরোনো হারনেস, শিকল – এসব। দেয়ালের কাছ ঘেঁষে মেঝেতে পড়ে আছে একটা কাঠের বালতি, পিচ-ফর্ক, চিরুনি-ব্রাশ ইত্যাদি। এখানে ওখানে কাঠের দেয়ালের ফাঁক-ফোকর গলে ম্লান আলো ঢুকে নকশা আঁকছে মেঝেতে। আস্তাবলের পেছন দিকে একটা জানালা দেখা যাচ্ছে।

হত্যাকারী হয়তো ক্রেইটনের সঙ্গেই এসেছিলো এখানে···অথবা তাকে অনুসরণ করেছে। ওরই অপেক্ষায় ছিলো বোধহয় ক্রেইটন – অপেক্ষা আর শেষ হলো না তার।

আবার সেই খসখস শব্দ। সিল্ক-শুটারটা বেরিয়ে এলো রলিংসের হাতে। হঠাৎ খুট করে শব্দ হতেই মাথা তুলে তাকালো ও। আস্তাবলের দরজার একটা কপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

উঠে দাঁড়াতে গেল টমাস। কোনো ফাঁদ নয় তো? নাকি এমনি হাওয়া?

চারটে স্টলের চার নম্বরটায় আছে ও। আচমকা উঠে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল অন্য কপাটটাও। বাইরে থেকে খিড়কি লাগিয়ে দিলো কেউ।

ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিলো ও দরজার গায়ে। এক চুলও নড়লো না দরজাটা। পিছিয়ে এলো টমাস, তারপর ছুটে গিয়ে আবার ধাক্কা মারলো। হঠাৎ ভয় হলো, গুলি ছুটে আসে যদি?

আবার ধাক্কা লাগালো টমাস। আবার; অনড় রইলো আস্তাবলের দরজা। কিছু দিয়ে ঠেস দেয়া হয়েছে বাইরে থেকে। ঝট করে জানালার দিকে ফিরলো টমাস—একেবারেই ছোট!

এক মুহূর্ত স্রেফ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো ও। এসব কি হচ্ছে! কেন হচ্ছে? এভাবে কি কাউকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা যায় নাকি? ক্রেইটনের লাশটা না থাকলে তো এখনই অনায়াসে বেরিয়ে পড়তে পারতো ও। আর বেরুতে না পারলেই বা কি, কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে শহরেরই কেউ খুলে দেবে দরজাটা। দরকার হলে চিৎকার করবে ও!

যদি বেঁচে থাকে।

কথাটা ভাবতেই নাকে লাগলো ধোঁয়ার গন্ধ।

আগুন!

শুধু ওকে নয়, প্রমাণসহ ক্রেইটনের লাশও নিশ্চিহ্ন করতে চাইছে কেউ! কে?

ছুটোছুটি করে সময় নষ্ট করার মতো বোকামি করতে গেল না টমাস। দোকানপাটগুলো ছাড়া কাছাকাছি কোনো ঘরটর নেই—সেগুলোও প্রায় পঞ্চাশ গজের মতো দূরে। দেয়াল চাপড়ে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে না। গুলি করতে হবে। কিন্তু গুলি করলেও

মাতালের মাতলামি ভেবে গ্রাহ্যই করবে না কেউ।

শহরের উল্টোদিককার দেয়ালের ফাঁক-ফোকর দিয়ে ধোঁয়া ঢুকছে অনবরত। গন্ধে বোঝা যাচ্ছে, খড়ের গাদায় লেগেছে আগুনটা। প্রথমে প্রচুর ধোঁয়া, তারপর দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে লেলিহান শিখা। এবং আগুনে নয়, ধোঁয়াতে দম আটকেই মারা পড়ে বেশির ভাগ মানুষ।

ক্রেইটনের লাশ নিয়েই বেরুতে হবে ওকে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি দরজা খোলা অসম্ভব, কিছুতেই পারবে না ও। কি করা যায় তাহলে?

লতিয়ে লতিয়ে ক্রমাগত বাড়ছে ধোঁয়া। ক্রেইটনের লাশের কাছে পৌঁছুনোর আগেই কাশতে শুরু করলো টমাস, দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। ক্রেইটনের মৃতদেহ খড়ের পাত্র থেকে তুলে টেনে হিঁচড়ে আস্তাবলের পেছনে নিয়ে এলো ও।

চিলেকোঠা···হ্যাঁ ওখানেই উঠতে হবে। চিলেকোঠার মুখ থেকে মেঝে পর্যন্ত নেমে এসেছে একটা মই। ওখানকার অবস্থা আরও মারাত্মক হতে পারে। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ক্রেইটনের দেহটা কাঁধে তুলে নিলো টমাস। এক হাতের সাহায্যে মই বেয়ে উঠতে শুরু করলো।

পাঁচটা ধাপ। ওপরে এসে ছোট্ট খড়ের গাদায় লাশটা নামিয়ে রাখলো টমাস। ক্রমাগত কাশছে; পানি বেরিয়ে আসছে চোখ থেকে, জ্বলছে। অন্ধের মতো চালের দিকে হাত বাড়ালো ও।

কাঠের কাঠামোর ওপর খড় বিছিয়ে তৈরি চালটা। চালের খড় টানাটানি শুরু করলো ও। কাশির দমকে কেঁপে উঠছে সর্বশরীর। অঝোরে পানি ঝরছে দুচোখ বেয়ে। হাপরের মতো ওঠা-নামা

করছে বিশাল বুক ; অনবরত লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। হঠাৎ চাল ভেদ করে বাইরে চলে গেল হাতটা। বৃষ্টির মতো ঝুরঝুর করে ধুলো আর ময়লা পড়ছে গায়ে, ভ্রূক্ষেপ নেই টমাসের। দুহাত একসঙ্গে ব্যবহার করে আরো বড় করলো ও ফোকরটা। আগুনে কাঠ পোড়ার শব্দ ভেসে আসছে নিচ থেকে।

ঝুঁকে পড়ে ক্রেইটনের শার্টের কলার মুঠি করে ধরলো রলিংস। হামাগুড়ি দিয়ে লাশসহ ফোকর গলে বেরিয়ে এলো। টাটকা হাওয়া নাকমুখ দিয়ে বুকে টেনে নিলো ও। আগুনের লকলকে জিহ্বা ছোবল দিতে চাইছে।

পিছলে চালের কিনারে এসে প্রথমে লাশটা ফেললো ও, তারপর লাফিয়ে নামলো নিজেও।

কেউ নেই কোথাও·· হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে খুনী।

পাঁজাকোলা করে ক্রেইটনের মৃতদেহ তুলে নিলো টমাস। হাঁটতে লাগলো ক্লান্ত, ধীর পায়ে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো এবার আস্তাবলটা। হৈ চৈ আর চিৎকারে জেগে উঠলো যেন পুরো শহর।

প্রায় শ'খানেক গজ দূরে হবে ক্রেইটনের বাড়ি, সেদিকে পা বাড়ালো রলিংস।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত আস্তাবলের দিকে তাকিয়েছিলো মহিলা, ওকে দেখে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলো।

'মার্শাল—?'

'হ্যাঁ, ম্যাম, খুন করা হয়েছে ক্রেইটনকে।'

'একটু ভেতরে দিয়ে যাবে ওকে?' কিছুক্ষণ থেমে তারপর মহিলা আবার বললো, 'এসব কি হচ্ছে, মার্শাল?'

'জানি না, ম্যাম। লাশটা পাবার পরই বাইরে থেকে দরজা

আটকে দিয়ে আস্তাবলে আগুন লাগিয়ে দিলো কে যেন!'

ঘরে এনে আস্তে করে ক্রেইটনকে বিছানায় শুইয়ে দিলো রলিংস। 'খড়ের পাত্রে রেখে ওকে খড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিলো।'

'আগুন লাগার পরেও ওকে বের করে আনার ঝুঁকি নিলে? মার্শাল, আমি—'

'ভুলে যান, ম্যাম। ভাববেন না। ক্রেইটনের খুনীকে আমি খুঁজে বের করবোই—প্রয়োজন হলে প্রাণ দেবো।'

জ্বলন্ত আস্তাবলের চারদিকে ভিড় জমে গেছে। সেদিকে এক নজর তাকিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো টমাস। ঝেড়ে নিলো মাথার টুপিটা।

বেশ কয়েকটা ঘোড়া দেখা যাচ্ছে রাস্তায়. একটা বাকবোর্ডও আছে। ঘোড়ার বাঁধন খুলছিলো এক লোক, টমাসের পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলো। পেনডেলটন।

থামলো রলিংস। 'কি ব্যাপার মিঃ পেনডেলটন, আগুন দেখে চলে যাচ্ছেন?'

'ব্যাপারটা কি বলতো?' ঘুরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলো পেনডেলটন। 'কি হয়েছে!'

'ক্রেইটনকে কারা যেন খুন করে গেছে। আস্তাবলে খুঁজে পেলাম লাশটা, তারপরই খুনীরা আগুন লাগিয়ে দিলো আস্তাবলে। আমাকে সহ সবরকম প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার একটা চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয় এটা।'

'আশ্চর্য! লাশটা কই?'

'ওটা নিয়েই বেরিয়ে এসেছি। আচ্ছা লোমা কোথায়? আসেনি আপনার সঙ্গে?'

'এই সময়ে ?'

'ভাবলাম থাকতে পারে···এই সময় মিসেস ক্রেইটনের পাশে একজন মেয়ে থাকলে মনে জোর পেতো মহিলা। লোমার কথাই প্রথম মনে এলো।

'ঠিক আছে, নিয়ে আসবো ওকে '

পেনডেলটন চলে যাচ্ছে, বিস্মিত চোখে দেখলো টমাস। এ রকম মাঝরাতে কেউ বাইরে যেতে পারে, ভাবা যায় না। পশ্চিমের শহরগুলো নিউ ইয়র্কের মতো নয়। এখানে সূর্য ওঠার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে সবাই, পরিশ্রমের মধ্যে কেটে যায় সারাদিন ; রাত নামার সাথে সাথে শুরু হয়ে যায় ঘুমোনোর আয়োজন।

ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে বাকবোর্ডের পেছনটা। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলো টমাস। তারপর পা বাড়ালো হোটেলের দিকে।

ক্রেইটন বেঁচে নেই। ওকেও হত্যা করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। হেলাফেলার ব্যাপার নেই আর এখন এটা। সম্ভবত আস্তাবলের দিকে নজর রাখছিলো কেউ – নয়তো অনুসরণ করা হয়েছে ওকেও। শেষেরটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

হোটেলে ওর ঘরের জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো টমাস। ঘরের ভেতর আলো জ্বালেনি বলে রাস্তাটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও। কিছুটা বিমূঢ় দেখাচ্ছে ওকে।

অনুসরণের ব্যাপারে বরাবরই সতর্ক থাকে ও। ফাইভ পয়েন্টসে গড়ে উঠেছে এ অভ্যাসটা। এতদিন বিশ্বাস ছিলো, ওর অজান্তে ওকে কেউ অনুসরণ করতে পারবে না। অথচ ঠিকই ওকে অনুসরণ করা হয়েছে এবং বুঝতেই পারেনি ও।

কাজ ফেলে ওকে পাহারা দেয়ার জন্যে সময় ব্যয় করছে

দুর্বৃত্তরা···তাহলে, টনক নড়েছে ওদের !

প্রথমে বোম্যানের সেলুনে, তারপর আস্তাবলে পর পর দুবার খুন করার চেষ্টা চালানো হয়েছে ওকে। আবারো চেষ্টা করবে ওরা, এবং শিগগিরই। এবার কোথায় ? কখন ?

ড্রেসিং টেবিলে টুপি রেখে, বুট খুলে বিছানার ধারে বসে পড়লো টমাস।

এপর্যন্ত কদ্দূর কি জেনেছে ও ? তেমন কিছু না। সন্দেহ করছে, গরু কেনার টাকা লুঠ করার চেষ্টা হবে। শেষ খবর অনুযায়ী আগামী পরশু এসে পৌঁছুচ্ছে টাকাগুলো। ওর ধারণা, অজ্ঞাতপরিচয় মেয়েটাও এতে জড়িত। ট্রেনের সেই আগন্তুককেও দুর্বৃত্তদের একজন হিসেবে সন্দেহ করছে ও।

এতসব কাণ্ডকারখানার পেছনে যারাই থাকুক—স্থানীয় আস্তানা রয়েছে তাদের এবং স্থানীয় লোকও।

এই লোকটাই—নাকি লোকগুলো ?—সরিয়ে ফেলেছে ঘোড়াগুলো, খুন করতে চেয়েছে ওকে।

হিচ রেইলে বেঁধে রাখা লোকদুটোর কথা ভাবলো টমাস। বন্দী হয়ে আছে, অথচ পরোয়াই করছে না, কেমন যেন নির্বিকার আশ্চর্য ব্যাপার !

কারো কাছ থেকে কোনোরকম আশ্বাস পেয়েছে কি ওরা ?

পায়চারি করতে শুরু করলো টমাস। মেজাজটা বিগড়ে যেতে চাইছে। আর মাত্র একদিন পর টাকা এসে পৌঁছুচ্ছে শহরে অথচ এখনো যে তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই রয়ে গেছে ও। খাবি খাচ্ছে সন্দেহের সাগরে। মার্ক ব্রিউয়ার না এলে নিঃসন্দেহে অন্য কোনো কৌশলের আশ্রয় নেবে লুটেরারা। কি করে ঠেকাবে ?

যতটা সম্ভব নিঃশব্দে খাটটা টেনে জানালার কাছে নিয়ে এলো রলিংস। দুটো বালিশে হেলান দিয়ে বসে চোখ রাখলো রাস্তায়। হিচ রেইলে বাঁধা লোকদুটোকে দেখা যাচ্ছে। মনে হয়, ঘুমোচ্ছে। কেউ নেই রাস্তায়।

দুর্বৃত্তরা হয়তো এতক্ষণে জেনেও গেছে, হামলা চালাচ্ছে না মার্ক ব্রিউয়ার।

আচমকা সিধে হয়ে বসলো ও। মাথা উঁচিয়ে রাস্তার উল্টোদিকে কি যেন দেখছে হিচিং রেইলের একটা লোক।

বিছানা থেকে নেমে দ্রুত জামাজুতো পরে নিলো টমাস। মাথায় টুপি লাগিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এলো। শূন্য লবি। টিমটিমে আলো জ্বলছে ডেস্কের ওপর, আরো গাঢ় করে তুলেছে যেন চার-পাশের অন্ধকার, জানালার কাছে এসে উঁকি দিলো ও।

হঠাৎ দেখলো, হাত বাড়িয়ে কিছু একটা লুফে নেয়ার চেষ্টা করলো লোকটা, পারলো না। একটু দূরে ধুলোর ওপর পড়লো জিনিসটা। ধুলো আঁচড়ে ওটা আয়ত্তে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো সে।

পাঁই করে ঘুরেই ছুটতে শুরু করলো টমাস। পেছনের দরজায় এসে থামলো এক সেকেণ্ডের জন্যে, তারপরই দরজা খুলে সন্তর্পণে বেরিয়ে এলো অন্ধকারে। ঠিক এই মুহূর্তে দালানকোঠার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ছায়াটা, দৌড়ুতে শুরু করলো।

এক পলকের জন্যে ছায়াটা দেখতে পেলো রলিংস, সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করলো ও। শব্দ না করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

কিন্তু তারপরও পায়ের আওয়াজ পেলো বোধ হয় ছায়াটা; ঝট করে পেছনে চাইলো সে, মুহূর্তের জন্যে হতচকিত ফ্যাকাসে চেহা-

রাটা দেখলো টমাস, চিনতে পারলো না। তারপরই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে দুই দালানের ফাঁকে হারিয়ে গেলো ছায়াটা। ফাঁকা জায়গার মুখে এসে থমকে দাঁড়ালো টমাস। কোনো ফাঁদ নয় তো? পরক্ষণেই ঘোড়ার খুরের শব্দে চমকে উঠলো ও, সাথে সাথে ছুটলো শব্দ লক্ষ্য করে।

কপাল খারাপ! আরেকটু জোরে ছুটলে, হয়তো ভালো করে একবার দেখা যেতো চেহারাটা!

ক্লান্ত দেহে হোটেলে ফিরে শুয়ে পড়লো টমাস। বন্দীদের উদ্দেশ্যে কি ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে তাতে তিলমাত্র আগ্রহ নেই ওর। ভালো করেই জানে ও—কি জিনিস পাচার করা হয়েছে · নিঃসন্দেহে একটা চাবি। পালালে পালাক ওরা, পরোয়া করে না টমাস। একদিক দিয়ে ভালোই হবে, ওদের আর পাহারা দেয়ার প্রয়োজন পড়বে না।

ভোরের নরম আলোয় ঘুম ভাঙলো টমাসের। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে ভেবে অস্থির হয়ে আছে ও।

বিপদ ঘনিয়ে আসছে, অথচ জানা নেই কোত্থেকে কিভাবে আসবে বিপদটা।

নাশতা সেরে ব্রিউয়ারকে যা যা বলেছিলো ঠিক সেভাবে সবাইকে তৈরি করতে এখান থেকে ওখানে চরকির মতো ছুটে বেড়ালো ও। প্রথমে কেউ কেউ আপত্তি তুললেও অবশেষে রাজি হলো সবাই। যে কোনোরকম বিপদ মোকাবিলার জন্যে তৈরি হয়ে গেল ওরা। নীরবতা নেমে এলো শহরের বুকে।

কাজ জমে পাহাড় হয়ে আছে কামারশালায়। করবে কে?

ক্রেইটন তো নেই। কোট শার্ট খুলে চামড়ার এপ্রন পরে নিয়ে কাজে হাত দিলো টমাস। কাজের সময় মাথাটা ওর খেলে ভালো। শারীরিক পরিশ্রম বোধ হয় এক এক করে খুলে দেয় মনের সব দুয়ার।

কাজ করতে করতেই হঠাৎ কথাটা মনে হলো। হাতের কাজ শেষ করে, ঘোড়াটাকে বাইরে হিচিং রেইলে বাঁধলো ও। তারপর রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

শহরের কয়েকটা জায়গা আছে, যেখান থেকে প্রায় পুরো শহরের ওপরই নজর রাখা সম্ভব। বোম্যানের সেলুন সেগুলোর একটা।

এপ্রন খুলে শার্ট-কোট পরে টুপি মাথায় রাস্তায় নেমে এলো টমাস।

চোদ্দ

হ্যামিল্টনের দোকানের সামনে মুহূর্তের জন্যে থেমে একটু ভাবলো রলিংস; তারপর হিচ রেইলে বাঁধা লোকদুটোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ওদের বাঁধন পরীক্ষা করে বললো, 'এখনো সময় আছে, মাথাটা একটু খাটাও, বুঝলে? ধরে নিচ্ছি, কাজটা ওরা হাসিল করতে পারলো কিন্তু তারপর? ক'টা টাকাই বা পাবে তোমরা?

বলো ? ভাগীদার যত কম হবে বখরা তত বেশি হবে না ?'

তর্জনী দিয়ে টুপিটা পেছনে ঠেলে দিলো টমাস। 'ওদের জায়গায় আমি হলে কি করতাম জানো, গোলাগুলি শুরুর সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত করে দিতাম তোমাদের। এক ঢিলে দুই পাখি মরতো—তোমরা আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে হৈ চৈ-এর মধ্যে গুলি খেয়ে পটল তুলতে।'

অপরাধীরা একে অন্যকে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের চোখে দেখে, জানে টমাস ; সেকথা ভেবেই আবার বললো, 'যাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছো, কদ্দুর চেনো তাদের ? আমার মতে, এখন থেকেই মনে মনে গা-ঢাকা দেয়ার একটা জায়গা খোঁজা শুরু করে দেয়া উচিত তোমাদের।'

'ব্যাটা বলছেটা কি ? বুঝছি না। তুমি বুঝতে পারছো কিছু, বেন ?'

কাঁধ ঝাঁকালো বেন। 'নাহ্। শান্তিতে একটু ড্রিঙ্ক করতে এলাম এ শহরে—কি যে শুরু হয়ে গেল তারপর !'

হাসলো টমাস। 'সত্যি, এ শহরের সবকিছুই কেমন যেন উল্টা-পাল্টা,' বললো ও, 'যেমন ধরো, বাজি রেখে বলতে পারি, সারা শহরে যে আমি লোক বসিয়ে রেখেছি, জানতে না তোমরা, ঠিক কিনা ? গোলমাল শুরু হতে যাচ্ছে দেখলেই ক্লোজ রেঞ্জে শটগান আর বাফেলো গান থেকে অবিরাম আগুন ছুঁড়তে শুরু করবে ওরা, বুঝলে ?' হাতের ইশারায় রাস্তাটা দেখালো রলিংস, 'বন্দুকের নাগালের বাইরে এক ইঞ্চি জায়গাও নেই, বিশ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে দূরে বসে আছে একেকজন। গুলি করতে হাত নিশপিশ করছে ওদের। রক্তগঙ্গার ঠিক মাঝখানে খাবি খেতে যাচ্ছো হে তোমরা !'

নড়েচড়ে বসলো বেন। 'আসল কথাটা বলে ফেলো তো!'

'গোলাগুলি শুরু হওয়ার আগেই নিজেদের মুক্ত করতে পারলে কেটে পড়ো – ব্যাস, আর কিছু না।'

'কথা শুনে তো মনে হচ্ছে সবই বুঝে গেছো···কিসের, কে জানে!'

মাথা ঝাঁকালো টমাস। 'ঠিক বলেছো। তোমাদের বলছি কেন, জানো? আসলে তোমাদের ঠিক খারাপ লোক বলে মনে হয় না; মুফতে কিছু টাকা কামাতে গিয়েছিলে – এই যা! তাছাড়া লাশের সংখ্যা বাড়িয়েই বা কি লাভ?···সরানোটা মহা ঝামেলার ব্যাপার। লাশ নিয়ে আমরা কি করবো, শোনো, বড় সাইজের একটা গর্ত খুঁড়ে সবকটাকে একসঙ্গে পুতে দেবো; তারপর ভুলে যাবো ওটার কথা।'

দোকান খুলতে এগিয়ে আসছে হ্যামিল্টন। তার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালো টমাস। 'কি খবর?' বলে বেনদের দিকে ইঙ্গিত করলো ও। 'বেচারাদের খাওয়াতে নিতে এলাম।'

তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকালো হ্যামিল্টন। 'চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে, পাঁড় বদমাশ একেকটা,' বললো সে। 'সাহায্য লাগলে—'

'না, না, একাই পারবো; অতটা খারাপ নয় এরা, হ্যামিল্টন। বেপথু, অবুঝ ছোকরা! তা ছাড়া বেশিক্ষণ তো আর আমাদের সঙ্গে থাকছে না – শেষ খাওয়াটা না হয় একটু আরামেই সারুক! আহা হা – এই বয়সেই প্রাণ খোয়াতে হচ্ছে বেচারাদের···চুক্ চুক্!'

'সেকি! ফাঁসি দেবে নাকি এদের!' ছানাবড়া হয়ে গেল হ্যামিল্টনের চোখ।

'আরে না, না!' চেহারায় দুঃখের ছাপ পড়লো টমাস রলিংসের 'তার দরকারই হবে না। কারো প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে···বুঝলে না? ···কাজের জিনিস লোকে ফেলে দেয় কখন?···'

আবার ওকে একনজর দেখলো হ্যামিল্টন। 'ও! খুব নরম দিলের মানুষ তুমি! ঠিক আছে, তাহলে পেট পুরে খাইয়ে দাও ওদের। টাকা পয়সার ব্যাপারে কথা উঠলে আমি আছি।'

'বেন,' বললো টমাস, 'তুমি আগে।'

দাড়িঅলা মোটা লোকটা ঝট করে উঠে বসলো। 'একসঙ্গে নিচ্ছো না আমাদের!'

হাসলো রলিংস। 'ঝুঁকি আছে না তাতে? উঁহুঁ, একজন একজন করে। কথায় বলে···দুই-এ পাঠ, জানো না? শুধু আমরা দুজন?··· আলাপ করতে সুবিধে হবে।'

'আমার খিদে নেই,' বললো বেন।

'চুক্ চুক্—তবু খেতে হবে।'

রেইল থেকে হাতকড়া খুলে বেনের দুহাতেই হাতকড়া এঁটে দিলো টমাস। 'চলো, বেন। আর তুমি···' কাঁধের ওপর দিয়ে অন্য-জনের দিকে চাইলো ও, 'একটু বসো। বেনের সঙ্গে কটা কথা সেরে আসছি, তারপর তোমার পালা।'

রেস্তোরাঁয় বসে খাবার ফরমাশ দিয়ে দুটো কাপে কফি ঢাললো টমাস। 'কাঁচা টাকা কামাতে চেয়েছিলে, বুঝতেই পারোনি কিসের পাল্লায় পড়েছো—লজ্জা হওয়া উচিত তোমাদের।'

লম্বা চেহারায় সাপের চোখের মতো কালো চোখজোড়ায় প্রায় নিষ্পলক দৃষ্টি; প্রচণ্ড রাগ নিয়ে চারদিকে চাইলো বেন। 'ওফ্! চুপ করো তো!'

হাসলো টমাস। 'আহা, তোমাদের ভালো চাইছি ; আর আমার সঙ্গেই কিনা দুর্ব্যবহার! অবশ্য এটাই দুনিয়ার নিয়ম। এ লাইনে কাউকেই বিশ্বাস করার জো নেই যে।'

'আসল কথা কি, জানো, ইচ্ছে করেই ধরিয়ে দেয়া হয়েছে তোমাদের। কিভাবে জানলাম, শুনবে? তোমাদের ভেতরকারই ভিন্ন মতলবঅলা একজন বলেছে—টাকাপয়সা সব হাতিয়ে নিয়ে সটকে পড়বে এরাই। দুর্দান্ত একটা বাটপারি হতে যাচ্ছে এখানে; তোমাদের ঠকানোর কথা ভাবছে যারা, তারা নিজেরাই মহা ঠকা ঠকতে যাচ্ছে।'

মনগড়া কথা বলে বেনের আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরিয়ে দিতে চাইছিলো এতক্ষণ টমাস—হয়তো অসতর্ক মুহূর্তে এমন কিছু বলে বসবে—কোনো একটা সূত্র মিলে যাবে। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো, সত্যি সত্যি এমন কিছুই হতে যাচ্ছে কি?

আরো অনেকের মতো এরাও চুনোপুঁটি ছাড়া আর কিচ্ছু না। কিন্তু নাটের গুরু কে?...কারা? কি করে ফায়দা লোটার কথা ভাবছে তারা?

জবাব না দিয়ে নীরবে খেয়ে চললো বেন। ভাবছে। হঠাৎ চামচ নামিয়ে রেখে চেঁচিয়ে উঠলো সে। 'ধুত্তোর, নিয়ে চলো আমাকে!'

উঠে দাঁড়ালো টমাস রলিংস। 'ভুল সবারই হয়,' মন্তব্য করলো ও, 'কিন্তু বুদ্ধিমান মাত্রেই সময়মতো ভুল শুধরে নেবার চেষ্টা করে।'

বেনকে আবার হিচ রেইলে আটকে দিলো টমাস। তারপর খাওয়াতে নিয়ে এলো অন্যজনকে। রেস্তোরাঁয় বসে তাকেই বললো ফরমাশ দিতে। বিনা আপত্তিতে ফরমাশ দিলো লোকটা।

'বেন তোমাকে কি বলেছে?' জানতে চাইলো সে, সন্দেহ ঝলঝল

করছে দু'চোখে।

'বেন? কই, কিছু না তো! বলবে কি, কিছু জানলে তো? সত্যি বলতে কি—তোমরা কেউই কিছু জানো না—তোমাদের নেয়াই হয়েছে একটা গোলমাল পাকিয়ে পৈত্রিক প্রাণটা খোয়ানোর জন্যে,' হাসলো টমাস, 'এখানে ধুলোয় গড়াগড়ি যাবে তোমাদের লাশ, টাকা নিয়ে ওদিকে পাখি উড়ে যাবে নাগালের বাইরে।'

'কিসের টাকা? কি বলছো, মাথামুণ্ড কিছুই বুঝছি না ছাই!'

'খাও তো! বুঝতে হবে না,' বললো টমাস। 'আমার আর কিছু জানতে বাকি নেই।'

কিছুই বললো না টমাস, কোনো প্রশ্নও করলো না। ফলে স্বভাবতই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো বেচারা, প্রশ্ন করলেও এতোটা উদ্বিগ্ন হতো না সে। অবশেষে টমাস বললো, 'দেখলে কিন্তু মনেই হয় না, তুমি একজন কাউহ্যাণ্ড'—নির্জলা মিছে কথা—'কি করো তুমি? রেলওয়েতে আছো নাকি?'

'হুহ্!' ঝাঁঝালো কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করলো লোকটা, 'কাউহ্যাণ্ডের কি কচু জানো? টেক্সাসের অনেক বড় বড় র‍্যাঞ্চে কাজ করেছি আমি। তাদের জিজ্ঞেস করো গে—দেখবে, সবাই বলছে, বিনী—'

'আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝলাম, বিনী, তুমি কাউহ্যাণ্ড। কিন্তু আমি তো জানতাম, কাউহ্যাণ্ডরা জানে, একটা ঘোড়া একবার কেউ দেখলে, ওটার ব্র্যাণ্ড আর সহজে ভোলে না—অথচ তোমরা কিনা রাস্তার মাঝখানে ঘোড়া ফেলে—'

'ব্র্যাণ্ডেরই বা কি বোঝ তুমি? তাছাড়া চাইলেই তো যে কেউ ঘোড়া 'ধার' করতে পারে!'

'অ—তা তো বটেই।' নিখোঁজ ঘোড়াগুলোর এখনো কোনো খোঁজ মেলেনি, ভাবতে ভাবতে বললো টমাস। ক্রেইটনের লাশ উদ্ধার করতে গিয়ে উত্তেজনায় বসে খেয়ালই ছিলো না ওগুলোর কথা। কোথায় থাকতে পারে ঘোড়াগুলো? দুতিনটে জায়গা ছাড়া আর কোথাও খুঁজতে বাকি নেই।

'ও কেমন আছে?'—একটু থমকে গিয়ে আবার বললো বিনী, 'মানে, যাকে গুলি করলে?'

'বেঁচে আছে। সে-ই থেকে প্রলাপ বকছে এখনো; জ্ঞান ফেরেনি। কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বোধহয় বেহুঁশই থাকবে।'

মোটা মোটা ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকালো বিনী। 'আচ্ছা, কথা শোনার এতই সাধ! ঠিক আছে, চেষ্টা করে যাও—কোনো ফায়দা হবে না।'

কফি শেষ করে হাতের পিঠে মুখ মুছলো বিনী। 'আর কতক্ষণ ওখানে ফেলে রাখবে আমাদের?'

কাঁধ ঝাঁকালো টমাস। 'ওরা কখন মরার জন্যে ছাড়িয়ে নেবে তোমাদের, আমি কি জানি! মরবেই যখন, খামোকা আর বিচার-টিচারের ঝামেলায় যাবো কোন্ দুঃখে? তোমাদের ছাড়িয়ে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যাবে গোলাগুলি—যা করার ওরাই করবে।'

'এই 'ওরাটা' কারা?'

'কেন, তোমার দোস্তরা, যারা তোমাদের ঝামেলায় ফেলে এখন আর টিকিটিও দেখাচ্ছে না।'

উঠে দাঁড়ালো রলিংস। 'চলো···রেখে আসি তোমাকে। কোনো কাজই হলো না তোমাকে দিয়ে। প্রাণে বাঁচলেএসে পড়ো,' সপ্রতিভ

হাসি হাসলো টমাস, 'লোক লাগবে আমার, তোমাকেই নেবো। বুঝতেই তো পারছো, গোলাগুলিতে কেউ না কেউ মরবেই। খুনের দায়ে অপরাধীদের ফাঁসি দিতে হবে না!'

বেনের কাছাকাছি বিনীকে হিচ রেইলে আটকে দিলো টমাস। তারপর হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় উঠে এলো। চিন্তায় ফেলে দিতে পারলে দুজনের একজন হয়তো মুখ খুলতেও পারে। আর কিছু না হোক, অন্তত সন্দেহের বীজ বুনে দেয়া গেছে ওদের ভেতর।

সুন্দর সকাল। টাটকা হাওয়া বইছে। নীল আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে খণ্ড খণ্ড শাদা মেঘ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিউইয়র্কের কথা ভাবলো টমাস।

মাত্র ক'দিন আগে শহরটা ছেড়ে এসেছে ও, আশ্চর্য এখনই কেমন যেন ধোঁয়াটে হয়ে গেছে সব স্মৃতি। সেই বুড়োটা এখন পাশে থাকতো যদি! ফ্রিম্যান কিংবা হেনরী থাকলেও হতো···আচ্ছা,কেমন আছে এখন হেনরী?

আর কার'রা? ওরা কি করছে? পালিয়ে আসার পর কি ঘটেছে ওখানে? এদিকে পশ্চিমে কাদের সঙ্গে নাকি খাতির আছে কারদের। এদিকেই কোথায় নাকি এক র‍্যাঞ্চারকে লোক পাঠিয়ে জমি জবর-দখলে সাহায্য করেছিলো ওরা। ওকে খুঁজে বের করতে হয়তো সেই র‍্যাঞ্চারের সাহায্য নেবে তারা।

মিসেস ক্রেইটনকে দেখে এগিয়ে গেল টমাস। 'ম্যাম?' থামলো মহিলা। 'ক্রেইটনের সঙ্গে কাজ করার সময়, দোকানটার অর্ধেক আমার কাছে বিক্রি করে দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলো ও। আপনার আপত্তি না থাকলে, সব ঝামেলা চুকে যাবার পর অর্ধেক

কিংবা পুরো দোকানটাই কিনে নিতে চাই আমি। ঘোড়াও।'

'বেঁচে থাকলে তোমার কথা শুনে কি যে খুশি হতো ও, কতবার যে তোমার কাজের তারিফ করেছে।' একটু থামলো মহিলা, তারপর বললো, 'সবসময় নিজেকে একজন ক্রিশ্চানই ভেবে এসেছি এতোদিন ; কখনো কারো খারাপ চাইনি। কিন্তু এখন আমি আমার স্বামীর হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি চাই, মার্শাল।'

'তাই হবে। কিন্তু এখন এ নিয়ে কোনো কথা বলবেন না। শহরেরই কেউ জড়িত আছে এসবে···কে, এখনো জানতে পারিনি।'

চলে গেল মিসেস ক্রেইটন, রলিংসের দৃষ্টি কিছুক্ষণ অনুসরণ করলো তাকে। বড় ভালো লোক ছিলো ক্রেইটন—তার এমন করুণ মৃত্যু মেনে নেয়া যায় না। স্টেশনের দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল ও। লুক শর্ট আসছে এদিকেই।

'ভাবলাম, দরকার হতে পারে, তাই কাজের ছুতোয় এসে পড়লাম।'

'একা ?'

ঘোড়ার পিঠ থেকে ওর দিকে তাকালো লুক শর্ট। চোখের কোণে ভাঁজ। 'বেশ ভোরেই বেরিয়ে পড়েছি···'

'একাই এসেছো নাকি তুমি ?' টমাস নাছোড়বান্দা।

'পেন্‌ডেলটন এখন মহাব্যস্ত। পরে আসবে বলেছে। ছেলেটাও ব্যস্ত র‍্যাঞ্চের কাজে।'

অপেক্ষা করলো রলিংস। লুক শর্ট আর কিছু বলছে না দেখে অবশেষে বললো, 'ট্র্যাকিং করতে পারো তুমি, লুক ?'

'এই এক আধটু। কাকে ট্রেইল করতে চাইছো ?'

'কয়েকটা ঘোড়ার।' তিনজন লোকের শহরে আগমনের ব্যাপার-

। জানালো রলিংস। ওদের একজনের ঘোড়ায় মার্ক ব্রিউয়ারের ব্র্যাণ্ড ছিলো, তা-ও বললো।

'উঁহুঁ, ওপথে ভাবতে যেও না। কয়েকটা ঘোড়া এখানে ফেলে দিয়েছিলো ব্রিউয়ার··মানে ওর ভাই। এখানকারই কেউ হয়তো রেখে দিয়েছিলো সেগুলো।'

মাথা ঝাঁকালো রলিংস। 'আচ্ছা, ঠিক আছে। ঘোড়া রেখে রেস্তোরাঁয় এসো। কথা আছে।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিলো লুক। 'আচ্ছা, তুমি যা-ও, এখুনি আসছি আমি। ঘোড়াটা ক্রেইটনের কাছে—'

'ক্রেইটন মারা গেছে—খুন করা হয়েছে ওকে।'

'কি বললে! না, অবাক হচ্ছি না—ভালো লোক ছিলো তো—বড় বেশি ভালো ছিলো লোকটা।'

রেস্তোরাঁয় ঢুকেই মেয়েটাকে দেখতে পেলো টমাস।

ওর দিকেই মুখ করে বসে আছে লোমা পেনডেলটন, ঠোঁটে হাসি। 'কি খবর, অবাক হয়েছো, মনে হচ্ছে!'

'লুক বলেনি তো—'

'জানলে তো?' চেয়ার টেনে বসলো টমাস। চোখ তুলে তাকালো লোমা। 'একাই চলে এলাম—তোমাকে দেখতে।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ, শুনলাম, বিপদে পড়েছিলে তুমি।'

হ্যাঁ, সামান্য। ক্রেইটনের মৃত্যুর পর মিসেস ক্রেইটনের কাছে তোমার থাকার কথা বলেছিলাম—দুঃসময়ে পাশে মেয়ে থাকলে কত উপকার হয় সে তো জানোই।'

'ভাবলাম, ভাই-ই যখন আছে, আমার আর কি দরকার, তাই

বাবা বলেছে যদিও, তবু আসিনি।'

'ভাই?'

'কেন, জানো না? টেলিগ্রাফার—মানে স্টেশন এজেন্টই তো তার ভাই।'

পনেরো

ছোট্ট রেস্তোরাঁয় শান্ত পরিবেশ। জনাকয়েক লোক এলো গেল, খুব একটা খেয়াল করলো না রলিংস। লোমার সঙ্গে কথা বলছে ও।

'আবার নিউইয়র্কেই ফিরে যাবে?' জানতে চাইলো লোমা।

প্রশ্নটা শুনে একটু যেন ভাবলো টমাস। 'জানি না,' অবশেষে বললো ও, 'হয়তো এখানেই থেকে যাবো শেষ পর্যন্ত, কে জানে। ক্রেইটন মারা গেছে, এখন শহরে কোনো কামার নেই—কাজটা ভালোই, কিন্তু ঠিক এমন কিছু চাই না আমি।'

'কি চাও তাহলে?'

আবার সেই একই প্রশ্ন। অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসলো ও। 'জানি না, ম্যাম—'

'লোমা বলেই ডেকো আমায়।'

চোখ তুলে চাইলো রলিংস, মুহূর্তের জন্যে এক হলো ওদের দৃষ্টি। বিব্রত বোধ করছে টমাস। 'আমার নাম টমাস,' বললো ও।

'জানি। আরো অনেক কিছুই জানি, তোমার সম্পর্কে।'

'উঁহু, কিছুই জানো না। জানলে এখন এখানে বসে আমার সঙ্গে কথা বলতে না।'

লুক শর্ট এসে ঢুকলো; এগিয়ে এলো টেবিলের কাছে। 'নাক গলাতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। কিন্তু, মার্শাল, তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিলো।'

'বলে ফেলো···লোমা এসেছে, বলোনি কেন?'

চোখ বড়বড় করে ফেললো লুক। 'লোমা আসার কথা আমি নিজে জানলে তো, কি ব্যাপার, ওকে গ্রেপ্তার করবে নাকি?'

'বস. লুক. পারলে বরং তোমাকেই ঐ বদমাশগুলোর সঙ্গে বেঁধে রাখতাম – যাকগে, এবার বলো কি কথা?'

'সেই ঘোড়াগুলোর দেখা পেয়েছি,' বসতে বসতে বললো লুক, মানে, কোথায় ছিলো, জেনেছি।'

দক্ষিণ দিক আঙুল তুলে ইঙ্গিত করলো সে। 'ওদিকে একটা ছোট কোরাল্ আর একটা ছাপড়া আছে, ওখানেই রাখা ছিলো ঘোড়াগুলো; ট্র্যাক পরীক্ষা করে দেখলাম দোকানের পাশের ট্র্যাকের সঙ্গে মিলে গেছে।'

'কোরালটা কার?'

'কারো না। বছরকয়েক আগে গরু-ঘোড়া রাখতে বানিয়েছিলো কারা যেন। সেই থেকে খালিই পড়ে আছে, জায়গাটা এখান থেকে বেশি দূরে নয় – শ'খানেক গজ হবে খুব বেশি হলে। ছোট বাচ্চারা ছাড়া সচরাচর ওদিকটায় যায় না কেউ। ঘোড়াগুলোর একটা গাঢ় ধূসর রঙের··· অস্বাভাবিক – একটা খুঁটির সঙ্গে গা ডলেছিলো, খুঁটিটার গায়ে লেগে থাকা লোম পেয়েছি।'

কথাটা নিয়ে একটু ভাবলো টমাস্। প্রশ্ন করতে গিয়ে ইতস্তত করলো খানিকটা, অবশেষে জানতে চাইলো,' ঘোড়াটা কার,জানো ?'

'জানি।' লোমার দিকে একনজর চেয়েই দৃষ্টি সরিয়ে নিলো লুক শর্ট। 'বোধহয় সবাই-ই জানে।'

'ঘোড়াটা আমার ভাইয়ের,' বললো লোমা।

ভুরু বেয়ে এক ফোঁটা ঘাম গড়িয়ে পড়লো টমাসের। কি বলবে বুঝতে পারছে না। কিন্তু কিছু বলা আগেই নীরবতা ভেঙে কথা বলে উঠলো লুক।

'তার মানে এই না যে, সেই চালিয়েছে ঘোড়াটা। ছাড়া থাকে বলে এমনিই ঘুরে বেড়ায় ঘোড়াগুলো ; ইচ্ছে করলেই যে কেউ ওগুলো ধরে চালাতে পারে, চালায়ও। ঘোড়াসহ পালানোর কিংবা ব্র্যাণ্ড বদলানোর চেষ্টা না করলে এটাকে ঠিক চুরি হিসেবে দেখে না কেউ।

'তবে এ কাজটা করার জন্যে, তা সে যেই করুক, গ্রহণযোগ্য কারণ থাকতে হবে তার। প্রয়োজনে বহুবার আমিও এরকম অন্যের ঘোড়া ব্যবহার করেছি।'

'ক্রিকের ধারে বিলের অন্তত দশবারোটা ঘোড়া চরে বেড়ায়,' বললো লোমা। 'গতকাল বাবা বলছিলো, কয়েকটা ঘোড়া নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো ঝোপঝাড়ের আড়ালে আছে হয়তো।'

'ওগুলোর মধ্যে কোনো কালো রঙের মেয়ার আছে ?'

'নাহ্।' হেসে ফেললো লোমা। 'মেয়েটা নিশ্চয় তাতেই চড়ে বেড়াচ্ছিলো ?'

'হ্যামিল্টনের একটা কালো মেয়ার আছে।'

'এই ঘোড়াটাই বোধ হয় দেখেছি আমি।'

আস্তেআস্তেসব কিছু খাপে খাপে মেলানোর চেষ্টা করছে টমাস। ধরা যাক, ক'দিনের জন্যে শহরে এলো ক'জন লোক ; ঘোড়ার দরকার, এমনি ঘুরে বেড়ানো ঘোড়া অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেইতো ওরা ! কাজ শেষে আবার ছেড়ে দিলেই হলো।

'ভাবছি, আশপাশে একবার ঢুঁ মারবো কিনা,' বললো ও।

'কোথায় যেতে হবে, বলো, আমিই যাচ্ছি,' বললো লুক। 'আমাকে দেখলে কারো মনেছ, রকম সন্দেহ জাগবে না।'

'ঠিক আছে···কিন্তু সা···ন। এসবের পেছনে যেই থাকুক, কিছুতেই হার স্বীকার করতে চাইবে না সে। ফাঁদ পেতে ইতিমধ্যে আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছে ; খুন করেছে ক্রেইটনকে···নিশ্চয়ই গোপন কিছু জেনে গিয়েছিলো ও।'

'ক্রেইটন আমার বন্ধু ছিলো,' শান্ত কণ্ঠে বললো লুক. 'প্রচণ্ড ভালোবাসতাম ওকে।'

'লুক,' বললো রলিংস, 'সবচেয়ে ভালো হয়, তুমি যদি এখন আমাকে এখানকার লোকজন সম্পর্কে সবকিছু খুলে বলো। আমি তো কাউকেই ঠিকমতো চিনি না। শুধু কে কোত্থেকে এসেছে ; আর ওদের পারস্পরিক সম্পর্ক – এইটুকু বললেই চলবে।'

'আমরা এসেছি ইংল্যাণ্ড থেকে,' তিক্ত কণ্ঠে বললো লোমা, 'এখানে গরু বেচা-কেনার ব্যবসা করে বাবা। এক ভাই আছে, সে-ও সাহায্য করে বাবাকে।'

'ধরতে গেলে সবই জানো তুমি,' বললো লুক শর্ট।' হ্যামিল্টন, ক্রেইটন আর বোম্যান—শহরটার পত্তন হয়েছে ওদের হাতেই ; এখানকার প্রায় সব কিছুর মালিকানাই এই তিনজনের হাতে। এ শহরটাকে ঘিরে ওদের অনেক স্বপ্ন—যদিও অনেকে একে শহর বলেই স্বীকার

করে না।

'এদিক দিয়ে রেললাইন যাবার ব্যবস্থা ক্রেইটনরাই করেছে। এখন চেষ্টা করছে কাউন্টি সিটের স্বীকৃতি নিতে—সফল হলে, হুহু করে বেড়ে যাবে এখানকার জমিজমার দাম।'

'টম,' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলো লোমা, 'এখন তুমি কি করবে? শুনেছি মার্ক চাচা নাকি কালই গরুর পাল নিয়ে শহরে আসছেন!'

'ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে – কোনোরকম গোলমাল করবেন না বলে কথা দিয়েছেন ব্রিউয়ার।'

'কিন্তু তাঁর সঙ্গের লোকজন তো গোলমাল করতে পারে! এখানে পৌঁছুনোর পরই শেষ হয়ে যাবে ওদের দায়িত্ব—তারপর নতুন কাজে যোগ দিতে টেক্‌সাসে ফিরে যাবে কেউ; আবার কেউ ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াতে শুরু করবে এখানে সেখানে, নানারকম গোলমাল করতে চাইবে। একবার মজুরি মিটিয়ে দেয়ার পর ওদের ওপর মার্ক চাচার আর কোনো নিয়ন্ত্রণই থাকবে না।'

'সে তখন দেখা যাবে' কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে লোমার দিকে তাকালো রলিংস। 'ভাবছি, কামারশালাটা কিনে নেবো, দাঁড়ানোর মতো একটা ভিত্তি পাওয়া যাবে, কিছু একটা দিয়ে শুরু করা আর কি!'

'দেখো, বেশি দাম দিতে যেয়ো না যেন – টাকা-পয়সার কথা উঠলে মিসেস ক্রেইটনের ভাবসাবই বদলে যায়, বিক্রির বেলায় কড়ায়গণ্ডায় পয়সা আদায় করে তবেই ছাড়ে। বাবার কাছে শুনেছি, ক্রেইটনের কাছ থেকে জমি কেনার সময় খেপে গিয়েছিলো মহিলা – বলেছিলো, বিক্রি না করে বরং ইজারা দিতে।'

'হ্যামিল্টন একবার ওর জমি কিনতে চেয়েছিলো,' বললো লুক।

'কোন্ জমির কথা বলছো, ওদের বাড়ি ?'

'না। দক্ষিণে এক টুকরো জমি আছে তার। হ্যামিল্টনের জমির লাগোয়া বলে কিনে নিতে চেয়েছিলো সে। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও তাকে রাজি করাতে পারলো না বেচারা, শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে হাল ছেড়ে দিলো।

'চারণভূমি বলে মনে হলেও, র‍্যাঞ্চ গড়ে তোলার জন্যে জায়গাটা দারুণ, একটা ঝর্ণা আছে ; ছোট্ট একটা ক্রিক বয়ে যাচ্ছে ওটার বুক চিরে।'

'ওখানেই খামার বানিয়েছে মিসেস ক্রেইটন ?' জানতে চাইলো টমাস।

'একটা কুয়ো খোঁড়ো, জমিতে হাল দাও, তারপর ছোটখাট একটা বাড়ি বানাও—ব্যাস তাহলেই হয়ে যায়—কিন্তু তেমন কিছুই ওরা করেনি। মাঝেমধ্যে মিসেস ক্রেইটন ওখানে যায়, কখনো সখনো ক্রেইটনও যেতো সঙ্গে। তবে সাধারণত একাই যায় মহিলা, দোকানের কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো ক্রেইটনকে।'

'একটা ঘর-টর নিশ্চয়ই বানিয়েছে ?'

কাঁধ ঝাঁকালো লুক। 'অনেকটা সে রকমই··· আহামরি কিছু নয়। বেশ ক'বছর আগে কেউ বোধ হয় একটা ঘর বানিয়েছিলো ; ওটাকেই মেরামত করে নিয়েছে। তারপর হ্যামিল্টনের পাহারাদারের হাতে একটা 'সড হাউজ' বানিয়ে নিয়েছে।'

'নামও শুনিনি কোনোদিন, কি জিনিস ?'

'এই, কাঠের চারকোণা টুকরো ইটের মতো পর পর সাজিয়ে দেয়াল তৈরি করে তারপর ছাদ বসিয়ে দেয়া হয়—শীতকালে বরফ পড়ে যখন চারদিক শাদা হয়ে যায়, বেহেশতের মতো লাগে ঘরের

ভেতরটা। ঘর বানানোর কায়দাটা অবশ্য বেশ কঠিনই বলা যায়।'

'হ্যামিল্টনের দারোয়ান এ কাজে ওস্তাদ নিশ্চয়ই?'

'লোকে তো তা-ই বলে। লোকটার নাম ও'ব্রেইন। গরু, ঘোড়া এসবের দেখাশোনা করতে জানে লোকটা, কিন্তু একদম কাঠখোট্টা টাইপের—মানে গম্ভীর, রেগে আছে যেন সর্বক্ষণ। ইয়া বিরাট শরীর, অথচ অন্তরের একশেষ। প্রতি মাসেই একবার শহরে আসে সে।'

বারবার কেন যেন টমাসের মনে হচ্ছে, একটা কিছু চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে ওর; যেমন ভেবেছিলো, সেভাবে হচ্ছে না কিছুই—অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছে যেন ও।

বিদায় নিয়ে চলে গেল লুক শর্ট। খানিকক্ষণ নীরবে বসে রইলো ওরা। লোমাই কথা বললো আগে, তোমাকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারতাম যদি!'

'তুমি কাছে আছো, এই তো যথেষ্ট,' বললো টমাস। লোমার দিকে চেয়ে কাঁধ ঝাঁকালো ও। 'কি যে করবো, বুঝছি না। আপাতত চুপচাপ বসে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করারও দেখছি না। আদৌ যদি কিছু হয়, তখন সেই অনুযায়ীই ব্যবস্থা নিতে হবে—'

'ঠিক বলেছো' একটু থামলো লোমা। 'আচ্ছা, টম, মার্ক চাচার গোলমালের অজুহাত না পেলে, কি করবে ওরা?'

'সে কথাও নিশ্চয়ই আগে থেকেই ভেবে রেখেছে বদমাশগুলো। হিচরেইলে বেঁধে রাখা লোকদুটোকে ছাড়িয়ে নেয়ার নাম করে একটা গোলমাল বাধিয়ে বসবে হয়তো। অন্য কিছুও করতে পারে—কে জানে! ট্রেন এসে পৌঁছুলে টাকা নামানোর পর—'

'ধরো, টাকাগুলো নামালোই না, তাহলে?'

'টাকাটা ট্রেনেই রেখে দেবে ওরা, বলতে চাইছো?'

'আঁটঘাট বেঁধেই তো কাজে নেমেছে এরা, টাকা যদি অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করে থাকে! ধরো, আর কোথাও আগে থেকেই ওয়াগন বা ঘোড়ার ব্যবস্থা করে রেখেছে। এখানে প্রচণ্ড গোলাগুলি আর হট্টগোলের সুযোগে ট্রেনসুদ্ধই সটকে পড়লো. তখন?'

'কিন্তু টাকাগুলো তো ওদের নামাতে হবেই, কোথায় নামাবে?' জিজ্ঞেস করলো টমাস।

'চলো আমার সঙ্গে, দেখাচ্ছি, বেশি দূরে না।'

অচিরেই বাতাসে কাঁপা লম্বা লম্বা ঘাসের অরণ্যে পৌঁছে গেল ওরা। এখানে ওখানে বুনোফুলের শোভা। হঠাৎ চমকে উঠে ছুটে পালালো একটা খরগোশ, দৌড়ে দিগন্তে হারিয়ে গেল একপাল অ্যান্টিলোপ। ওদের ঠিক ডানেই শুয়ে আছে রেললাইন রোদ পড়ে চকচক করছে।

একটা খাদে নেমে অন্য পারে উঠে এলো ওরা। কি করে ঘোড়া চালাতে হয়, জানে মেয়েটা, ঘোড়ার পিঠে বেড়ে উঠেছে যেন

ছোট্ট একটা টিলার মাথায় রাশ টানলো লোমা, ঘোড়া থামালো টমাসও।

'ঐ যে।' ইঙ্গিত করলো লোমা, 'ওখানে।'

রেলপথ নির্মাণসামগ্রীর একটা পরিত্যক্ত গুদাম। একপাশে কতগুলো স্লিপার পড়ে রয়েছে, পাশেই পানির ট্যাংক। 'শহরে পানির ট্যাংক বানানোর আগে এখান থেকেই ট্রেনের পানি সংগ্রহ করা হতো—মালপত্রও নামিয়ে দেয়া হতো এখানেই। বাবার সঙ্গে প্রথম এ খানে এসেছিলাম, তারপর থেকে আমি আর বিল, আমার

ভাই. প্রায়ই বেড়াতে আসতাম এদিকে, ফিরতি পথে ঘোড়াকে পানি খাওয়াতাম।

'ঐযে. দেখো,' আঙুল দিয়ে ইশারা করলো লোমা, 'একটা ট্রেইল চলে গেছে দক্ষিণে. আরেকটা গেছে উত্তর-পশ্চিমে।'

'কি আছে. ওদিকে?'

'হ্যামিল্টনের জমি। ওদিককার প্রায় সব জমির মালিকই হ্যামিল্টন। ছোট্ট সুন্দর একটা কেবিন আছে তার ওদিকে; আগে আমি আর বিল যেতাম। কিন্তু ঐ ও'ব্রেইন শয়তানটা আসার পর থেকে আর যাই না। এদিকে না আসার জন্যে বিল আমাকে হাজারবার মানা করেছে।'

'শয়তান মানে, কেমন দেখতে লোকটা?'

'বিশাল দৈত্যের মতো। গোঁফ আছে, গালে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। সবসময় ওভারঅল পরে থাকে, নোংরা। কিন্তু অসম্ভব শক্তিশালী লোকটা। এক পিপে সিরকা অনায়াসে একাই ওয়াগনে তুলতে দেখেছি তাকে।'

'এক পিপে সিরকা? বলো কি! সে তো প্রায় পাঁচশো পাউণ্ড!'

'জানি। বাড়ি নেয়ার পর ওয়াগন থেকে ওটা নামাতে দুজন লোকের ঘাম ছুটে গিয়েছিলো। তখন হ্যামিল্টনের সঙ্গে শহরেই থাকতো লোকটা—দোকানের কাজে সাহায্য করতো।'

'হ্যামিল্টনকে কতটা চেনো তুমি?'

'কেন, ভালোই,' বললো লোমা, 'খুব ভালোমানুষ উনি, অথচ একেবারে নিঃসঙ্গ। অবশ্য···মাস কয়েক আগে একটা মেয়ে এসেছিলো শহরে—এমন রূপসী কিছু নয়—কোনো সেলুন-টেলুনে কাজ করে হয়তো, ওনার কাছে ভেড়ার অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু পাত্তা

পায়নি।'

হেসে ফেললো টমাস। 'ওর নজর একটু ওপরে। অন্যরকম স্বপ্ন দেখে সে। আমাকে একবার নিজের স্বপ্নের কথা বলেছে---সৌরভ ছড়ানো···অপ্সরীর মতো কোনো মেয়েই···'

আচমকা চুপ করে গেল রলিংস। পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা। 'টম, কি ভাবছো?—রেস্তোরাঁর সেই মেয়েটাই কি?— মেয়েটা দেখতে তো প্রায় পরীর মতোই, মানে—'

'লোমা, তাকিও না, এগোতে থাকো, আস্তে আস্তে সরে যাও, উত্তরদিকে।'

'কি ব্যাপার, কি হয়েছে?'

'কেউ বোধ হয়···ঐ ওয়াটার টাওয়ারের ওপর থেকে নজর রাখছে আমাদের দিকে।'

ষোলো

দুশো গজের বেশি দূরে হবে না ওয়াটার টাওয়ার, এবং বাইনাক্যুলার রয়েছে লোকটার হাতে। ওটার কাচেই আলোকরশ্মির প্রতিফলন দেখতে পেয়েছে টমাস; এদিকে নজর রাখছে লোকটা। সৌভাগ্যক্রমে সোজা পানির ট্যাংক বরাবর না গিয়ে একটু উত্তর

ঘেঁষে এগোচ্ছিলো ওরা।

'ট্রেইলে পৌঁছুনোর আগ পর্যন্ত কোনোদিকে তাকিও না,' বললো টমাস রলিংস

'কিন্তু কে হতে পারে লোকটা?' জানতে চাইলো লোমা।

'জানতে পারলে তো ভালোই হতো, কিন্তু এখন সে চেষ্টা করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।'

'আমি না থাকলে তো ঠিকই ওদিকে এগিয়ে যেতে, তাই না?'

'হয়তো·· আসলে ওদের সবকটাকে একসঙ্গে ধরতে চাই, আমি; এক-আধটাকে ধরে কোনো ফায়দা নেই···ক্রেইটনের খুনীকেও ধরতে হবে।'

'খুনী যদি পুরুষ না হয়ে থাকে?'

'কি?' ঝট করে লোমার দিকে চাইলো টমাস। 'কি বলছো?'

'মেয়েরাও তো অপরাধ করতে পারে? এমন কারো পথেই হয়তো কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ক্রেইটন, ঘোড়া খুঁজতে বেরুনোই ওর মৃত্যুর একমাত্র কারণ নয় বোধকরি।'

আড়চোখে ওয়াটার টাওয়ারের দিকে তাকালো টমাস। বাইনাক্যুলার নয়, হাতে এবার রাইফেল তুলে নিয়েছে লোকটা।

একটা ঢাল বেয়ে ট্রেইলে পৌঁছে উত্তরে ঘুরলো ওরা। আস্তে আস্তে দূরত্ব বেড়ে চললো পানির ট্যাংকের সঙ্গে। পেছনে তাকানোর ইচ্ছেটাকে গলা টিপে হত্যা করলো টমাস। প্রায় পরিত্যক্ত ট্রেইলে সাম্প্রতিককালের কোনো ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে না। এর অর্থ, পানির ট্যাংকের লোকগুলো হয় রেললাইন ধরে কিংবা দক্ষিণ দিক থেকে এসেছে।

'আরেকটু জোরে,' বললো টমাস। কদ্দুর এসেছে ওরা? তিনশো

গজ ? না, এত হবে না।

একটা মাটির ঢিবি পার হয়ে সামান্য নিচু মতো জায়গায় এসে পৌঁছুলো ওরা। একটা ক্রিক বয়ে যাচ্ছে এদিক দিয়ে ; ক্রিকের তীরে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে এক লোক।

বেশ বয়স্ক লোকটা, মুখ ভর্তি পাকা দাড়ি ; মাথায় পোকায় কাটা কুনস্কিন ক্যাপ, পরনে বাকস্কিন প্যান্ট, গায়ে শাদাকালো চেক শার্ট ; হাতে একটা রাইফেল ; কাঁধের ওপর ভাঁজ করে ফেলে রেখেছে কম্বল আর পঙকো।

'কি হে!' টমাসের বুক-পকেটে সাঁটা ব্যাজের দিকে ইঙ্গিত করলো লোকটা, 'আচ্ছা, তুমিই তাহলে নতুন মার্শাল ? তো ওদের কথা কানে গেল শেষ পর্যন্ত ?'

ঘোড়া থামালো ওরা। 'কাদের ?'

'কেন দেখনি ? পানির ট্যাংকের ওখানকার ঐ হারামীগুলোকে দেখনি ? ভাগ্যিস এই ক্রিকটা ছিলো ! নইলে পানির অভাবে স্রেফ গলা শুকিয়ে মরতাম !'

'ওদের সম্পর্কে কি জানো তুমি ?'

'কি জানি না ? জানি, জানি, সব জানি ! হারামীর বাচ্চা একেকটা। খুনী ! আরেকটু হলেই দিয়েছিলো আমাকে সাবাড় করে !'

'কবে ?'

'এই তো তিনচারদিন আগে। পানি আনতে গিয়েছিলাম, শহুরে এক ব্যাটা দাঁড়িয়েছিলো ওখানে, আমাকে বললো কেটে পড়তে, আর যেন কোনোদিন চেহারা না দেখাই। জানতে চাইলাম, সে রেলের লোক কিনা, বললো, না ; তবে ওদের পক্ষেই নাকি

কথা বলছে। বিগ ম্যাকের পক্ষে কথা বলছে কিনা তা-ও জিজ্ঞেস করলাম। ব্যাটা বললো কি, 'ঐ সব ম্যাক-ফ্যাককে চিনি না, ভাগো তো!' বললাম, বিগ ম্যাকই আমাকে যখন ইচ্ছে পানি নেয়ার অনুমতি দিয়েছে। ব্যাটা উল্টে বললো, 'রাখো, তোমার বিগ ম্যাক! আমি বলছি, পানি-টানি নেয়া যাবে না, ভাগো!

'বুঝলাম, ব্যাটা বিগ ম্যাককে চেনে না, রেলওয়ের সঙ্গেও তার কোনো সম্পর্ক নেই। কথাটা যেই বললাম, অমনি সিক্স-শুটার বের করে ধমকে উঠলো; পৈত্রিক প্রাণটা বাঁচানোর জন্যে কেটে পড়লাম আমি।

'তখনই বুঝেছি, কোনো একটা প্যাঁচ না খেকেই পারে না এসবে। বিগ ম্যাক হলো এ লাইনের ডিভিশন ইনডেনটেন্ট, সবাই তাকে চেনে, রেলওয়ের কোনো লোক তাকে নিয়ে ইয়াকি করবে, অসম্ভব! জ্যান্ত ছাল উঠিয়ে নেবে না! ম্যাক আমার বন্ধু; ওর বাবা আর আমি একসঙ্গে প্রসপেকটিং করেছি।

'সেই থেকে আশপাশে ঘুরঘুর করতে শুরু করলাম। কিন্তু আমাকে দেখে ফেললো ওরা। আসলে গা ঢাকা দেয়ার কোনো চেষ্টা করিনি তো!···কারণও ছিলো না···দেখতে পেয়েই হাতের ইশারায় আমাকে ভাগতে বললো একজন···পাত্তা দিলাম না···তারপরই শহুরে সেই হারামীটা···বুড়ো হলেও এখনো দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পাই আমি···রাইফেল তুলে গুলি করলো, মেরে ফেললো আমার খচ্চরটা···খচ্চরটা দশ বছর ধরে আমার সঙ্গে ছিলো···সেটাকেই মেরে ফেললো ওই হারামী; খোঁড়া করে দিলো আমাকে!

'কিন্তু এই বলে রাখছি, দেখো, মার্শাল, ওদের একটাকে খতম না করে নড়ছি না আমি—ঐ শহুরে শয়তানটাকেই আমি চাই। কাল এক

বার নাগালের মধ্যে পেয়েছিলাম শালাকে···কিন্তু হঠাৎ মেয়েটা এসে হাজির হলো মাঝখানে—'

'মেয়ে, মানে?'

'ওদের জন্যে খাবার-দাবার নিয়ে আসে মেয়েটা···দু'বার আসতে দেখেছি তাকে। কখনো বাকবোর্ড আবার কখনো বা ঘোড়ায় চেপে আসে।'

'কমবয়সী সুন্দরী একটা মেয়ে?'

'অনেকটা। সুন্দরী কিনা জানি না, তবে বলা যায়, আকর্ষণীয়া।'

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো বৃদ্ধের। 'আচ্ছা, তুমিই সেই নতুন লোক, শহরে আসা মাত্র মার্শাল বনে গেছো!'

'আর কেউ কাজটা নিতে রাজি হলো না যে!'

'ঠিকবলেছো, যা অবস্থা হয়েছে রডের—না হওয়ারই কথা।'

আবার রওনা হতে যাচ্ছিলো টমাস। নামটা কানে যেতেই থমকে দাঁড়ালো। 'রডের নাম বললে না?' বৃদ্ধকে ভালো করে লক্ষ্য করলো ও। 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, রড কোথায় আছে, কেমন আছে, তুমি জানো।'

'হাসালে। জানি না মানে! আমার চেয়ে বেশি জানে কে?' খিক-খিক করে হেসে উঠলো বৃদ্ধ। 'শহরের কথা ভাবতে ভাবতে এখন ঘামছে সে; আমি অবশ্য ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছি, চিন্তার কিছু নেই, সব সামলে নিতে পারবে তুমি!'

'কোথায় আছে সে?'

মাথা নাড়লো বুড়ো। 'কোথায়? জানতে চাও? ট্যাংকের ওখান-কার লোকগুলোও বোধ হয় জানতে চায় কথাটা—মানে, জানার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে।'

আবার একটু হাসলো সে। 'রডকে পেয়েছিলো ওরা, আরেকটু হলে মেরেই ফেলেছিলো প্রায়! ওকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছি আমি!'

আবারও হাসলো বুড়ো। 'সেই সময় ওদের চেহারা একবার দেখতে যদি। ভয়ে মুরগীর মতো ছুটে বেড়াচ্ছিলো সবক'টা। আর ঐ মেয়েটা চিৎকার করে সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছিলো।'

চুপ করে রইলো টমাস। লোমার দিকে চাইলো একপলক। চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে গেছে তার, হাত বুলাচ্ছে ঘোড়ার গলায়; অজান্তেই খেলা করছে ঘোড়ার লাগাম নিয়ে। 'আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই,' বললো লোমা, 'সুস্থ আছে তো এখন? মানে, আঘাতটা কি খুব মারাত্মক ছিলো?'

'মারাত্মক মানে! আমি তো ধরে নিয়েছিলাম, মরেই গেছে! কিন্তু লাশটা কারো হাতে পড়ুক, চায়নি ওরা— নিখোঁজ হয়ে গেছে রড—এমনভাবে সাজাতে চেয়েছিলো ব্যাপারটা। সবাই যাতে ধরে নেয়, ধারেকাছেই কোথাও হয়তো লুকিয়ে আছে সে। কারণ তাহলে আর শহরবাসীরা নতুন কাউকে মার্শাল বানাতো না, যেমন তোমাকে বানিয়েছে।'

শব্দ করে হেসে উঠলো বৃদ্ধ। 'তুমি মার্শাল হওয়ায় ব্যাটারা ভড়কে গেছে নিশ্চয়ই! স্রেফ বেকুব বনে গেছে। হাওয়া থেকে এসে হাজির হয়েছো তুমি, এমন ভাব করছো, যেন রডই পাঠিয়েছে!'

ভুরু কুঁচকে টমাসের দিকে তাকালো বুড়ো। 'তোমাকে এখনো ওরা খুন করেনি কেন, বুঝলাম না।'

'চেষ্টা করেছে।'

'অ—তা-ই বলো।' মাথা দোলালো বৃদ্ধ। 'আজ রাতটা টিকে থাকলে বুঝতে হবে···মহা ভাগ্যবান তুমি···এতক্ষণ পর্যন্ত তামাশা

করেছে ওরা – কিন্তু এবার যেভাবেই হোক তোমাকে সরাবেই।'

লোমার দিকে ফিরলো সে। 'রড মরগানকে দেখতে চাও, না? ঠিক আছে, চলো আমার সঙ্গে।'

'ধন্যবাদ,' বললো টমাস, 'ঠিক এ কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম –'

'আরে, আরে, দাঁড়াও! তোমাকে নেয়ার কথা কে বলেছে! আমি তো বলেছি ওকে নেবো – তোমাকে নয়।'

'কিন্তু –'

'ঠিক আছে, টমাস, বললো লোমা,' ভেবো না তুমি, আমার কিচ্ছু হবে না।'

'ভাববে? আচ্ছা, আচ্ছা! টমাসের দিকে চাইলো বুড়ো। 'হিংসে হচ্ছে? এই বুড়ো অ্যালবার্টকে হিংসে হচ্ছে, না? তোমার অবশ্য দোষ নেই। কয়েক বছর আগেও আমার জন্যে পাগল ছিলো রাজ্যের মেয়েরা। অ্যালবার্ট ফেইফারের মতো নাচনেওয়ালা লোক এই তল্লাটে আর কেউ ছিলো না। মেয়েরা···বুঝলে, মৌমাছির মতো ঘিরে থাকতো আমাকে!'

আবার লোমার দিকে ফিরলো সে। 'চলো তুমি আমার সঙ্গে, রডের কাছে যাবো আমরা। যা-ইচ্ছে করুক গে এই মার্শাল – তবে সাবধানে থাকলেই ভালো করবে সে; কারণ আজই সেই রাত। আজ রাতেই ওকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে ওরা – ওদের বাধা দেয়ার মতো অবস্থায় নেই রড মরগান।'

'অ্যালবার্ট,' বললো টমাস, 'শোনো, রডের সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার – তার পরামর্শ দরকার। দেখো, কিসের মধ্যে পড়েছি তার কোনো ধারণাই আমার নেই – কি যে করবো বুঝতে পারছি না!'

'যা করছো, ঠিকই করছো। শুধু মনে রেখো, কাউকে বিশ্বাস করা যাবে না বুঝেছো?'

চলে গেল ওরা, বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো টমাস; বুকের ভেতর তোলপাড় করছে সন্দেহ। বুড়ো লোকটার সঙ্গে মেয়েটাকে যেতে দেয়া কি উচিত হলো? কোথায় গেল ওরা?

ঘোড়া ঘুরিয়ে শহরের পথ ধরলো টমাস রলিংস। প্রথম থেকে এক এক করে সব কিছু ভাবতে লাগলো।

সম্ভাব্য ডাকাতির পরিকল্পনাটা, টাকা আসার কথা জানে শহরেরই এমন কারো মাথায় কিংবা খবর জোগাড়ের উপায় আছে বাইরের এমন কোনো লোকের মাথাতেই প্রথম এসেছে। অপরাধীদের মতি-গতি জানা আছে ওর। ওদের কাছে আসলে কোনো খবরই গোপন থাকে না যে কোনো খবর, কেউ না কেউ জানবেই, মুখ খোলার জন্যে কখনো লোকের অভাব হয় না।

আড়াই লাখ ডলার ছেলেখেলা কথা নয়। মার্ক ব্রিউয়ারের পেছনে খরচ হবে প্রায় ষাট হাজার, এর পরেও আরো অনেক ক'টা গরুর পাল আসছে; তাছাড়া বিভিন্নরকম খরচ মেটানোর জন্যেও টাকা লাগবে; পুরো টাকাটার একটা বিরাট অংশ এশহরেই খরচ হবে অবশ্য যদি খোয়া না যায়।

মোট ক জন লোক জড়িত আছে পুরো ব্যাপারটায়? ওয়াটার টাওয়ারের একজন; সে ছাড়াও আরো অনেকেই আছে নেড, ট্রেনের অচেনা লোকটা, হিচ রেইলে বাঁধা দুজন, গুলিতে আহত এক-জন···আর একজন মেয়ে।

তারপর শহরবাসীদের কেউ একজন এতে না থেকেই পারে না। শহরের কারো পক্ষেই শুধু এত দ্রুত ঘোড়াগুলো সরিয়ে ফেলা সম্ভব।

ঘোড়া ঘুরিয়ে উত্তর-পশ্চিমে এগোতে শুরু করলো টমাস। শহর থেকে যেমন মনে হয়, প্রেইরী তত সমতল নয়, এবড়োখেবড়ো। এখানে ওখানে শুকনো নালা। রেকাবে ভর দিয়ে পেছনে তাকালো ও, লোমা বা বুড়োকে দেখতে পেলো না, হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন।

উত্তর দিক থেকে শহরে এসে ঢুকলো টমাস। দেখলো, ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে এদিকে চেয়ে আছে মিসেস ক্রেইটন। ও এগিয়ে যেতেই ভেতরে ঢুকে দরজা আটকে দিলো সে।

মুখোমুখি একটা লোক দাঁড়িয়েছিলো রাস্তার ওপর, ওর জন্যেই অপেক্ষা করছে যেন। ঘোড়া থামালো টমাস। 'কি ব্যাপার?' জানতে চাইলো সে।

'মিসেস ক্রেইটন ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে বলেছেন।'

'এটা তো ক্রেইটনই আমাকে ধার দিয়েছে, বলেছে—'

'সে কথা থাক, ক্রেইটন আর বেঁচে নেই। মিসেস ক্রেইটনই এখন ঘোড়াটার মালিক। ঘোড়াটা ফেরত চেয়েছেন উনি।'

লোকটার কণ্ঠে আন্তরিকতার লেশমাত্র নেই। 'ঘোড়াটা ফেরত চেয়েছেন উনি এবং এখনই!'

'ঠিক আছে, আস্তাবলে রেখে আসছি আমি।'

'মিস্টার, আমি বলেছি, ঘোড়াটা এখনই চেয়েছেন উনি। এখানে—এই মুহূর্তে!'

বিস্ময়ে হতবাক টমাস ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এলো। 'নিশ্চয়ই! বুঝতে পারছি না, এত তাড়াহুড়োর কি হলো!'

'বুঝবেও না। চারদিকে ফিসফিস করছে সবাই—ক্রেইটন কিভাবে মারা গেল, আর তোমাকেই বা তার লাশের সঙ্গে পাওয়া গেল কেন?

'কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে উদয় হলে তুমি, কাজ করতে লাগলে ক্রেইটনের সঙ্গে; দেখলে, ভালোই চলছে ব্যবসাটা। ওরই ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়াতে লাগলে। ক্রেইটনের অনুপস্থিতিতেও কাজ করলে, টাকা নিলে, আর বলা নেই কওয়া নেই, মারা গেল ক্রেইটন—অথচ দুনিয়ায় কারো সঙ্গে কোনোরকম শত্রুতা ছিলো না বেচারার।'

লোকটার ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে অভিযোগ ঝরছে। 'লাশ খুঁজে পেলে তুমি···বললে জ্বলন্ত আস্তাবল থেকে বের করে এনেছো, কে নাকি ওটায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে!

'এসব কথায় কোনো যুক্তি আছে? কার দায় পড়েছে, তোমাকে আস্তাবলে আটকে রেখে আগুন লাগিয়ে দেবে? ক্রেইটনকে খুন করতে যাবেই বা কে? কার কি ফায়দা হবে তাতে?'

'ভুল করছো তুমি,' বললো টমাস, 'ক্রেইটনকে ভালো লাগতো আমার, সে-ও আমাকে পছন্দ করতো। আমরা—'

'তুমিই বলছো এসব কথা—কিন্তু এতসব ঘটনায় ফায়দা হচ্ছে কার? এদিকে এখন তুমিই একমাত্র কামার।

'ভেবেছো, ব্যাজ এঁটে বিরাট কিছু বনে গেছো! কিন্তু একটা কথা শুনে রাখো—'

অনেক কষ্টে রাগ দমিয়ে টমাস বললো, 'ঘোড়াটা মিসেস ক্রেইটনকে ফিরিয়ে দিয়ে আমার হয়ে ধন্যবাদ দিও। আরেকটা ঘোড়া জোগাড় করতে অসুবিধে হবে না আমার।'

'এই শহরে! কেউ দেবে না!'

রাগে-দুঃখে পাগলের মতো হোটেলের দিকে পা বাড়ালো টমাস রলিংস। হলোটা কি? পাগল হয়ে গেল নাকি মহিলা?

হ্যামিল্টনের দোকানের সামনে একজন লোক দাঁড়িয়েছিলো, ওকে দেখেই ঝট করে ঘুরে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। আরেকজন কে যেন এগিয়ে আসছিলো এদিকে, আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে উল্টো দিকে হাঁটা দিলো সে-ও।

দরজা ঠেলে হোটেলে ঢুকলো টমাস। সিঁড়িতে পা তুলতে যাবে, হঠাৎ দেখলো, ওর জিনিসপত্র···অর্থাৎ রডের জিনিসপত্র আর ওর কয়েকটা জামাকাপড় সিঁড়ির তলায় পড়ে আছে, নিতান্ত অবহেলায়।

মাথা তুলে তাকাতেই দেখলো, ওর দিকে চেয়ে দাঁত কেলিয়ে হাসছে হোটেল ক্লার্ক।

'দুঃখিত, জনাব মার্শাল। তোমার রুমটা আমাদের দরকার পড়ে গেল। অন্য কোথাও জায়গা মেলে কিনা দেখ!'

কাউন্টারের ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে দাঁড়ালো ক্লার্ক। 'তোমার মতো খদ্দেরে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। সময় থাকতে থাকতে এ শহর ছেড়ে বিদেয় হও। এখন কিছু প্রমাণ করা না গেলেও প্রমাণ শেষ পর্যন্ত মিলবেই—তখন সোজা লটকে দেবে তোমাকে। কি বললাম, শুনেছো? লটকে দেবে!'

সতেরো

ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় টমাস রাস্তায় এসে দাঁড়ালো, বোঝার চেষ্টা করলো পরিস্থিতি। বেকুব বনে গেছে ও।

ওকে খুন করার চেষ্টা করা হবে, জানতো, কিন্তু এখন যেটা করা

হচ্ছে, হত্যার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর এই কৌশল। কিছুক্ষণ আগেও শহরের প্রতিটি লোক সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলো ওকে, কিন্তু এই মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে সবাই।

ওকে খুনী হিসেবে সন্দেহ করা হচ্ছে। এবং স্বীকার করতেই হয়, যেভাবে ব্যাপারটা দেখছে ওরা, এমন ধারণা করা বিচিত্র নয়।

এই মুহূর্তে ওর কাছে কোনো ঘোড়া নেই, এমনকি মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই পর্যন্ত নেই; কারো কাছ থেকে খাবার কেনা যাবে কিনা, তাতেও সন্দেহ। কে ছড়ালো গুজবটা? কিন্তু এখন আবার সেটা জানার চেষ্টা করতে গেলে সময় ফুরিয়ে যাবে, সর্বনাশ যা ঘটার ঘটে যাবে আগেই।

হ্যামিল্টনের দোকানের দিকে পা বাড়ালো টমাস রলিংস। দোকানে একাই ছিলো হ্যামিল্টন। চশমার ভেতর দিয়ে ওর দিকে তাকালো সে।

'থাকার জন্যে একটা জায়গা খুঁজছি,' বললো টমাস, 'হোটেল থেকে আমাকে বের করে দিয়েছে ওরা।'

কাঁধ ঝাঁকালো হ্যামিল্টন। 'আমি কি করবো, বলো।' শীতল ব্যবহার 'তুমি বরং এক কাজ করো···চলে যাও এখান থেকে সময় থাকতেই শহর ছেড়ে চলে যাও। এখানে তোমার উপস্থিতি কেউ চায় না। তুমি আসার পর থেকেই উদ্ভট সব কাণ্ড ঘটে চলেছে, কেউ কেউ বলছে, তুমি নিজেই নাকি ক্রেইটন বেচারাকে খুন করেছো। সেজন্যেই বলছি, ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্যে লোকজন এক হওয়ার আগেই সরে পড়ো।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো টমাস। নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো হ্যামিল্টন, অর্থাৎ এবার বিদেয় হও। আবারো রাস্তায়

ফিরে এলো টমাস।

অসম্ভব সব ব্যাপার-স্যাপার···অথচ ঘটছে। কে ছড়ালো এই গুজব? কি উদ্দেশ্যে?

হয়তো শোকে মুহ্যমান মহিলার মনেই প্রথম এসেছে এ ভাবনা; আবার এমনও হতে পারে, ওকে ধ্বংস করে দিতেই তৃতীয় কেউ তার মনে বুনে দিয়েছে সন্দেহের বীজ। যাতে ওকে শহর ছাড়তে বাধ্য করা যায়।

হঠাৎ হিচরেইলে বাঁধা লোকদুটোর কথা মনে পড়লো টমাসের। ওদের সামনে দিয়েই তো এলো ও, অন্যমনস্ক ছিলো বলে হয়তো খেয়াল করেনি, আবার তাকালো হিচরেইলের দিকে।

নেই! উধাও হয়ে গেছে!

বোম্যান···বোম্যানের কাছেই যাওয়া উচিত এখন।

একজন লোক বিয়ার খাচ্ছিলো সেলুনে। ওকে দেখেই পয়সা চুকিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

বারের দিকে এগিয়ে গেল টমাস। 'কি, তুমিও ফিরিয়ে দেবে নাকি আমায়?'

নির্লিপ্ত বোম্যানের চেহারা। 'কি নেবে, বলো?'

'বিয়ার।'

বিয়ার ঢেলে গ্লাসটা ওর সামনে রাখলো বোম্যান। 'ছোট্ট শহর তো, খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে কথাবার্তা। ক্রেইটন খুন হলে কার লাভ, প্রশ্ন উঠলো, তোমার নামটাই উঠে এলো সবার আগে। ক্রেইটনকে পছন্দ করতো সবাই, তাকে নিয়ে এর আগে কোনো ঝামেলাও হয়নি। যেই তুমি শহরে এলে, ওর দোকানে কাজ করলে, হঠাৎ করে খুন হয়ে গেল লোকটা···লাশটাও খুঁজে পেলে তুমিই, কিন্তু

সব প্রমাণসহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল আস্তাবলটা।'

টমাসের দিকে চাইলো বোম্যান। 'খাবার টাবার কিছু দেবো?'

'নাহ্···খিদে নেই।'

'তেমন কিছু অবশ্য আমার কাছে নেইও—বেশি হলে এক বাটি চিলি আর ক্র্যাকার দিতে পারি। অনেকদিন আগে বেশ কিছুদিন টাকসনে ছিলাম·· ওখানে এমন কোনো রেস্তোরাঁ পাবে না, যেখানে এই জিনিস নেই···চিলি আর সীমের বিচি আর হয়তো গরুর মাংস। খাবারটার ওপর আমার বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিলো ভাবতে পারো, কিন্তু আসলে মোটেই তা হয়নি।'

দুটো বাটিতে করে গরম চিলি আর ওয়েস্টার ক্র্যাকার বারের ওপর রাখলো বোম্যান। 'আমি কি ভাবছি, শুনবে? ক্রেইটনকে তুমি খুন করেছো—এটা একটা ডাঁহা মিথ্যা কথা, তোমাকে ও খুব পছন্দ করতো, আমি জানি, তুমিও বোধ হয় পছন্দ করতে ওকে।'

'সামান্যই আলাপ হয়েছিলো আমাদের, তাতেই লোকটাকে আমার ভালো লেগে গিয়েছিলো।'

সিগার ধরালো বোম্যান। 'অনেক শত্রু তৈরি হয়ে গেছে তোমার—তোমাকে খাওয়াচ্ছি, আমারও শত্রু হবে তারা।'

'বেশ, দূরেই থাকবো না হয় আমি।'

'না, না, তার দরকার নেই।' সিগার টানতে টানতে ভাবলো বোম্যান। 'আসলে তোমার শত্রুরা তো আমার শত্রু হয়েই আছে।'

বারের ওপর থেকে বিয়ারের গ্লাসটা নিয়ে ঢেকে রাখলো সে। 'ট্রেনে করে যে টাকাগুলো আসছে, তাতে আমারও ভাগ আছে।'

'কত?'

'প্রায় দেড় লাখ ডলার। শহরের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের হাজার

পঞ্চাশেক থাকতে পারে—ক্রেইটন আর হ্যামিল্টনের টাকাও আছে।'

'বুঝলাম না, তোমার একার এত টাকা কেন?'

'আমরা সবাই মিলে গরুর ব্যবসা করতে চেয়েছিলাম—আমার পক্ষেই সবচেয়ে বেশি ঋণ জোগাড় করা সম্ভব, সেজন্যেই এত টাকা আনতে রাজি হয়েছি।'

চিন্তিত চেহারায় বোম্যানের দিকে তাকালো টমাস। তারপর আবার খাওয়ার দিকে মন দিলো। খাবারটা ভালোই···খিদেও পেয়েছে। এখনো মনে হচ্ছে, কিছু একটা যেন চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। আসন্ন প্রলয়-আশঙ্কা আচ্ছন্ন করে তুলতে চাইছে ওকে।

'বোম্যান,' হঠাৎ বললো রলিংস। 'তোমার জায়গায় আমি হলে দোকান বন্ধ করে লুকিয়ে পড়তাম। তোমার সময়ও ফুরিয়ে আসছে বোধ হয়।'

'মানে?'

'এইমাত্র বললে না, বেশির ভাগ টাকাই তোমার? তাই তোমাকেও সরানোর চেষ্টা হবে। ঘটনাস্থলে আমার আগমনে ওদের পরিকল্পনায় বাধা পড়েছে, রড ছাড়া আর কাউকে খুন করার ইচ্ছে সত্যি ছিলো না ওদের···করতোও না। কিন্তু যেই আমি এলাম, ওদের হিসেবে গোলমাল হয়ে গেল, মারা পড়তে হলো ক্রেইটনকে; আমাকে সরিয়ে দেয়াটাও জরুরী হয়ে পড়লো ওদের কাছে—এখন পর্যন্ত না পারলেও, চেষ্টার অন্তত ত্রুটি রাখেনি।

'এ মুহূর্তে শহরছাড়া করতে চাইছে আমাকে, হোটেল রুমটা কেড়ে নেয়া হয়েছে; খাবো যে এমন একটা জায়গা পর্যন্ত নেই, কেড়ে নেয়া হয়েছে ঘোড়াটাও। আমি গেলে ওরা খুশিতে বগল বাজাবে যদিও, কিন্তু বাজি রেখে বলছি, স্টেশন এজেন্টও আমার

কাছে টিকেট বিক্রি করতে রাজি হবে না।'

'ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে?'

'শহরেরই কেউ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে পুরো ব্যাপারটায়। সন্দেহজনক কিছু নিশ্চয়ই চোখে পড়েছিলো রড মরগানের। নইলে ঠিকই জাল গুটিয়ে ফেলতো ওরা।' একটু থামলো টমাস, তারপর জানতে চাইলো, 'আচ্ছা, রডকে এখানে আনার প্রস্তাবটা কে তুলেছে?'

'আমি। জজ লুথার স্যাম্পেল সায় দিয়েছে, সায় দিয়েছে ক্রেইটনও। হ্যামিল্টন প্রথম দিকে রাজি থাকলেও, নতুন মার্শাল এখনকার মার্শালের চেয়ে বদ হতে পারে ভেবে বিপক্ষে ভোট দেয় শেষে।'

'ক্রেইটন পক্ষে ছিলো শেষ পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ।'

খাওয়া শেষ করে বিয়ারটুকু গলায় ঢাললো টমাস।

'রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ো না তুমি। আমি কোথায় থাকবো, জানি না, তবে এটুকু বলতে পারি, আমাকে শহর ছাড়া করা এতো সহজ হবে না। কোথাও না কোথাও একটা ঘোড়া পাবোই—'

'বেশ ক'টা ঘোড়া আছে আমার কাছে। যেটা খুশি নিতে পারো তুমি। দরকারী সব কিছুই আছে কোরালে।' বারের নিচ থেকে একটা শটগান বের করে আনলো বোম্যান। 'আমার কাছে এটাও আছে, লাগলে—'

'না, না, তুমি এখানেই থাকো, আশ্রয়ের প্রয়োজন হতে পারে আমার।'

একটু থেমে রৌদ্রকরোজ্জ্বল রাস্তার দিকে চোখ ফেরালো টমাস, ফাঁকা। খারাপ কথা।

'মিসেস ক্রেইটনকে কতোটা চেনো তুমি, বোম্যান?'

সেলুনমালিকও ধূলিধূসর রাস্তার দিকে চোখ ফেরালো। 'এই মোটামুটি,' নিরাসক্ত কণ্ঠে বললো সে। যেন মহিলা প্রসঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী নয়। 'সবসময় নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে···কারো সঙ্গে তেমন মেলামেশা নেই, আলগা আলগা থাকাই তার স্বভাব।

'ক্রেইটন অবশ্য ঠিক উল্টো স্বভাবের ছিলো—আড্ডা দিতে খুব ভালোবাসতো সে, তবে চলতো খুব হিসেব করে; কি করতে যাচ্ছে বুঝে-শুনে তবেই পা বাড়াতো। মিসেস ক্রেইটনের কথা যা বলছিলাম, মাঝে মাঝে···' ইতস্তত করলো বোম্যান, 'মাঝে মাঝে অবশ্য মনে হয়েছে, মহিলা নিজেকে আমাদের তুলনায় অনেক বড় মনে করে।'

'আর তার ভাই?'

'সে-ও একইরকম, অসামাজিক। তবে ওদের দু ভাইবোনের খুব খাতির—একজন আরেকজনের সুবিধে অসুবিধে সবসময় দেখে। লোকটা মাঝেমধ্যে অবশ্য এখানে আসে, একআধ বোতল মদ কিনে চলে যায়।' ভুরু কুঁচকে উঠলো বোম্যানের। 'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, গত ক'দিনে অনেক বেশি মদ কিনেছে সে; কখনো দুবোতল, আবার কখনো একসঙ্গে তিনবোতল পর্যন্ত মদ নিয়ে গেছে।'

'মাতাল হয়ে যাচ্ছে নাকি?'

'কিন্তু কই মাতলামোর কোনো লক্ষণ তো দেখলাম না তার মধ্যে। উঁহুঁ···তেমন কিছু বোধ হয় না।'

'আর কিছু নেয় না—যেমন, তরিতরকারী?'

কাঁধ ঝাঁকালো বোম্যান। 'না···এসবের খবর অবশ্য হ্যামিল্টনই ভালো জানবে।'

'ভাবছি আর কারও জন্যে নিচ্ছে নাকি হুইস্কিগুলো? শহরে

আসতে চায় না এমন কেউ ?'

উঠে দাঁড়ালো টমাস। বাটি আর গ্লাস ধুয়ে হাত মুছলো বোম্যান। সেলুনের ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা। আবার রাস্তার দিকে তাকালো টমাস রলিংস। রোদ-বৃষ্টির অত্যাচারে সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে শহরের দালান-কোঠা। প্রেইরীর জলবায়ু খুব তাড়াতাড়ি পুরোনো করে দেয় পশ্চিমের শহরগুলোকে।

ঘূর্ণি হাওয়ায় নেচে উঠলো রাস্তার ধুলো। হিচ রেইলে বাঁধা একটা ঘোড়া পা ঠুকলো মাটিতে। কামারের হাতুড়ির শব্দ এখন আর কানে আসছে না, হারিয়ে গেছে।

কত ভালো লোক ছিলো ক্রেইটন; সত্যিকার ভালোমানুষ। অথচ এখন আর বেঁচে নেই সে···বেঁচে থাকতে দেয়া হয়নি···যে মুহূর্তে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো, ঠিক তখনই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া হলো লোকটাকে।

এটাই কি একমাত্র কারণ ?—নাকি কারো পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো সে ?

অস্থির লাগছে টমাসের। কি ঘটছে এখানে! মনে পড়ে যাচ্ছে নিউ ইয়র্কের কথা, ওখানে অন্তত শত্রুর পরিচয় জানা ছিলো, অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়নি। এখানে, এ শহরে কোনোরকম ঝামেলায় জড়ানোর ইচ্ছে ছিলো না টমাসের, নিউ ইয়র্কেই ফিরে যেতে চেয়েছিলো ও—টিকেট পর্যন্ত কেনা হয়ে গিয়েছিলো···

হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্যে কি যেন নড়ে উঠলো রাস্তায়। এক্সপ্রেস অফিসের সামনে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে এক লোক, হাতে রাইফেল।

কয়েক মুহূর্ত সেদিকে চেয়ে রইলো টমাস, ধীরে ধীরে চোখ

সরিয়ে তারপর আশেপাশে নজর বুলালো। চিন্তার ঝড় বইছে মাথার ভেতর।

তৈরি হয়ে গেছে ওরা—ওকে খুন করার জন্যে মুখিয়ে আছে যেন। ও-ই ক্রেইটনকে হত্যা করেছে—কথাটা বিশ্বাস করিয়ে শহরের বেশ কিছু ভালো লোককেও টেনে নিয়েছে দলে।

ঘাড় ফিরিয়ে বোম্যানের দিকে তাকালো টমাস। 'দোকান বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকো। আমি ছাড়া কাউকে ঢুকতে দিও না।' একটু ভাবলো ও। 'এবার ব্যাপারটা বোধ হয় বুঝতে শুরু করেছি আমি—বোম্যান, প্রথম থেকে তুমিই ছিলে আসল শিকার, মানে, অন্য কোনো মতলব থাকলেও, তোমার টাকাটাই আসলে লুট করতে চাইছে ডাকাতরা। তোমার ঘোড়া নিয়ে এখনই মার্ক ব্রিউয়ারের কাছে সাহায্য চাইতে যাবো আমি।'

শটগান হাতবদল করলো বোম্যান। মাথা ঝাঁকালো। 'ঠিক আছে, টমাস, আমি অপেক্ষা করছি; কিন্তু দোহাই লাগে, ফিরে এসো, দয়া করে।'

বারের ওপর শটগান রেখে কপালের ঘাম মুছলো বোম্যান। 'কিন্তু ওরা তোমাকে এখন শহর থেকে বেরুতে দেবে কি? এতক্ষণে আমার ঘোড়াগুলো আটকে ফেলেছে হয়তো। কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চাইবে না ওরা।'

এ ব্যাপারে টমাসও একমত। আবার রাস্তার দিকে চেয়ে ভাবনাগুলো গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো ও। শহরেরই একজন কেউ আছে এসবে—কে?

প্রশ্নটা খোঁচাতে লাগলো ওকে। অন্তত শত্রুর পরিচয় জানলে, এগোবার একটা উপায় বের করা যেতো।

'হ্যালিন্টন সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?' হঠাৎ জানতে চাইলো টমাস।

'তারও তো টাকা খোয়া যাচ্ছে। যা হোক, একাজের বুদ্ধি ওর মাথা থেকে আসবে, তেমন মনে হয় না আমার।'

'এরকম চুপচাপ স্বভাবের লোকগুলোই কিন্তু ভেতরে ভেতরে দারুণ চালু হয়,' বললো টমাস, 'ওদের বোকা ভাবতে যেয়ো না।' রাস্তার দিকে চেয়ে কথা বলছে ও, ভাবছে, আর বেশি সময় হাতে নেই।

তিক্ত কণ্ঠে বিড়বিড় করে উঠলো ও। 'মুশকিল হলো, কিছু ভালো লোকও আমায় ভুল বুঝে বসে আছে—অথচ বিনা কারণে কেউ প্রাণ হারাক, আমি চাই না।'

ঘাড় ফেরালো রলিংস। 'মেয়েটা এসবে আছে, জানি—নেড না কি যেন নাম, ঐ লোকটাও আছে; কিন্তু গোটা শহরটাকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুললো কে? বুঝতে পারলাম না। বাইরের কেউ না, নিশ্চিত; শহরেরই কেউ, এমন কেউ, যার কথা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করবে সবাই।'

'কে হতে পারে?'

ঘাড় ফিরিয়ে বোম্যানের দিকে তাকালো টমাস। 'তোমার কথাই বিশ্বাস করবে সবাই, বোম্যান!'

'কিন্তু আমি কেন এমন গুজব ছড়াবো? তুমিই তো বললে, সবচেয়ে বেশি টাকা আমার, সবচেয়ে বড় লোকসানটা হতে যাচ্ছে আমারই—অনেক বেশি টাকা ধার নিয়ে ফেলেছি, টাকাগুলো লুট হলে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবো। তো কেন আমি খামোকা এমন কথা রটাতে যাবো?'

'তাহলে জজ লুথার স্যাম্পেল ?'

'ও ? প্রাণ গেলেও না। ওর মতো ভালো আর সৎ লোক খুব কম আছে। শহরের সত্যিকার অর্থে কোনো ভালো লোক থাকলে—'

থেমে গেল বোম্যান। 'আচ্ছা টমাস, তুমি বলেছিলে না, সেই মেয়েটাকে দক্ষিণ দিক থেকে আসতে দেখা গেছে ?'

'হ্যাঁ···এ ব্যাপারেই ক্রেইটনের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। কোনো সন্দেহ নেই, মেয়েটা কার ঘোড়া চালাচ্ছে, চিনে ফেলেছিলো ক্রেইটন।'

দুজনের জন্যে দু গ্লাস বিয়ার ঢাললো বোম্যান। বারের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলো, তারপর অনিচ্ছার সঙ্গেই বললো, 'হ্যামিলটনের একটা ঘর আছে ওদিকে।'

'জানি। সে কথাই ভাবছিলাম। হ্যামিলটনই রড মরগানকে আনার বিরোধিতা করেছিলো।'

শূন্য রাস্তায় চোখ বুলালো টমাস। দুজন রাইফেলঅলাকে দেখা যাচ্ছে এখন; এই সেলুনের দিকে চোখ রাখছে। সামনে যখন এই, পেছনের অবস্থাও সুবিধের নয় বলেই মনে হচ্ছে। ঘড়ির দিকে চাইলো ও। আর প্রায় এক ঘণ্টা কিন্তু কি করার আছে ওর ? কিছু করতে গেলেই গুলি খেতে হবে। শত্রুপক্ষ জিতে যাচ্ছে··· অবশেষে হেরে যাচ্ছে ও নিজেই। এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে, এমন মনে করলো ও কোন্ সাহসে ? রড মরগানের সমকক্ষ হওয়ার মতো কি যোগ্যতা আছে ওর ?

লোমার কথা মনে পড়লো হঠাৎ। রহস্যময় এক বৃদ্ধের সঙ্গে গেছে মেয়েটা···রডের সঙ্গে দেখা করতে···কিন্তু কোথায় ? ওর বাবা কিংবা ভাই কি জানে, কোথায় গেছে মেয়েটা ? ভাই ? আচ্ছা

কেমনতরো গর্দভ ছেলেটা ?

লুক শর্টই বা গেল কোথায় ? কার পক্ষে আছে সে এখন ? অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলো টমাস। প্রতিটি দরজা জানালার দিকে তাকাচ্ছে ও। হঠাৎ কোনো অদৃশ্য হাতের স্পর্শে শহরের সবক'টা দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে।

দুর্বৃত্তদের জন্যে সুবর্ণসুযোগ। সব কিছুই এখন তাদের আয়ত্তে চলে গেছে। এত সহজে কাজ আদায় হবে, নিজেরাও বোধ হয় ভাবতে পারেনি তারা। শহরের সঙ্গে মার্ক ব্রিউয়ারের কোনো-রকম সংঘাত বাধছে না, একটা সেলুনে বন্দী হয়ে আছে শহরের একমাত্র অফিসার, গোলাগুলির আশঙ্কায় রাস্তা ছেড়ে সরে পড়েছে শহরের লোকজন ; একটু পরেই টাকা নিয়ে পৌছুবে ট্রেনটা, টাকা নামানোর পরপরই আবার ছেড়ে যাবে। কোনোরকম বাধাবিঘ্ন ছাড়াই সব টাকা চলে যাবে তাদের হাতে।

টাকার চালানটা যার বুঝে নেয়ার কথা, সেই বোম্যানও আটকা পড়ে আছে এখানে। মাত্র কয়েক মিনিটের বদলে এখন প্রচুর সময় পাবে লুটেরারা মতলব হাসিলের জন্যে—তাড়াহুড়ো করতে হবে না। ভাবতে গিয়ে খেপে উঠলো টমাস। হেরে গেছে ও।

সত্যি কি হেরে গেছে ?

হঠাৎ খিস্তি করে উঠলো টমাস। নির্জন রাস্তায় চোখ রাখলো আবার। ট্রেনটা আসবে, টাকা নামানো হবে, তারপর আবার চলে যাবে ওটা। কিন্তু টাকাগুলো নিয়ে কি করবে ওরা ? কোথায়, কোন-দিকে যাবে ?

'আমার বিশ্বাস, হ্যামিলটন আছে এই চক্রান্তের পেছনে,' হঠাৎ বললো টমাস, 'হয়তো প্রথম থেকেই, এমনকি বুদ্ধিটাও হয়তো তার।'

কোনো জবাব দিলো না বোম্যান। বিয়ারের গ্লাসের দিকে একবার তাকালো, তারপর গলায় ঢাললো অবশিষ্ট পানীয়টুকু।

'ঐ মেয়েটাই এসবের মূলে রয়েছে,' বললো টমাস, 'ওর জন্যেই হচ্ছে সববিছু, জড়িয়ে পড়েছে হ্যামিলটন। আবার এ-ও হতে পারে এখানে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলো সে, হয়তো মুক্তি পেতে চেয়েছে এসব থেকে,' হাতের ইশারায় চারপাশ দেখালো ও।

'হ্যাঁ, প্রথম থেকেই খুব অসুখী ছিলো সে,' বললো বোম্যান। 'এ শহরে থেকে গেলেও, ওর আশানুযায়ী এগোয়নি কিছুই। শহরটা আরো দ্রুত বেড়ে উঠবে আশা করেছিলো হয়তো সে, ভেবেছিলো জিনিসপত্রের দামও বাড়বে। কিন্তু,' কাঁধ ঝাঁকালো বোম্যান, 'ওর প্রত্যাশা পূরণ করতে পারলো না এ শহর।'

ঘড়ি দেখলো টমাস রলিংস। কয়েকটা মিনিট মাত্র কেটেছে। বারে এসে অবশিষ্ট বিয়ারটুকু শেষ করলো।

ফ্রিম্যান থাকলে এখন কি করতো? সোজা ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতো সে, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ঠেকিয়ে দিতো ওদের; একই কাজ করতো হয়তো রড মরগানও।

খালি গ্লাসের দিকে তাকিয়ে একটু ভাবলো রলিংস। হঠাৎ ওয়াটার টাওয়ারের কথা মনে পড়ে গেল। লোকজনকে ওখান থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে এত ব্যাকুল কেন ওরা? ওখানে কি প্রয়োজন তাদের?

ধরা যাক, টাকাগুলো শহর পর্যন্ত পৌঁছুতেই দেয়া হলো না, ঐ ওয়াটার টাওয়ারের কাছেই ট্রেন থেকে নামিয়ে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই পালিয়ে গেল বদমাশগুলো, তাহলে? লোমা তো এ কথাই বলছিলো।

হ্যামিলটন জড়িত থাকলে এ সম্ভাবনা মোটেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ ওর জায়গাটা ওয়াটার টাওয়ার থেকে খুব বেশি দূরে না, ঘোড়া তো বটেই, সম্ভবত ওয়াগন কিংবা বাকবোর্ডও আছে তার ওখানে।

'এসব মোটেই ভালো লাগছে না আমার কাছে,' বোম্যানের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো টমাস, 'কিছুই মেলাতে পারছি না ঠিকমতো, অস্বাভাবিক সব লোকদের জড়িত দেখতে পাচ্ছি; প্রচণ্ড লোভী মনে হচ্ছে সবাইকে।'

রাগের সঙ্গে মাথা নাড়লো ও। 'জানি, সব আমার কল্পনা। আসলে কোনো প্রমাণই নেই আমার হাতে। কিন্তু আমি যা ভাবি, তা-ই সত্যি হয় শেষ পর্যন্ত। দুর্বৃত্তদের কাজকর্ম আমার কাছে ঠিক যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে না, সেজন্যেই ভাবছি, আর কারো বোধ হয় ভিন্ন কোনো মতলব রয়েছে।'

'টমাস!' আঙুলের ইশারা করলো বোম্যান। 'দেখো!'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো রলিংস। শাদা বাকস্কিন কোট পরা এক তরুণ রাস্তার ওপর ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াচ্ছে।

উইন কুনী!

ব্লুও রয়েছে সঙ্গে, কাছেই ঘোড়া বাঁধছে। কাঁধের ওপর দিয়ে সেলুনের দিকে তাকিয়ে উইনকে কি যেন বললো সে।

একটা দরজা খুলে বেরিয়ে এলো হ্যাংক কুনী।

'তিনজন! তিনজন আসছে ওরা তোমাকে মারতে!'

'সত্যি, ভাবনার কথা, বোম্যান, তিনজন!'

'কাপুরুষের দল,' তিক্ত কণ্ঠে বললো বোম্যান। 'পুরো শহরটা তোমার বিরুদ্ধে খেপে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে, তারপর গর্ত

ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে শালারা !'

'তবে সুবিধেজনক অবস্থায় রয়েছি কিন্তু আমিই,' বললো টমাস। 'একেকটা গর্দভ ছাড়া আর কিছুই না ওরা।'

'সুবিধেজনক অবস্থায় আছো মানে, পাগল হয়ে গেলে নাকি ?'

'না, বোম্যান, পাগল হইনি,' বললো রলিংস, 'ভেবে দেখো, একা বলেই আমি কিন্তু বেশি শক্তিশালী। কারণ কারো ওপর নির্ভর করতে পারছি না আমি, যা করার একাই করতে হবে। কিন্তু ওরা রয়েছে তিনজন, একে অন্যের আশায় বসে থাকবে, নিজের প্রাণ বাঁচাতে পিছিয়ে যাবে।'

হাসলো রলিংস। 'ওরা বরং আমার উপকারই করেছে বলা যায়, বোম্যান। কারণ এখান থেকে জ্যান্ত বেরুনোর এখন এটাই একমাত্র রাস্তা। সবাই তামাশা দেখতে দাঁড়িয়ে থাকবে, মনে করবে কুনীদের হাতেই খতম হয়ে যাবো আমি।'

'শটগানটা লাগবে ?'

'না, থাক। তোমার লাগতে পারে। সিক্স শুটারেই চলবে আমার। তবে অন্য কোনো বন্দুক থাকলে দিতে পারো।'

'সত্যি সত্যি বাইরে যাচ্ছো তুমি ?'

'হ্যাঁ।' বোম্যানের কাছ থেকে একটা বন্দুক নিয়ে চেক করে দেখলো টমাস। 'যাচ্ছি। যেতেই হবে। কাজটা শেষ না করে থামছি না আমি।'

দরজায় হাত রেখে মুহূর্তের জন্যে থামলো রলিংস। রাস্তার ওপর একসঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ওরা তিনজন। একটু পর পর তাকাচ্ছে সেলুনের দিকে।

'কাজটা শেষ করে নিউ ইয়র্কে ফিরে যেতে হবে আমাকে।

আমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকবে ওরা। ফ্রিম্যানকে কথা দিয়েছি, ওঁকে বুঝিয়ে দিতে চাই, পালাইনি আমি। সাবধানে থেকো, বোম্যান।' দরজা খুলে বাইরে পা রাখলো টমাস।

সেলুনের দিকে পা বাড়ালো তিন শত্রু।

আঠারো

আতঙ্কিত হওয়া উচিত—অথচ তিলমাত্র ভয় পাচ্ছে না টমাস। তিন-জন সশস্ত্র লোক এগিয়ে আসছে—ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়াই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু ভয় পাচ্ছে না ও; এবং সেকারণেই অস্বস্তি বোধ করছে, দেহের প্রতিটি কোষ সমস্বরে বলছে, ভয় পাওয়া উচিত। তিনজনের বিরুদ্ধে একা—কঠিন সমস্যা!

হ্যাংক কুনীর আরও দু'ছেলের কথা মনে পড়লো হঠাৎ—ডাণ্ডি আর উইলসন। নাম শুনলেও এখনো ওদের কাউকে সামনাসামনি দেখা হয়ে ওঠেনি। ছেলেদুটোর কথা ভাবতেই বুঝতে পারলো টমাস, কেবল সামনের তিনজন নয়, বিপদ আরো ভয়ঙ্কর!

ওর চোখকে ব্যস্ত রাখছে এরা তিনজন—আশপাশেই কোথাও ওত পেতে বসে আছে বাকি দুজন।

পাঁচজন··· এ তো অনেক! বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে রলিং-

সের কপালে। কিন্তু মোটেও ভয় পাচ্ছে না; বরং বুকের ভেতর অদ্ভুত এক বিজয়-উল্লাস অনুভব করছে ও। এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারবে—সামনাসামনি শত্রুর মোকাবিলা করেই সে অভ্যস্ত।

হ্যামিল্টনের দোকান···হ্যাঁ, এক কিংবা একাধিক লোক হয়তো অপেক্ষা করছে ওখানে, চোখের কোণে ধরা পড়ছে অস্পষ্ট নড়াচড়া। সেলুন থেকে মাত্র তিন কদম এগিয়েছে টমাস. বারান্দার ছাদের খুঁটিগুলো রয়েছে বাঁয়ে, ছায়াতেই আছে এখনো—শত্রুরা রয়েছে উজ্জ্বল সূর্যের নিচে। ঠিক এই সময় অন্য লোকটাকে দেখলো রলিংস, দাঁড়িয়ে আছে হোটেলের সিঁড়িতে হাতে রাইফেল তুলে তাক করছে।

আচমকা বাইরে পা বাড়ালো হ্যামিল্টনের দোকানের লোকটা। কালো কোট গায়ে গলায় লাল রুমাল প্যাঁচানো লোকটাকে এক ঝলক দেখলো রলিংস, নিমেষে পিস্তলের বাঁট স্পর্শ করলো ওর হাত।

হঠাৎ ডানদিক থেকে চেঁচিয়ে উঠলো একটা কণ্ঠ, 'উইন!' লুক শর্ট।

এবং সাথে সাথে গুলি করলো টমাস। হ্যাংক কুনীর মাথার ওপর দিয়ে হোটেলের সিঁড়িতে দাঁড়ানো রাইফেলধারীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েই চোখের পলকে ডানে ঘুরলো ও, দোকান থেকে বেরিয়ে আসা দ্বিতীয়জনের উদ্দেশে টিপে দিলো ট্রিগার।

এতই দ্রুত আর অপ্রত্যাশিত ওর অ্যাকশন—ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ওরা। ভেবেছিলো, সামনের লোকগুলোই টমাসের নজর আকৃষ্ট করে রাখবে। টমাস গুলি করার প্রায় সাথে সাথেই ডান, বাম দুদিক থেকেই গুলির শব্দ ভেসে এলো মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লো

উইন, শূন্যে হাত তুলে দৌড়ুতে শুরু করলো ব্লু।

টমাসকে নিশানা করে বন্দুক তুললো হ্যাংক কুনী। কিন্তু··· আরে, ব্যাপার কি? ···এত ধীরে ধীরে উঠছে কেন ওটা! বাঁ-দিক থেকে আবার ভেসে এলো প্রচণ্ড গুলির আওয়াজ। চরকির মতো একটা পাক খেয়েই দড়াম করে আছড়ে পড়লো সাবেক মার্শাল।

দুর থেকে ট্রেনের অস্পষ্ট হুইসেল ভেসে এলো।

রাইফেল হাতে সাবধানে এগিয়ে এলো লুক শর্ট, দাঁড়ালো ধুলোয় লুটানো লাশ দুটোর পাশে।

কালো কোট আর একই রঙের টুপি মাথায় এক তরুণও এগিয়ে এলো এবার। ছেলেটাকে চেনে না টমাস, আগে দেখেছে বলেও মনে করতে পারলো না।

রাইফেলটা ডান হাত থেকে বাঁ-হাতে বদল করতে করতে টমাসের সামনে এসে দাঁড়ালো তরুণ, ডানহাত বাড়িয়ে ধরলো। 'বারবার আমাকেই আসতে হবে নাকি তোমাকে বাঁচাতে?' জানতে চাইলো সে।

বোকার মতো চেয়ে রইলো টমাস। চেহারাটা যেন এখন চেনা-চেনা লাগছে·· কিন্তু···

'সেই যে নিউ ইয়র্কে,' আবার বললো তরুণ, 'এই এতটুকু ছিলাম আমরা। জ্যাকব ফ্রিম্যান আমাদের দুজনকেই বাঁচিয়েছিলো —মনে নেই?'

'ওহ্-হো! আরে বলো কি! আমি···

'আমি বিল পেনডেলটন···তোমার ভাই। বহুদিন পর দেখা হলো তোমার সঙ্গে।'

আবার ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল, আরেকটু কাছে।

বিলের সঙ্গে হাত মেলালো টমাস।

হঠাৎ সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে।

'পরে কথা হবে, বিল!' দৌড়ে গিয়ে উইন কুনীর ঘোড়ার বাঁধন খুলে লাফিয়ে ওটায় চেপে বসলো রলিংস।

ওয়াটার টাওয়ার! ওখানেই হবে ডাকাতিটা। স্টেশনে ট্রেন পৌঁছুনোর প্রয়োজনই হবে না। শহর ছেড়ে বেরিয়ে আসার পরেই টমাসের মনে হলো, ভুল হয়ে গেছে—একা বেরিয়ে পড়া উচিত হয়নি মোটেই।

অনেক কজন লোক থাকবে ওখানে···থাকবে মেয়েরাও··· মেয়েরা? এ কথা মনে এলো কেন? পরমুহূর্তে বুঝলো, এই পুরো চক্রান্তে অন্তত দুটি মেয়ে না থেকেই পারে না—নইলে মিলছে না।

দুটি মেয়ে—এরা অবশ্য থাকতে পারে আবার না-ও থাকতে পারে; তারপর নেড, সশস্ত্র থাকবে লোকটা। ট্রেনের সেই অচেনা লোকটাও থাকতে পারে—ব্যাটার চেহারাটা একবার দেখতে চায় টমাস। জোর করে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেয়ার মজা টের পাইয়ে দিতে হবে।

চলার গতি কমিয়ে আনলো টমাস। আর মিনিটখানেকের মধ্যেই ট্রেনটা দেখতে পাবে ও।

বিলের কাছে লোমার কথা জিজ্ঞেস করার কথা মনেই ছিলো না। ঘরে ফিরেছে তো মেয়েটা? নিরাপদে আছে তো? এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা জিজ্ঞেস করতে ভুল হয়ে গেল, নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে টমাসের। আর ঐ বুড়ো?—অ্যালবার্ট—সে ই বা কোথায়?

টিলার মাথায় উঠে ট্রেনটা দেখতে পেলো টমাস। পানির ট্যাং-

কের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, পানি নিচ্ছে ত্রিসীমানায় কারো ছায়া পর্যন্ত নেই।

ভুল হলো না তো?—আবার শহরের দিকে ছুটতে হবে? ঢাল বেয়ে নেমে এসে ট্রেনের পাশে ঘোড়া থামালো টমাস। তীক্ষ্ণ চোখে আগাগোড়া দেখলো ট্রেনটা। সাধারণ ট্রেনগুলোর তুলনায় বেশ দীর্ঘ —কমপক্ষে আটটা বগি—একটা এক্সপ্রেস কার, একটা ব্যাগেজ কার, একটা প্যাসেঞ্জার কোচ, চারটে মালগাড়ি এবং একটা ক্যাবুজ।

সিক্স শুটারটা। চেক করতে গিয়েই বিব্রত বোধ করলো ও। গুলি ভরার কথা খেয়ালই নেই। নতুন করে গুলি ভরে বন্দুক তৈরি করে নিলো। জিনের স্ক্যাবার্ডে একটা রাইফেলও রয়েছে। উইন কুনীর হাতে কি ছিলো? মনে নেই। আসলে এত দ্রুত ঘটে গেছে ঘটনা, কোনো কিছু ভাবার কিংবা খেয়াল করার অবকাশই মেলেনি।

মোট দুজনকে গুলি করেছে ও—দুজনই বোধ হয় মারা গেছে হ্যাংকের অন্য দুছেলেই হবে এরা।

কারা যেন চলাফেরা করছে ট্রেনের ওপাশে। চাপাকণ্ঠে খিস্তি করলো কে যেন। ঝনঝন শব্দে বেজে উঠলো ট্রেনের শিকল। ধড়াস ধড়াস করছে টমাসের বুকের ভেতরটা। ট্রেনটা আবার এগোলেই—

ক'জন থাকতে পারে ওপাশে? অনেক!

হঠাৎ ব্রেকম্যানকে দেখতে পেলো টমাস, সিগন্যাল দিচ্ছে লোকটা। তীক্ষ্ণ সুরের হুইসেল কানে তালা লাগিয়ে দিলো যেন। আস্তে আস্তে সামনে এগোতে শুরু করলো ট্রেন। ট্রেনের ওপাশে একটা ওয়াগনের চলার শব্দ।

পিস্তল উঠে এলো টমাসের হাতে।

সম্ভবত লোডেডই আছে স্ক্যাবার্ডের রাইফেলটা। কিন্তু সিক্স

গালেই অভ্যস্ত টমাস। সামনে বাড়ছে ট্রেন। ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে ট্রেনের পেছন বরাবর এগোলো ও। কথাবার্তা ছাড়াই আচমকা পিছোতে শুরু করে দিলো ট্রেনটা। প্রায় দশ বারো গজ পিছিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লো, অনবরত ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরুচ্ছে ইঞ্জিন থেকে।

বিড়বিড় করতে করতে এগোলো টমাস। ট্রেনের পেছন দিয়ে ওটায় উঠে পড়বে। এবার আবার পিছোতে শুরু করলো ট্রেন কাত হয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়েই ট্রেন বরাবর ছোটালো ও। ছাদে ওঠার জন্যে মই লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিলো ঘোড়ার পিঠ থেকেই। পরমুহূর্তে মই বেয়ে তরতর করে উঠে পড়লো ছাদে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল ট্রেনটা। তারপরই আবার ছুটতে শুরু করলো সামনে।

দৌড়ে একের পর এক ছাদ টপকে সামনে বাড়লো টমাস। হঠাৎ ঠিক পায়ের কাছে বিঙ্‌ঙ্‌ শব্দ তুললো একটা বুলেট ইঞ্জিন থেকে এসেছে গুলিটা। পাল্টা গুলি করলো টমাসও। কোথাও বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুললো সেটা। এবার কানের পাশ দিয়ে বাতাসে শিস কেটে চলে গেল আরেকটা বুলেট। চট করে ট্রেনের ছাদে মিশে গেল টমাস। একহাতে ছাদ আঁকড়ে ধরে গুলি করলো আবার, মুহূর্তের মধ্যে সোজা হয়েই দৌড়ে, গেল সামনে – লাফিয়ে নামলো কয়লার স্তূপে।

ড্রাইভারের এক হাতে একটা পিস্তল শোভা পাচ্ছে; অন্য হাতে ধরে রেখেছে থ্রটল।

'ফেলে দাও!' গর্জে উঠলো টমাস। একটু ইতস্তত করলো ড্রাইভার, তারপর নির্দেশমতো ছেড়ে দিলো পিস্তলটা।

উবু হয়ে ওটা তুলে নিলো টমাস রলিংস। 'পিছনে যাও, সাবধান···আস্তে আস্তে।'

'এসব কি ? ডাকাতি ?'

'ভালো করেই জানো, কি !' বললো রলিংস।

দক্ষিণমুখী ট্রেইলটার দিকে চোখ রাখলো ও। যদ্দুর চোখ যায় খাঁ খাঁ করছে। ট্রেইলের পাশেই মহানন্দে ঘাস খাচ্ছে উইন কুনীর ঘোড়া।

'তুমি,' ড্রাইভারের উদ্দেশে বললো টমাস রলিংস, 'শহরে পৌঁছেই সোজা বোম্যানের কাছে যাবে, কি ঘটেছে খুলে বলবে তাকে—তোমার কীর্তির কথাও বাদ দেবে না।'

অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে টমাসের দিকে তাকালো লোকটা। 'তোমার কথামতো ?'

'হ্যাঁ।' হাসলো টমাস, ভয়ঙ্কর হাসি। 'নইলে কপালে দুঃখ আছে তোমার। দুনিয়ার কোথাও পালিয়ে রেহাই পাবে না।'

কাঁধ ঝাঁকালো লোকটা। 'এতদিনেও যখন কিছুই করতে পারোনি, তোমাকে ভয় পাবো কেন ?'

'কি করেছি না করেছি, শহরে গিয়েই দেখো। সত্যি যদি আমাকে তোমার পিছু নিতে হয়, প্রার্থনা করো, যেন আমি খুঁজে পাবার আগেই তোমার মৃত্যু ঘটে।'

লাফ মেরে ট্রেন থেকে নেমে এলো টমাস—এগিয়ে গেল ঘোড়ার কাছে। মাথা তুলে দেখলো ঘোড়াটা, সরে যেতে চাইলো। মৃদু স্বরে ওটার সঙ্গে কথা বললো টমাস। এবার থমকে দাঁড়ালো ঘোড়াটা, তাকালো আবার। এগিয়ে গিয়ে লাগাম ধরে ফেলে ঘোড়াটার পিঠে চেপে বসলো টমাস।

ওয়াগনের ট্র্যাকের ছাপ রয়েছে ট্রেইলে। দুসারি চাকার দাগ চলে গেছে দক্ষিণে। একটা ওয়াগনের পক্ষে খুব বেশি দূরে এগিয়ে

যাওয়া সম্ভব নয়। ক'জন লোক থাকতে পারে ওয়াগনটায়, বোঝা যাচ্ছে না। একটা উঁচু জায়গা পেরিয়ে একটা ওয়াশের কাছাকাছি এসে ওয়াগনের সব চিহ্ন হারিয়ে ফেললো টমাস।

হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন ওয়াগনটা

সামনে পড়ে আছে শূন্য ট্রেইল—এক-আধটা খানাখন্দ থাকলেও বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দৃষ্টিসীমায় কিছুই নেই। ট্রেইল আর আশপাশ ফাঁকা। ওয়াশের খাড়া পাড় বেয়ে নিচে নেমে অন্য পাড়ে উঠে এলো টমাস।

কিচ্ছু নেই···

দুতিনটে গরু চরছে—এ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না।

কোথাও বোধ হয় ভুল হয়ে যাচ্ছে, মারাত্মক ভুল।

একটা ওয়াগন ছিলো, চাকার দাগ স্পষ্ট দেখেছে ও, কোনো সন্দেহ থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

অথচ এখন একটা চিহ্ন পর্যন্ত নেই, আশ্চর্য! কোথায় উধাও হয়ে গেল!

এক মুহূর্ত অনড় বসে রইলো টমাস। দৃষ্টি-বিভ্রম নয়। সত্যি, চাকার কোনো দাগই নেই এদিককার ট্রেইলে।

ডানে বামে বেশ খানিকটা জায়গা, মোটামুটি দশ বারো গজ, চক্কর দিয়ে এলো ও। উঁহুঁ, কিচ্ছু নেই এবার আরেকটু বাড়ালো অনুসন্ধানের ক্ষেত্র···ফলাফল শূন্য!

রাগের সঙ্গে এবার সামনে বাড়লো টমাস রলিংস। নাম-নিশানাও নেই। নিশ্চয়ই ঘুরে আর কোথাও চলে গেছে ওয়াগনটা, ভাবলো ও ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরলো।

বেশ অনেকখানি পেছন থেকে চাকার দাগ অনুসরণ করে ওয়া-

শের কাছে এসেই হারিয়ে ফেললো সব চিহ্ন। কি ভেবে এবার ওয়াশেই খোঁজাখুঁজি শুরু করলো টমাস কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢাকা খোলা অবস্থায় পাওয়া গেল ওয়াগনটা, খালি।

ওয়াগন থেকে পঞ্চাশ গজের মতো দূরে কয়েকটা ঘোড়ার খুরের ছাপ দেখতে পেলো টমাস, এখানে বাঁধা ছিলো ঘোড়াগুলো।

ট্র্যাকার নয় টমাস রলিংস, ট্র্যাকিংয়ের কোনোরকম চেষ্টাও করলো না। সোজা হ্যামিল্টনের জায়গাটার উদ্দেশে ঘোড়া হাঁকালো ও। ও'ব্রেইন পাহারা দিচ্ছে ওখানে।

একটা কেবিন, আস্তাবল, কোরাল—এই নিয়ে হ্যামিল্টনের ছোট্ট খামারবাড়ি। কয়েকটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে কোরালে; গত কয়েক ঘন্টায় ওগুলোয় কেউ চড়েছিলো বলে মনে হলো না। উঠোনে ঢুকতেই সশব্দে খুলে গেল কেবিনের দরজা বিশালদেহী, দানবাকৃতি একলোক পা রাখলো বাইরে

কাঁধের ওপর প্যাকের সাসপেণ্ডার তুলতে তুলতে এগিয়ে এলো লোকটা। 'কি চাই?'

'এ ঘরটা তল্লাশি করতে হবে, বুকে সাঁটা ব্যাজ দেখিয়ে বললো টমাস।

উঠোনের মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালো দানব 'বাজে কথা রেখে ভালো চাও তো জলদি রাস্তা মাপো।'

'উঁহুঁ, তল্লাশি আমাকে করতেই হবে ও'ব্রেইন।'

'বাহ্, নামটাও জানো দেখছি!'

'নিশ্চয়ই। আমরা আইনের লোক, জানতে হয়।'

'তাহলে এ-ও জেনে রাখো, শহরের বাইরে ঐ টিনের টুকরোর কানাকড়ি দামও নেই—ভেতরেও একই অবস্থা।'

'তল্লাশি করতে না দিলে তোমাকে জেলে ভরতে বাধ্য হবো আমি!'

কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠলো ও'ব্রেইন।' আমাকে গ্রেপ্তার করবে? —হাহ্!'

'হ্যাঁ,' হাসছে টমাস রলিংস। 'তবে তার আগে আস্তাবলটা একবার দেখতে হবে।'

'দেখো এখনো বলছি,' বললো ও'ব্রেইন,' ভালো! নইলে শেষে নাকমুখ কোনোটাই আর জায়গামতো থাকবে না।'

আবার হাসলো টমাস 'কি জানো, ও'ব্রেইন, তোমাকে সত্যি আমার ভালো লেগে গেছে। কিন্তু তারপরও ঘরটা তল্লাশি করতেই হবে। বাধা দিতে এলে তোমাকে জেলে ভরতে বাধ্য হবো। আমাদের শহরে আশ্চর্য এ মুহূর্তে কোনো জেল-টেল নেই। তাতে কি, হাত-পা বেঁধে এখানেই ফেলে রেখে যেতে তো আর অসুবিধে নেই? বেঁধে রেখে চলে যাবো। সপ্তাখানেক পরে হয়তো একবার আসবো, কেমন আছো দেখতে। কিন্তু কে জানে ভুলেও যেতে পারি।'

টমাসের দিকে ছুটে এলো ও'ব্রেইন। রেকাব থেকে পা বের করে লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো রলিংস। ওর ক্ষিপ্রতায় হতবাক হয়ে গেলো ও'ব্রেইন, থমকে দাঁড়ালো। সুযোগটার সদ্ব্যবহার করলো টমাস, চোখের পলকে আঘাত হানলো

যে-কোনো সাধারণ লোকের চোখে সর্ষেফুল ফোটানোর জন্যে এই একটা ঘুসিই যথেষ্ট অথচ কিছুই হলো না লোকটার, নড়লো না একচুল। বরং হাত ঘুরিয়ে পাল্টা ঘুসি হাঁকালো। ঝুপ করে বসে পড়ে ঘুসিটা এড়িয়েই দ্রুত দুহাত একসঙ্গে করে ও'ব্রেইনের পাঁজরে সর্বশক্তিতে আঘাত করলো টমাস।

চট করে টমাসকে ধরে ফেললো ও'ব্রেইন. হ্যাঁচকা টানে শূন্যে তুলে ফেললো ওকে। তারপর ছুঁড়ে দিলো সামনে। উড়ে গিয়ে প্রায় ছ'গজ দূরে ধরাশায়ী হলো টমাস। পড়েই আবার ও'ব্রেইনের উদ্দেশ্যে ঝাঁপ দিলো ও। এবার একসঙ্গে মাটি স্পর্শ করলো ওরা দুজনই।

দুজনের ভেতর টমাসই উঠে দাঁড়ালো আগে। 'ওঠ, ও'ব্রেইন। হয় আমাকে ঘরদোর তল্লাশি করতে দিতে হবে, নইলে রাম পিটুনী খেতে হবে আমার হাতে।'

'হুঁহ্—আমাকে পেটানো অত সোজা নয়!' বলেই বুনো শুয়োরের মতো ছুটে এলো ও'ব্রেইন।

সাঁৎ করে সরে গিয়েই ডানহাতে একটা রদ্দা মারলো টমাস লোকটার পাঁজরে। একই কৌশলে আবার আঘাত করতে চাইলো ও। কিন্তু তার আগেই দুহাতে ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে খ্যাপা ষাঁড়ের মতো দুরন্ত গতিতে ছুটে এলো ও'ব্রেইন, বাঁ-হাতের প্রচণ্ড এক ঘুসিতে বেসামাল করে দিলো টমাসকে। তারপরই মুগুরের মতো করে চালালো ডানহাতটা। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল টমাস, পরমুহূর্তে দ্রুত সোজা হয়ে দাঁড়ালো, সামনে বাড়লো আবার। এবার নাকের ওপর আধমণি একটা ঘুসি পড়তেই টলে উঠলো ও। তাল সামলানোর চেষ্টা করতে করতে পিছিয়ে এলো দুকদম। ওকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিলো ও'ব্রেইন। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে দুহাত এক করে কুড়োল মারার ভঙ্গিতে লোকটার মাথায় নামিয়ে আনলো টমাস। হুড়মুড় করে মাটিতে আছড়ে পড়লো লোকটা পড়েই আবার চোখের পলকে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুসি হাঁকালো। এই সুযোগে সামনে বেড়ে ও'ব্রেইনের অরক্ষিত দেহে পটাপট কয়েকটা ঘুসি

বসিয়ে দিলো টমাস। টলমল করে উঠলো ও'ব্রেইনের পৃথিবী, পিছিয়ে গেল সে এক কদম। এবার ডানহাতে লোকটার চোয়াল বরাবর বিরাশি সিক্কার একটা ঘুসি ঝেড়ে দিলো রলিংস।

হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো ও'ব্রেইন।

এক কদম পিছিয়ে এলো টমাস রলিংস। 'ওঠ,' বললো ও। 'তুমি নিজেই সেধে লাগতে এসেছিলে।'

নিজের ক্ষত-বিক্ষত হাতের দিকে চাইলো ও'ব্রেইন। 'হুঁ··· অনেক ফাইটিঙ হয়েছে!' তিক্তকণ্ঠে বললো সে।

'ঘরটা তল্লাশি করছি তাহলে, কি বল?'

'যাও, ইচ্ছেমতো সাধ মিটিয়ে তল্লাশি করোগে। কিন্তু কুটোটিও পাবে না!' উঠে দাঁড়ালো পরাজিত সৈনিক। ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত চেহারায় তাকালো টমাসের দিকে। 'ওদের কাছে হেরে গেছো তুমি।' হাসলো সে, একটা দাঁত ভেঙে গেছে, রক্তে লাল হয়ে গেছে জিভ। 'হেরেছো, এবার ওদের হাতেই খুন হয়ে যাবে। ওদের কথা নিজের কানে শুনেছি আমি—ওরা তোমায় খুন করবেই!'

উনিশ

ত্বড়িৎ তল্লাশি চালিয়ে কেবিনে একটা মেয়ে ছিলো, এর বেশি জানা গেল না কিছুই। ফেলে দেয়া একটা চিরুনি, কয়েকগোছা চুল, হাওয়ায় ভাসছে হালকা সৌরভ ব্যস।

মাথায় হাত দিয়ে সিঁড়িতে বসে ছিলো ও'ব্রেইন। টমাস বেরিয়ে আসতেই চোখ তুলে তাকালো। হাতে একটা রুমাল, রক্তে ভিজে লাল 'এত জোরে কেউ মারে নাকি!' একঘেয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললো সে

'তুমিই তো লাগতে চাইলে।'

'তা ঠিক্। আমার সঙ্গে পেরে উঠবে ভাবতেই পারিনি।'

'এতে লজ্জার কিছু নেই। আগেও অনেকেই হেরেছে আমার কাছে।'

'সেটা ভেবেই তো হার মেনে নিলাম'

ও'ব্রেইনের পাশে বসে পড়লো টমাস। 'ওরা তোমার বন্ধু নাকি?'

'কক্ষণো না। ঐ মহিলার···বাপরে কি ডাঁট—কেনা গোলামের মতো ব্যবহার করতো আমার সঙ্গে। তবে ওর সাথে কিন্তু ভালো-

ভাবেই কথাবার্তা বলতো।'

'কার সঙ্গে, হ্যামিল্টন?'

'হ্যাঁ। দেখলে মনে হতো, হ্যামিল্টনের জন্যে মেয়েটা বুঝি পাগল হয়ে আছে—কিন্তু আমার ধারণা, তাকে মোটেও সহ্য করতো না সে। আসলে সবাই মিলে কিছু একটা মতলব আঁটছিলো ওরা।

'হ্যাঁ, গরু কেনার জন্যে আনা টাকাগুলো লুটে নিয়েছে ওরা—বেশির ভাগ টাকার মালিকই বোম্যান।'

কোনো কথা বললো না ও'ব্রেইন, রুমালে রক্ত মুছছে। 'অতীতে এক-আধজনকে হত্যা করলেও,' শেষে বললো সে। 'চোর-ডাকাত নই আমি। আমি নেই এসবের ভেতর।'

'সে-তো বুঝতেই পারছি। আচ্ছা, মোট কতজন ছিলো ওরা? কারা কারা?'

'হ্যামিল্টন ছিলো; তারপর এখানে থাকতো যে মেয়েটা—সে ছিলো; নেড ওয়াইসেল, এড ওয়ালিস, আর আরো দুজন লোকও ছিলো—লোকদুটোর নাম বলতে পারবো না আমি। একবার দুবারের বেশি আসেনি তারা।'

'এখন কি একসঙ্গেই গেছে ওরা?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় যাচ্ছে, জানো?'

'আমায় বলে গেছে, ভেবেছো? তবে মনে হয়, পুবেই যাচ্ছে ওরা। ওদের মধ্যে দুতিনজন পুবের মানুষ রয়েছে, আর ঐ মেয়েটাও পুবে যাবার কথাই বলছিলো—সে-ই চালাচ্ছিলো সবকিছু।'

'মেয়েটাই নাড়ছিলো কলকাঠি, এখানে থাকতো যে?'

'না, না, আরেকজন। সামনাসামনি দেখিনি একবারও। দুতিন

বার এখানে এলেও এসেছে রাতে। বোধ হয় অন্য কোথাও এদের সঙ্গে দেখা করতো বার দুই ওদের কথা কানে এসেছে। কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে সে-ই সব —মানে, বস। ওদিকে পশ্চিমে কোথাও থাকে?

ধীরেসুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় কথাগুলো উল্টেপাল্টে দেখলো টমাস। ঘোড়ায় চেপে এমুহূর্তে দক্ষিণে যাচ্ছে ওরা, এতক্ষণ তাই মনে হচ্ছিলো। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ও'ব্রেইন হয়তো ঠিক জিনিসটাই অনুমান করেছে। পুবেই যাবে দুর্বৃত্তদল।

পুবদেশের এক সুন্দরীর স্বপ্নে বিভোর ছিলো হ্যামিল্টন। সেই স্বপ্নের মেয়েটি এবং সেইসঙ্গে প্রচুর টাকাও হাতে এসে গেছে তার— অন্তত এটাই ভাবছে সে। সুতরাং এখন ওরা পুবে যাবে, এটাই যুক্তিসঙ্গত।

'হ্যামিল্টনকে কেমন লাগতো তোমার?'

কাঁধ ঝাঁকালো ও'ব্রেইন। 'মাস পয়লা মাইনে মিটিয়ে দিতো, আমার ব্যাপারে কোনো অভিযোগও ছিলো না। তার কথা ছিলো, কেউ যেন ধারেকাছে ঘেঁষতে না পারে—ঐ মেয়েটা আসার পর আরো সাবধান হয়ে গিয়েছিলো; ত্রিসীমানায় কেউ আসুক-চাইতো না সে। তার কথামতোই কাজ করতাম···ওকে খারাপ লাগার মতো কিছু ঘটেনি তো!'

'বেচারাকে হয়তো মেরে ফেলবে ওরা।'

'কি?' কপালের ঘাম মুছলো ও'ব্রেইন। 'আমারও তাই মনে হচ্ছে। হ্যামিল্টন ভাবতো, সে-ই বুঝি বস্—আসলে মোটেই তা ছিলো না। মেয়েটাই ছিলো সবকিছুর মূলে—তারপর নেড। সবাইকে ফরমাশ দিতো হ্যামিল্টন, সামনাসামনি তাকে সম্মানও

দেখাতো সবাই কিন্তু পেছনে নিজস্ব পরিকল্পনায় শান দিতো ওরা—বললাম না, ওদের এক আধটা কথা আমার কানে আসতো।'

এতক্ষণে অনেকখানি পথ এগিয়ে গেছে দুর্বৃত্তদল। ওয়াগন ট্র্যাক খুঁজতে গিয়ে প্রচুর সময় নষ্ট হয়েছে, সময়ের অপচয় হয়েছে ও'ব্রেইনের সঙ্গে মারপিট করতে গিয়ে। কিন্তু সব শুনে এখন মনে হচ্ছে ক্ষতিটা হয়তো পুষিয়ে নেয়া যাবে। সতর্কতার সঙ্গে পুরো পরিস্থিতি বিচার করে একটা সিদ্ধান্তে পৌছুনোর চেষ্টা করতে লাগলো টমাস।

'ও'ব্রেইন, ওদিকে আরো দক্ষিণে কি আছে?'

'কিচ্ছু না। অন্তত বহু মাইলের মধ্যে লম্বা লম্বা ঘাস আর অ্যান্টিলোপের পাল ছাড়া আর কিচ্ছু পাবে না। হঠাৎ হঠাৎ এক-আধটা মোষ হয়তো চোখে পড়লেও পড়তে পারে। সেজন্যেই তো বলছিলাম, পুবেই যাবে ওরা।'

তাহলে পুবে, সাবধানে কথাটা ভাবলো টমাস। কিন্তু এই মুহূর্তে পিছু ধাওয়া করতে গেলে স্রেফ মারা যাবে ঘোড়াটা—ওদিকে হয়তো তরতাজা ঘোড়ার ব্যবস্থা করে রেখেছে ওরা, ধারেকাছে পৌছুনোর আগেই পগারপার হয়ে যাবে। ঘোড়া হারিয়ে অক্ষম অবস্থায় প্রেইরীর শূন্য প্রান্তরে পড়ে থাকতে হবে ওকে।

উঠে দাঁড়ালো টমাস। 'এখানে থেকো—পরে দেখা হবে, কেমন?'

'গ্রেপ্তার করছো না?'

হেসে হাত বাড়িয়ে দিলো টমাস। 'জেলে পোরার মতো খারাপ লোক তুমি নও। তাছাড়া এরই মধ্যে যথেষ্ট উপকারে এসেছো।'

'বলেছি তো, খুন-খারাবী করলেও, চোর-ছ্যাঁচড় নই আমি···

ঘোড়ায় চেপে বসলো টমাস। হাতের চামড়া ছড়ে গেছে; ছিঁড়ে গেছে শার্ট। ঘোড়া ঘুরিয়ে শহরের পথ ধরলো ও।

শহরে এসে ঢুকলো টমাস। চারদিক শান্ত নিঝুম। আস্তাবলের সামনে ঘোড়া থেকে নামতেই সেলুনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বোম্যান। জজ লুথার স্যাম্পেল এসে যোগ দিলো তার সঙ্গে।

ঘোড়া রেখে ধীর ক্লান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেল টমাস। ছেঁড়া শার্টের দিকে তাকিয়ে বোম্যান জানতে চাইলো, 'ঝামেলায় পড়েছিলে মনে হচ্ছে?'

'একটু বিয়ার দিতে পারো?'

'কি হয়েছে?'

'ত্যাঁদড়ামো করছিলো ও'ব্রেইন। ওকে বাগে আনতে গিয়েই এ অবস্থা। আসলে কিন্তু অত খারাপ নয় লোকটা।'

'টাকাগুলো লুট হয়ে গেছে,' বললো বোম্যান। 'শহরে আসার আগেই কে যেন স্লিপ দেখিয়ে নিয়ে গেছে—হ্যামিল্টন আর ক্রেইটনের সই ছিলো নাকি তাতে।'

'ক্রেইটন? ও তো বেঁচে নেই!'

'তা ঠিক। কিন্তু সে কথা এক্সপ্রেস মেসেঞ্জার জানবে কি করে?'

বিয়ারের গ্লাস হাতে নিলো টমাস, টুপি খুলে বারের ওপর রাখলো। বোম্যানের খবর অপ্রত্যাশিত নয়।

'ট্রেন ড্রাইভার এখানে এসেছিলো?'

'নাহ্। মাত্র কয়েকমিনিটের জন্যে থেমেছিলো ট্রেনটা, তারপরই চলে গেছে। এখান থেকে ভাগতে পেরে যেন খুশিই হয়েছে ব্যাটা।'

কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল। বিয়ারে চুমুক দিলো টমাস।

ঠাণ্ডা বিয়ার শীতল করে দিচ্ছে বুকের ভেতরটা।

'হ্যাংক কুনী মারা গেছে, ছেলেগুলোও' লুথার স্যাম্পেল বললো। 'বন্দুকে চালু হাত দেখছি তোমার!'

'তাছাড়া উপায় কি? দ্বিতীয়বার গুলি করার সুযোগ পেতাম না।' গ্লাসে চুমুক দিলো টমাস। 'লুকরা অবশ্য সাহায্য করেছে; একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দেয়া হলো না ওদের।'

'নিজের পাওনাই আদায় করেছে লুক শর্ট।'

'তা ঠিক। বিনা দোষে ওকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিলো উইন,' সিধে হয়ে দাঁড়ালো টমাস। 'বিল পেনডেলটন এখনো এখানে আছে?'

'না। লুকের কাছে তোমার বিপদের কথা শুনে তোমাকে সাহায্য করতেই ছুটে এসেছিলো ও। আবার র‍্যাঞ্চে ফিরে গেছে—খুব ব্যস্ত মনে হলো তাকে।'

'আর লুক? ও কোথায়? ওকে দরকার ছিলো।' বিয়ার শেষ করলো রলিংস। 'ধন্যবাদ, বোম্যান, বিয়ার খেয়ে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হলো।'

'ইয়ে, তুমি তো খুব ক্লান্ত,' বারের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো বোম্যান 'লাগলে বলো, আরেক গ্লাস দিই। আমার ফতুর হওয়া উপলক্ষে একটু আনন্দ করা আর কি।'

'উঁহুঁ, ফতুর তুমি হওনি, বোম্যান,' শান্তকণ্ঠে প্রত্যুত্তর করলো টমাস রলিংস।

চমকে তাকালো বোম্যান।

হাসলো টমাস। 'আমার ধারণা হয়তো ভুলও হতে পারে—হয়তো সত্যি সত্যি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছো তুমি; কিন্তু আমি যা

ভাবছি, সত্যি হলে—'

'কি ?'

'টাকাগুলো ঠিকই আবার উদ্ধার করতে পারবো আমরা।' নেড়েচেড়ে গানবেল্টটা জায়গামতো বসালো রলিংস। 'হ্যামিল্টন-কে দেখেছো আশপাশে ?'

'গণ্ডগোলের সম্ভাবনা দেখলেই দোকান বন্ধ করে দেয়ার অভ্যাস লোকটার—বন্দুকের আওয়াজ মোটেই সহ্য করতে পারে না। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়ে এলেই আবার দেখা যাবে তার চেহারা। আগেও অনেকবার এরকম দোকান বন্ধ করেছে সে ; সামান্য বিপদের গন্ধ পেলেই গর্তে ঢুকে পড়ে।'

লোমার কথা ভাবলো টমাস। তাড়াহুড়ো করে শহর ছেড়ে চলে গেছে বিল···কেন ? অ্যালবার্টের সঙ্গে যাবার পর লোমার কোন খবর পায়নি ও।

লুথার স্যাম্পেলের দিকে ফিরলো টমাস। 'আচ্ছা, অ্যালবার্ট ফেইফার নামে কাউকে চেনেন ?'

মুখ টিপে হাসলো স্যাম্পেল। 'ওর পাল্লায় পড়েছিলে নাকি ?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিলো টমাস।

'বুড়ো এদিকে আছে, জানতাম না তো। দুর্দান্ত নেকড়ে-শিকারী লোকটা, বুঝলে। এককালে রকিতে ফাঁদ পাতার কাজ করতো ; লুটেরাদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটা র‍্যাঞ্চের পক্ষেও লড়াই করেছে।'

'কোথায় থাকে লোকটা ?'

হাসলো লুথার স্যাম্পেল। 'হ্যাঁ, এটা একটা প্রশ্ন বটে। এই প্রথম জানতে চাইলো কেউ। একে আশপাশে দেখবে তুমি সব-

সময়—যাচ্ছে, আসছে। আজ হয়তো দেখলে এখানে; কালই চলে যাবে আর কোথাও। নিজের কথা সহজে কাউকে বলে না সে।'

'লোকটার খচ্চরটা কে নাকি মেরে ফেলেছে,' বললো টমাস।

স্যাম্পেলের চেহারা বদলে গেল 'তবেই সেরেছে, জান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে এবার গর্দভটার।'

'লোকটার সঙ্গে দেখা করার দরকার ছিলো।'

'প্রথমবার যেখানে দেখা হয়েছিলো, ওখানে গিয়ে আগুন জ্বেলে ধোঁয়ার সঙ্কেত পাঠাও। বুনো জন্তুর মতো কৌতূহলী অ্যালবার্ট—দেখবে ঠিক এসে হাজির হবে। রেলের ডিভিশন সুপারইনডেনটেন্ট ম্যাক কারভার খুব ভালো করে চেনে ওকে—তার কাছ থেকে কোনো খবর হয়তো পাওয়া যেতে পারে···টেলিগ্রাম করে দেখতে পারো।'

ম্যাক কারভার···বিগ ম্যাক নাকি? হতে পারে!

'আচ্ছা, জজ, সবাই, কি এখনো আমাকেই ক্রেইটনের হত্যাকারী বলে সন্দেহ করছে?'

'হ্যাঁ। নাশতা সারার আগেই কথাটা কানে এসেছে আমার। বাইবেলের বাণীর মতো বিশ্বাস করছে সবাই—আমি অবশ্য মুহূর্তের জন্যেও আমল দিইনি ওসব কথায়।'

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো লুক শর্ট। হাতের ভাঁজে ফেলে রেখেছে রাইফেলটা। 'তুমি ফিরেছো শুনে এলাম। বদমাশগুলো পালিয়েছে?'

'এত সহজে না।'

তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকালো লুক। 'কোনো মতলব আছে

মনে হচ্ছে ? লাগলে বলো, আমি আছি।'

'তোমাকেই তো দরকার। তারপরও আরো লোক লাগবে আমার।'

'আমি আছি,' বললো বোম্যান।

'আমিও,' বললো লুথার স্যাম্পেল। 'কি করতে হবে, বলে ফেলো।'

ওয়াটার ট্যাংকের ঘটনা ব্যাখ্যা করলো টমাস। হ্যামিল্টনের কেবিনে পৌছুনোর পর কি ঘটেছে, ও'ব্রেইনের কাছ থেকে কি কি তথ্য পেয়েছে—সেসবও বললো।

'জজ, হ্যামিল্টনের দোকান আর ঘরে তল্লাশি চালানোর অনুমতি চাইছি আপনার কাছে। ওকে পাওয়া গেলে আমার ধারণা আংশিক ভুল প্রমাণিত হবে। কিন্তু বাজি রেখে বলছি, পাওয়া যাবে না তাকে। তারপর,' বললো ও, 'আমরা সবাই পুবের ট্রেন ধরে পুবে যাবো।'

মাথা নেড়ে আপত্তি জানালো লুথার স্যাম্পেল। 'শুধুমাত্র সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে অন্যের ঘরে ঢোকার অনুমতি আমি দিতে পারি না, টমাস রলিংস।'

'তাহলে এক কাজ করা যায়, ধরুণ, আমরা তার দরজায় টোকা দিলাম—জবাব দিলে আর এগোবো না। কিন্তু কোনোরকম সাড়াশব্দ না পেলে, পুরো বাড়িটা তন্নতন্ন করে খুঁজবো আমি···প্রয়োজন হলে,' আবার বললো ও, 'নিজ দায়িত্বেই কাজটা করতে হবে আমাকে।

'আমার ভুল হলে, আমাকে বরখাস্ত করে শহরবাসীদের শান্ত করবেন, তাহলে হবে না ?'

'হ্যামিল্টন এসবে জড়িত, এক বিন্দুও বিশ্বাস হয় না আমার।' বললো লুথার স্যাম্পেল।

'জজ, কল্পনাবিলাসী লোক ছিলো হ্যামিলটন। সারাজীবন অপ্সরী-দের স্বপ্ন দেখে এসেছে সে। ধরুন, এখন হঠাৎ করে তার মনের মতো মেয়ে এসে হাজির হলো এখানে। হ্যামিলটন যদি ভাবে, এই মেয়েটার অপেক্ষাতেই সে ছিলো এতোদিন, টাকাগুলো হাতে এলেই সফল হবে তার স্বপ্ন—সেটা কি অস্বাভাবিক হবে?'

'হ্যামিলটনই এসবের হোতা বলছো?' জানতে চাইলো জজ লুথার।

'তা হয়তো না,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো টমাস। 'অথবা হয়তো ওর মাথা থেকেই বেরিয়েছে বুদ্ধিটা, অন্য কেউ বাতলে দিয়ে থাকতে পারে, ঠিক কিভাবে যে কি ঘটেছে এ মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। আদৌ আমার ধারণা ঠিক কিনা তা-ও জানি না। তবে শিগগিরই সব জানতে পারবো আমরা।'

হ্যামিল্টনের দোকানের দিকে এগোলো টমাস। শূন্য রাস্তায় প্রতিধ্বনি তুলছে ওর পায়ের আওয়াজ। ওকে অনুসরণ করছে জজ লুথার স্যাম্পেল আর লুক শর্ট। দোকানের দরজায় এসে দাঁড়ালো ও। 'পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত দোকান বন্ধ থাকবে'—বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে দরজায়।

'এটাই সবসময় ঝুলিয়ে রাখে সে,' মন্তব্য করলো লুক শর্ট।

দরজায় টোকা দিলো টমাস। ফাঁকা শব্দ হলো কেবল। উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করলো ও। কোনো সাড়া নেই। টোকা দিলো আবার।

'পেছনে ওর থাকার ঘর। একটা দরজাও আছে ওপাশে।'

সবাইকে নিয়ে আবার এগোলো টমাস। মনে মনে হ্যামিল্টনকে

পাবার আশা করছে সে। সমস্ত ঘটনা প্রবাহ হ্যামিলটনের দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করলেও, তাকে অপরাধী হিসেবে দেখতে চায় না টমাস।

পেছনের দরজায় টোকা মারলো ও। যথা পূর্বং তথা পরং। আস্তাবলে গেল লুক। 'একটা ঘোড়াও নেই,' ওখান থেকে চেঁচিয়ে বললো সে।

দরজার হাতলে হাত রাখলো টমাস, একমুহূর্ত ইতস্তত করলো, তারপর এক ধাক্কায় ভেঙে ফেললো তালাটা, ভেতরে ঢুকলো।

ছোট মামুলি একটা ঘর। মেঝেতে এক চিলতে কার্পেট বিছানো, দুটো চেয়ার, একটা পুরোনো চামড়ার সেটী; দেয়ালে ঝুলছে কয়েকটা বাঁধানো ছবি।

বেশ কিছু বই দেখা যাচ্ছে—কবিতার বইও আছে।

আধখালি একটা হুইস্কির বোতল আর একটা গ্লাস খুঁজে পেলো টমাস। এক বোতল 'স্যাতো লাফে'ও রয়েছে, একবার মাত্র পানীয় ঢালা হয়েছে বোতলটা থেকে।

পরিপাটি করে বিছানা বিছিয়ে রাখা হয়েছে। বেশ কিছু কাপড়-চোপড় ভাঁজ করে রাখা ক্লোজেটে। আধ খোলা পড়ে আছে ড্রয়ার-গুলো—মনে হচ্ছে বেশ তাড়াহুড়ো করেই বেরিয়ে পড়েছে হ্যামিল্টন।

ড্রয়ারগুলো সব ফাঁকা ময়দান; একটা ড্রয়ারে কেবল লেসের নকশা তোলা একটা রুমাল রয়েছে। রুমালটা তুলে একনজর দেখেই আবার আগের জায়গায় ওটা রেখে দিলো টমাস। হ্যামিল্টনের একটা কথা মনে পড়ে গেল, দূর থেকে পয়সাঅলা লোকদের দিকে চেয়ে থাকার কথা বলছিলো সে। হয়তো দূরেই রয়ে গেছে হ্যামিলটন। জাতে ওঠা আর হয়ে উঠলো না!

মৃদু স্বরে কি যেন বিড়বিড় করে বলে উঠলো টমাস। চট করে ওর দিকে তাকালো লুথার স্যাম্পেল।' আবারো বোধ হয় ব্যর্থ হলো বেচারা,' বললো রলিংস।

'তোমার মনে অনেক মায়া, এ গুণটা সাধারণত অফিসারদের থাকে না।'

'থাকে, হয়তো খেয়াল করে না কেউ।'

'কে জানে, এবার হয়তো ঠিকই সফল হবে হ্যামিলটন।'

'না···' ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো টমাস। 'ওর সঙ্গীদের জাত খুব ভালো করে চিনি আমি। এবারও ব্যর্থ হবে হ্যামিলটন। মেয়েটাকে নিয়ে কল্পনার ফানুস ওড়াচ্ছে সে; শহরে পৌঁছে ফূর্তি করার কথা ভাবছে। ওদিকে মেয়েটা ভাবছে, কিভাবে সবগুলো টাকা হাতিয়ে নেয়া যায়, তারপর কি করা যাবে ওগুলো দিয়ে। নেডও ভাবছে, কিভাবে পুরো টাকাটা হাতিয়ে নেবে, আর অন্য লোকটা এড ওয়ালিস বোধহয় নাম ব্যাটার—সবকটা টাকা হাতানোর কথা ভাবছে সেও···একটা না একটা ফন্দিও হয়তো বের করে ফেলেছে। এখানে একটা ব্যাপার ঠেকাতে না পারলে মারাত্মক ভুল হয়ে যাবে সবার।'

'মানে?'

'আমাদের টিকেটগুলো আগে জোগাড় করে ফেলা দরকার।'

যদ্দুর সম্ভব ভালো করে দরজাটা আটকে দিলো টমাস। একসঙ্গে রাস্তায় ফিরে এলো ওরা। বেশ কিছু লোকজন বেরিয়ে এসেছে, গান ফাইটের সময় কে কোথায় ছিলো, সেসব নিয়েই আলাপ করছে।

থামলো টমাস। 'লুক, আমার গুলিতেই কি মারা গেছে ওরা?'

'দুজনই,' বললো লুক। 'একেবারে নির্ভুল নিশানা! এমন

হাতের টিপ জীবনেও দেখিনি আমি। এই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিলো উইলসন, সোজা আছড়ে পড়েছে এখানে। আর হোটেল ক্লার্ক ড্যাণ্ডি…'

'কুনীর ছেলে নাকি সে? রাইফেলঅলা?'

'জানতে না? হ্যাঁ, কুনীর ছেলে সে, তোমার ওপর খ্যাপা ছিলো ব্যাটা।'

বোমানের সেলুনের বারান্দায় উঠে দাঁড়ালো ওরা। 'জর্জ, লুক…খুব বেশি দূরে বোধ হয় আমাদের যাওয়ার দরকার হবে না। তবে শেষ পর্যন্ত হয়তো গোলাগুলি হবে। এতগুলো টাকার মামলা যেখানে, যে কাউকে খুন করে ফেলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না ওরা।'

'পিস্তল চালিয়েই বুড়ো হয়েছি আমি,' শুষ্ক কণ্ঠে বললো লুথার স্যাম্পেল। 'ছোটবেলাতেই লড়েছি ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে; যুদ্ধে ছিলাম চার-চারটি বছর। গানফাইটের সময় যে কারো পাশে দাঁড়ানোর ক্ষমতা আমার আছে।'

'বেশ,' একটু থামলো টমাস। 'তাহলে সন্ধ্যার ট্রেনেই যাচ্ছি আমরা। লুক, যাও তো, টিকেট কেটে নিয়ে এসো আমাদের জন্যে। কোথায় যাচ্ছি, বলার দরকার নেই—ক্যানসাস সিটির টিকেট করো।'

পকেট থেকে টাকা বের করলো টমাস। 'আর হ্যাঁ, আমরা যে যাচ্ছি, কথাটা এজেন্ট কিংবা আর কাউকে বলবে না। একান্ত যদি বলতেই হয়, পেনডেলটনদের কথা বলে দিও।'

'এজেন্টকেও সন্দেহ করছো নাকি?' জানতে চাইলো লুথার স্যাম্পেল।

'হ্যাঁ।'

'ঐ ড্রাইভার আর ব্রেকম্যানকেও ?'

'ট্রেন নিয়ে অমন করার জন্যে হয়তো কিছু টাকা পেয়েছে ওরা—এ টুকুই। কেউ এলে ওরা বাধা দিতে বলে দিয়েছিলো বোধ হয়।'

'প্রতিটি কাজ করেছে ওরা সময় ধরে। হয়তো আগে থেকেই ওয়াগন আনা নেয়ার প্র্যাকটিস করেছে, ঘোড়াও হয়তো তৈরি ছিলো, দ্রুত হ্যামিলটনের কেবিনে পৌছে ঘোড়া বদলে নিয়েছে অনায়াসে।

'এতক্ষণে হয়তো ঘুর পথে আবার রেললাইনের দিকেই এগিয়ে আসতে শুরু করেছে—'

'না এলে ?'

'আসবে। এভাবে দেখুন ব্যাপারটা, দুর্বৃত্তদের কয়েকজন পুবের বাসিন্দা···রেললাইনই হচ্ছে তাদের পরিচিত পথ। যেখানেই যাক না কেন, ঘোড়ার পিঠে যেতে হলে অনেক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে তাদের ; তাছাড়া আমরা যে ওদের মতলব বুঝে ফেলেছি, তা ওদের জানার উপায় নেই—ওরা ভাববে, আমরা এখনো গোলকধাঁধায় ঘুরে মরছি—সেজন্যেই ট্রেন ধরতে চাইবে ওরা—আর আমরাও সেটাই চাই। ভাগ্য ভালো হলে, গোলাগুলি ছাড়াই হয়তো চুকে যাবে সব···তবে তেমন আশা না করাই ভালো।

তেমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, জানে টমাস ; পিস্তল চেক করে হোলস্টারে ভরে রাখলো ও।

'জজ' টিকেট হাতে লুককে এগিয়ে আসতে দেখলো ও—'আরেকটা কথা। জানি না, আমার অনুমান ঠিক কিনা। আমরা বোধ হয় আজ ঘৃণ্য এক বিশ্বাসঘাতক, বেঈমানকে দেখতে যাচ্ছি—'

'চলো, আমরা বরং স্টেশনের দিকে এগোই,' বললো বোম্যান।

'দাঁড়াও···হুইসেল বাজার পর রওনা হলেই হবে। খুব বেশি হলে না হয় শ'খানেক গজ দূরে হবে স্টেশনটা।

'গরু কেনার জন্যে তো মরা সবাই মিলে যখন টাকা আনার ব্যবস্থা করলে, চক্রান্তটা শুরু হয়েছে তখনই। বুদ্ধিটা কার, এখনো জানি না আমরা। কে বলবে, হয়তো দু'তিন জনের মাথাতেই একসঙ্গে খেলেছে·· তবে একজনকে চিনেছি, শুধু লোভী নয়, ভয়ঙ্কর প্রতিশোধপরায়ণ এক ব্যক্তি···

'দুর্বৃত্তদের ধারণা, টাকাগুলো তাদের হাতে এসে গেছে। সুতরাং একটা কাজই বাকি আছে এখন। ওদের কাজে এত বাধা সৃষ্টি করলো যে লোকটা, তাকে দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে দেয়া। এবার কোনোরকম ঝুঁকি ছাড়াই কাজটা হাসিল করার কৌশল বের করেছে ওরা।'

'বিনা ঝুঁকিতে—তোমাকে?' কণ্ঠ চড়লো লুক শর্টের।' কি আবোল-তাবোল বকছো! নিজের চোখে তোমার অ্যাকশন দেখেছি। দুনিয়ায় এমন কোনো লোক নেই—।'

'ঠিক,' শান্ত কণ্ঠে বললো টমাস রলিংস, 'অতএব···'

রাস্তা ধরে এদিকেই আসছে মিসেস ক্রেইটন।

কুড়ি

পরনে কালো হালফ্যাশনের পোশাক, মাথায় ছোট্ট টুপি, হাতে একটা হ্যাণ্ডব্যাগ।

'মাথাটা সত্যি সত্যি খারাপ হয়ে গেছে তোমার,' বললো বোম্যান।

'এখানকার সবার বদ্ধমূল ধারণা, তার স্বামীকে আমি খুন করেছি; এমন স্বামীভক্ত, শোকে বিহ্বল একজন মহিলা ছাড়া আর কে পারবে আমাকে খুন করে অনায়াসে রেহাই পেতে? তার ওপর শহরের প্রতিটি লোকের সহানুভূতি থাকবে তারই পক্ষে।'

'এই মহিলাও আছে এসবে?'

'শুরু থেকে না থাকলেও, বাজি রেখে বলা যায়, বেশির ভাগ কার্যকলাপের প্ল্যানই এর। এখন আমাকে হত্যা করতে পারলেই উদ্দেশ্যে সফল হবে তার; অনায়াসে ট্রেনে চেপে চলে যেতে পারবে দূরে কোথাও, সঙ্গে থাকবে অগুণতি টাকা—ভাই ছাড়া কাউকে ভাগ দিতে হবে না।'

'কিন্তু টাকা তো ওরা নিয়েই গেছে!'

'হয়তো। তবে টাকাগুলো আদৌ ট্রেন থেকে নামানো হয়েছে কিনা তাতেই আমার সন্দেহ আছে।'

কাছাকাছি এসে পড়েছে মহিলা—হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে ব্যাগের ভেতর। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো সে। কমনীয় ভাবটা চলে গিয়ে পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠেছে তার চেহারা।

'তুমি একটা বদমাশ, মার্শাল! আমার স্বামীকে খুন করেছো, তারপর পুড়িয়ে ছারখার করে—'

'আহা-হা-হা, মিসেস ক্রেইটন,' বললো টমাস রলিংস। 'দেরি করে ফেলেছেন। সবকিছু ফাঁস হয়ে গেছে। সব এখন পানির মতো পরিষ্কার আমার কাছে—স্বামীকে নিজেই হত্যা করেছেন আপনি—খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে সব প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টাও চালিয়েছেন এই আপনিই।

'আপনারা দু'ভাইবোন মিলে সব টাকা ছিনিয়ে নেয়ার ফন্দি এঁটেছিলেন!'

চোখদুটো ছোট ছোট হলো মিসেস ক্রেইটনের, পরস্পরের সঙ্গে শক্ত হয়ে চেপে বসলো ঠোঁটজোড়া। 'কি আবোল-তাবোল বকছো আর—'

'আপনার সঙ্গে জোর করতে চাই না আমি, মিসেস ক্রেইটন—হোন না আপনি স্বামীর হত্যাকারী। সুতরাং ব্যাগ থেকে বন্দুক বের করার কোনোরকম চেষ্টা করতে যাবেন না। আমি—'

চট করে ব্যাগ থেকে হাত বের করার চেষ্টা করলো মহিলা, কিন্তু তার আগেই প্রায়অনায়াস ভঙ্গিতেব্যাগটা কেড়ে নিলো টমাস। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডানহাতে ধরে ফেললো বন্দুকের নল, মোচড় দিলো। মুঠি আলগা হয়ে গেল মিসেস ক্রেইটনের। বন্দুকটা লুথার স্যাম্পে-

লের হাতে তুলে দিলো টমাস।

'কোনো লাভ হলো না, মিসেস ক্রেইটন—কিছুতেই শেষ রক্ষা করতে পারলেন না।'

প্রায় নির্লিপ্ত চেহারা মহিলার। শুধু খানিকটা যেন কুঁচকে রয়েছে ভুরুজোড়া—ক্রোধের আভাস।

'ছোটলোক! আমার হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে বাহাদুরি ফলাচ্ছো—মিঃ হ্যামিল্টনই বলবেন—'

'ও বেচারা আর বেঁচে নেই,' জবাব দিলো রলিংস।

ঝট করে তাকালো লুথার স্যাম্পেল; হাঁ হয়ে গেছে লুকের চেহারা।

'অবশ্য না মরলে সত্যি খুব অবাক হবো আমি। বুঝলেন, মিসেস ক্রেইটন, ওরাও কিন্তু আপনাদের বুদ্ধিটাই করেছিলো, শহর থেকে বেরুনোর পর হ্যামিলটনের কানাকড়ি দামও থাকবে না, তো খামোকা ওকে ভাগ দিতে যাওয়া কেন? ওর র‍্যাঞ্চ আর এখান থেকে মাইল ত্রিশেক দূরের স্টেশনের মাঝামাঝি কোথাও পাওয়া যাবে লাশটা—ঐ স্টেশনেই ট্রেন ধরার কথা ভাবছে আপনার সঙ্গীরা।'

হাসলো টমাস। 'গর্দভগুলো মনে করেছে, টাকা পেয়ে গেছে তারা।'

'টাকা ওরা পায়নি?' চেঁচিয়ে উঠলো বোম্যান।

'বললাম না, ওগুলো ট্রেন থেকে নামানোই হয়নি আসলে। ভুয়া কতকগুলো বাক্স পানির ট্যাংকের কাছে নামিয়ে নিয়েছে ওরা। এই মহিলার ভাই, স্টেশন এজেন্ট, টাকাভর্তি বাক্সগুলো চালাকি করে সোজা ক্যানসাস সিটিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে···ওখানেই ওগুলো ছাড়িয়ে নেয়ার কথা ছিলো মিসেস ক্রেইটনের।'

'এতক্ষণে ওগুলো পৌঁছে গেছে বলছো ?'

'না, সম্ভবত গতরাতে পশ্চিমে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো—এখন সন্ধ্যার ট্রেনেই ওগুলো যাবে।'

স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে মিসেস ক্রেইটন, ফাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। কিন্তু এত কূটবুদ্ধি, এত পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ায় হতাশ হওয়া সত্ত্বেও মনে মনে যেন নিজেকে বাঁচানোর পথ খুঁজে ফিরছে মহিলা।

'ঘরে ফিরে যাচ্ছি আমি,' হঠাৎ বলে উঠলো মিসেস ক্রেইটন।

মাথা নাড়লো টমাস। 'উঁহুঁ। বুদ্ধি গুলিয়ে ফেলেছেন আপনি, মিসেস ক্রেইটন। বুঝতে পারছেন না, আপনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আসলে সঙ্গীদের হাত থেকে নিজেকে কিভাবে বাঁচাবেন সেটাই এখন আপনার ভাবা উচিত।'

টমাসের দিকে চাইলো মহিলা—শূন্যদৃষ্টি।

টাকা হাতছাড়া হয়ে গেছে না জেনে থাকলে শিগগিরই জানবে ওরা—পুরো ঘটনা জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়বে।

'আপনি অবশ্য ওদের মতোই ট্রেনে চেপে পুবে পালানোর কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু সেটি আর হচ্ছে না আপনাদের কারুরই।'

একটু থামলো টমাস রলিংস। 'আমরা না ফেরা পর্যন্ত আটকে থাকতে হচ্ছে আপনাকে।'

ক্রোধ ফুটে উঠলো মহিলার চেহারায়। 'সেই লোকগুলোর মতো আমাকেও হিচরেইলে আটকে রাখবে নাকি ?'

মাথা নাড়লো টমাস। 'না, না, তা কেন ? হ্যামিল্টনের স্টোরে রেখে যাবো, বেশিক্ষণ অবশ্য অপেক্ষা করতে হবে না আপনাকে।'

দূর থেকে ভেসে এলো ট্রেনের অস্পষ্ট হুইসেল। 'বোম্যান, ওকে আটকে রেখে এসো। তুমি বরং এখানেই থেকো, লোকজন নিয়ে মার্ক ব্রিউয়ার আজই আসবে—ওদের গলা ভেজানোর দরকার হবে তো আবার। মার্কের সঙ্গে দেখা করে সবকিছু তাঁকে খুলে বলো।'

স্টেশনের দিকে এগোলো ওরা। আবার হুইসেল বাজলো ট্রেনের। এখনো অনেকটা দূরে। পকেটে হাত ঢোকালো লুক শর্ট। 'ও হ্যাঁ, ভালো কথা, হোটেলের বাক্সে তোমার এই চিঠিটা পেলাম, কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর হবে বোধ হয়।'

চিঠিটা একনজর দেখলো টমাস, পরিচিত হাতের লেখা। জ্যাকব ফ্রিম্যানের কাছ থেকে এসেছে চিঠিটা। কিন্তু এমুহূর্তে পড়ার সুযোগ নেই। পরে সময় পাওয়া গেলে পড়া যাবে ভেবে পকেটে ভরে রাখলো ও।

এই প্রথম নিজের প্রতি নজর দিতে পারলো টমাস। ছিঁড়ে টিড়ে একাকার হয়ে গেছে শার্টটা, কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে আছে গালের চামড়া—ও'ব্রেইনের প্রচণ্ড ঘুসির ফল।

এগিয়ে আসছে ট্রেনটা। প্ল্যাটফর্মে পা রেখেছিলো এজেন্ট, ওদের দেখেই আবার ফেরার জন্যে উদ্যত হলো।

'উহুঁ।' আলাপী সুরে বললো টমাস।

টমাসের দিকে তাকালো এজেন্ট। মনস্থির করার চেষ্টা করছে। লোকটার কাছে পিস্তল আছে, মনে পড়লো টমাসের·· সম্ভবত অফিসেই।

'মার্শাল ঠাট্টা করেনি, বার্ট,' বললো লুক শর্ট। 'আমি হলে কোনোরকম বোকামী করার সাহস করতাম না।'

'ব্যাপার কি ?—কিছুই বুঝছি না আমি।'

'আমাদের সঙ্গে চলো, সব জানতে পারবে।'

'তোমাদের সঙ্গে ? কাজকর্ম ফেলে। অসম্ভব ! জোর-জবরদস্তি করেও—

'যাবে কোথায় ! একদিন না একদিন তো মুখ খুলতেই হবে, তোমার কথা, বোনের কথা, সব বলতে হবে না ? দেরি করে কি লাভ ?'

'হেলেন, মানে ক্রেইটনের স্ত্রীর কথা বলছো ?'

'নিশ্চয়ই !'

'দেখো, মার্শাল, তুমি কিসের কথা বলছো, জানি না। এদিকে হাজারটা কাজ পড়ে আছে, একগাদা তার পাঠাতে হবে। তারপর ট্রেনের পৌঁছুনোর খবর অফিসে জানাতে হবে।'

'সেসব পরে দেখা যাবে। এখন চলো, তোমার দোস্তদের সঙ্গে একটু দেখা করে আসি। তোমাদের জোচ্চুরি ধরা পড়ে না থাকলে, স্টেশনেই ট্রেনের অপেক্ষায় থাকবে ওরা, আর উল্টোটি হলে কি হবে সে তো বুঝতেই পারছো…'

'কাঁদো-কাঁদো চেহারা হলো বার্টের। 'তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝছি না।'

'বুঝতে পারছো ঠিকই। 'স্টেশনে এসে থামলো ট্রেনটা। 'এর কাছে অস্ত্র আছে কিনা দেখো তো ?—তারপর ট্রেনে তুলে দাও লুকের উদ্দেশে বললো টমাস। 'ড্রাইভারের সঙ্গে একটু কথা বলে আসছি আমি।'

এ ড্রাইভার অন্য লোক। স্থূলকায় শরীর, থলথলে চেহারা, বয়স্ক।

'আমি টমাস রলিংস,' ড্রাইভারকে বললো টমাস, 'এ শহরের মার্শাল। একটা ঝামেলায় পড়ে গেছি। সামনের স্টেশনে ক'জন লোক অপেক্ষা করে আছে, একজন মহিলাও আছে, আমরা ওখানেই যেতে চাই। পৌঁছা মাত্র ট্রেন থামিয়ে শুয়ে পড়বেন আপনি। বন্দুক-বাজি হতে পারে।'

ট্রেনে উঠে লুকের দিকে তাকালো টমাস। 'স্টেশনে ঢোকার সময় কি কি চোখে পড়ছে বলো,' বললো ও, 'আমি বার্টের সঙ্গে একটু কথা বলি।' লুথার স্যাম্পেলের দিকে ফিরলো টমাস। 'জজ, যোগ দেবেন নাকি আমাদের আলোচনায়? কথা বের করতে পারলে হয়তো বাঁচানো যাবে গর্দভটাকে।'

'বাঁচানো যাবে?' উঠে দাঁড়াতে গেল বার্ট, জোর করে বসিয়ে দিলো টমাস। 'কি বলতে চাও?'

হাসলো টমাস। 'আহা রোসো রোসো! ভাই বোন মিলে অপকর্মের সঙ্গীদের ঠকাবে আর ওরা তোমাদের মাথায় তুলে নাচবে ভেবেছো? বেশি চালাকি করতে গিয়েছিলে তুমি, বার্ট, সব চালাকি ধরা পড়ে গেছে। এখন তোমাকেই খুঁজবে ওরা, বার্ট, তোমাকেই?

'সামনের স্টেশনে অপেক্ষা করছে ওরা। এখানেই আমাদের সব খুলে বললে হয়তো চেষ্টা করে দেখতে পারি তোমাকে বাঁচানো যায় কিনা।'

'কোনো দরকার নেই!' প্রতিবাদ করলো বার্ট। 'কোনো কিছুই—'

'সামনের স্টেশনে নেডদের সঙ্গে মোলাকাত করতে আপত্তি নেই তাহলে? ওখানে ওরা থাকবে, জানো তো?'

ট্রেন থামলে তো!' আবার প্রতিবাদ ঝরলো বার্টের কণ্ঠে, 'আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছি না!'

'তা তো বটেই। কিন্তু সে নির্দেশ পাল্টে দিয়েছি। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো সঙ্গীদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কেটে পড়ার মতলব করেছিলে, না? টাকাগুলো তোমরা হাতিয়ে নিতে, আর হতভাগাদের কপালে পড়তো ভারী ভারী কয়েকটা বাক্স।

'কিন্তু সে আশার গুড়ে বালি, তোমাকে ওদের হাতে তুলে দিয়ে আসবো আমরা।'

দরদর করে ঘামছে বার্ট, ঘামে মুখ-টুখ ভিজে গেছে। সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে তাকে। দুচোখ বিস্ফারিত। 'না, না, মার্শাল! নামিও না আমাকে—মেরে ফেলবে—স্রেফ মেরে ফেলবে!'

তোমার বোন যেভাবে তার স্বামীকে মেরেছে, তোমার দোস্তরা যেভাবে হ্যামিল্টনকে শেষ করেছে···সে রকম?'

'হ্যামিল্টন বেঁচে নেই?'

'কি জানি! ওদের সঙ্গেই তো গেছে। কিন্তু লুটের টাকা হাতে এসে গেছে ভাবার পর ওকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো যুক্তি নেই, ওরাও তোমাদের মতোই কাউকে ভাগ দিতে চায়নি।'

'আমার বোন, কোথায় ও?'

'আছে, আটকে রেখেছি,' বললো টমাস। ঘড়ির দিকে তাকালো। 'আর বেশিক্ষণ বাকি নেই। লুক, দেখতে পাচ্ছো কাউকে?'

'না, তবে এখনই দেখা যাবে বোধ হয়।'

উঠে দাঁড়ালো টমাস। 'জজ, এই গর্দভটাকে একটু বোঝাতে পারেন কিনা, দেখুন। কয়েকটা মিনিট মাত্র বাকি, এর মধ্যে মুখ না খুললে স্টেশনে পৌঁছেই নামিয়ে দেবো ব্যাটাকে। এখন একটু

ব্যাগেজ কার থেকে ঘুরে আসছি আমি।'

দরজা খুলে ব্যাগেজ কারে ঢুকলো টমাস। ওকে দেখেই চমকে উঠলো এক্সপ্রেস এজেন্ট, ভয়ের ছায়া পড়লো চোখে। তারপর ব্যাজটা চোখে পড়তেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। 'কিছু লাগবে, অফিসার?'

চারদিকে তাকালো টমাস। জানে না, কি খুঁজছে। 'এবারকার সবচেয়ে ওজনদার চালান কোনটা?' জানতে চাইলো ও। 'দেখাও তো?'

'সবচেয়ে ওজনদার?' চোখ কুঁচকে কি যেন ভাবলো লোকটা। 'ওজনদার তো বেশ কয়েকটাই আছে·· তবে···এগুলোই বোধ হয় সবচেয়ে ভারি।'

'কোথায় ওঠানো হয়েছে, জানো?'

কাঁধ ঝাঁকালো সে। 'না, ডিউটির সময় উঠে এখানেই পেয়েছি এগুলো,' বলে বাক্সগুলোর গায়ে সাঁটা লেবেল দেখলো, 'এইচ. আর. ক্রেইটনের নামে পাঠানো হয়েছে।'

'চোরাই মাল এগুলো,' বললো টমাস। 'কাগজপত্রে ঠিকমতো চোখ বুলালে দেখবে, ঠিক এরকম একটা চালানই গতকাল বোম্যান, হ্যামিল্টন আর ক্রেইটনের নামে পাঠানো হয়েছিলো—ওজনেও কোনো হেরফের পাবে না।'

'তো এখন কি করবে এগুলো, বাজেয়াপ্ত করবে?'

'হ্যাঁ, যাদের নাম বললাম, তাদের পক্ষে। কোনো অসুবিধে নেই, কোথাও সই করতে হলে, বলো, করে দেবো—জজ লুথার স্যাম্পেল সাক্ষী থাকবেন।'

'কাজটা কি উচিত হবে, মার্শাল? আমরা বরং—'

'সেসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না—সব চিন্তা আমার। ও, আরেকটা কথা, ট্রেন থামার পর কোনোমতেই দরজা খুলবে না—যতক্ষণ থেমে থাকবে, ততক্ষণ ঐ বাক্সগুলোর পেছনে লুকিয়ে থেকো।'

'গানফাইট হবে নাকি?'

'এক আধটু হতেও পারে। তবে আমরাও তৈরি আছি।'

ক্রমশ কমে আসছে ট্রেনের গতি। দ্রুত পদক্ষেপে ফিরে এলো টমাস রলিংস।

উইনচেস্টার হাতে দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে লুক শর্ট। পাশে আরেকজন লোককে দেখতে পাচ্ছে রলিংস। এ হলো জন লঙ,' বললো লুক, 'ট্রেনেই ছিলো, ঝামেলার গন্ধ পেয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।'

'চিনি। শহরে প্রথম দিনই জজের সঙ্গে দেখেছি। ঠিক আছে, ধরে নাও, আমার একজন ডেপুটি তুমি।'

লুথার স্যাম্পেলের কাছে এসে দাঁড়ালো টমাস। 'কি, বার্ট, বললে না কিছু?'

আরো মন্থর হয়ে এলো ট্রেনের গতি। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে আরো একবার চেক করে নিলো টমাস।

নেড পিস্তলে অনায়াস দক্ষতা থাকার কথা লোকটার। এড ওয়ালিসও নিশ্চয়ই কম যাবে না। এই এড ব্যাটাই, কোনো সন্দেহ নেই, চলন্ত ট্রেন থেকে নামিয়ে দিয়েছিলো ওকে। এখন যদি কোনোরকম গোলাগুলি ছাড়া পরিস্থিতি সামাল দেয়া যায় ভালো···কিন্তু তার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না।

টমাসের পাশে এসে দাঁড়ালো লুথার স্যাম্পেল। 'টাকার ব্যবস্থা করতে বোম্যান আর হ্যামিল্টন ক্যানসাস সিটিতে যাওয়ার পরই শুরু

সব চক্রান্তের। সোনালি চুলের মেয়েটা নাম জানতে পারিনি··· সঙ্গী-সাথী নিয়ে ওখানকার এক রেস্তোরাঁয় ডিনার সারছিলো। এমন সময় টাকার কথা তার কানে যায়। এক কালে স্বচ্ছল, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে ছিলো সে···তাই আবার অবস্থা ফেরানোর সাধ জাগলো তার মনে। জুয়াড়ী নেড ওয়াইসেলকে সে আগে থেকেই জানতো, হোস্টলারের মাধ্যমে তার সঙ্গে যোগাযোগ করলো তখন।

'স্বভাবে সাপের মতো ঠাণ্ডা আর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী মেয়েটা,' বললো লুথার স্যাম্পেল, 'কি করতে যাচ্ছে, ভালো করে জানতো সে; নিজেকে বিপদ থেকে বাঁচাতে পারবে, সে ব্যাপারেও নিঃসন্দেহ ছিলো। ইচ্ছে করেই গায়ে পড়ে হ্যামিল্টনের সঙ্গে পরিচিত হলো মেয়েটা, ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো দ্রুত। ধরতে গেলে কোনোরকম আপত্তি ছাড়াই শহরে, আমাদের শহরে বেড়াতে আসতে সম্মত হয়ে যায় সে। কিন্তু শহরে আসার পরপরই শিকাগো আর নিউ ইয়র্কের বিলাসী জীবনের বিচিত্রকাহিনী শোনাতে শুরু করে হ্যামিল্টনকে। বলে, প্রয়োজন শুধু টাকার—আর কিচ্ছু না।

এদিকে মার্ক ব্রিউয়ারের শহর জ্বালিয়ে দেয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করে হ্যামিল্টন তাকে টাকা পৌঁছুনোর সময় শহরে আসতে পইপই করে মানা করে দেয়। তখনই মেয়েটা বলে, এ সুযোগে টাকাগুলো লুট করে নিলেই তো হয়···কাকপক্ষীও টের পাবে না। নেড সঙ্গেই ছিলো, এবার এড ওয়ালিস আর আরো দুজন লোককে জোগাড় করলো ওরা।

'ওদিকে আবার ক্রেইটনের কাছ থেকে টাকা আসার খবর পেলো তার স্ত্রী। এরই মধ্যে শহরের ওপর বিরূপ হয়ে উঠেছিলো মহিলা। মেয়েটা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর অন্যদিকে নেডের সঙ্গে গভীর

আলোচনায় মগ্ন হ্যামিলটন—এসব দেখে চতুর মহিলা খুব সহজেই দুয়ে-দুয়ে চার মিলিয়ে নিলো। সন্দিহান হয়ে উঠলো সে। ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করে, টাকাগুলো কখন পৌঁছুবে, কোথায় থাকবে, টাকার বাক্স কতক্ষণ প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকবে, তারপর টাকাগুলো কেউ লুটে নিতে চাইলে তার পক্ষে কিভাবে পালানো সম্ভব হতে পারে—সবই জানার চেষ্টা করলো। এসব প্রশ্নে প্রথমে বিচলিত হয়ে উঠলো বার্ট, বোনকে বিরত রাখার জন্যে বোঝালো। কিন্তু নাছোড়বান্দা মহিলা, এটা-সেটা হাজারো প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো তাকে। এক সময় আচমকা জানতে চাইলো, টাকা-পয়সা ট্রেন থেকে নামানোর দরকারটা কি? ডেলিভারি ডিরেকশন বদলে ওগুলো আবার চালানের ব্যবস্থা করলেই তো টাকাগুলো অনায়াসে মেরে দেয়া যায়! এই বুদ্ধিটা পছন্দ হয়ে গেল বার্টের।

'বার্ট অবশ্য কিরে কেটে বলছে, আর কেউ টাকা ছিনিয়ে নেবে—এই সম্ভাবনা না থাকলে সে কিছুতেই এ পথে পা বাড়াতো না। পানির ট্যাংকের কাছে টাকা নামিয়ে নেয়া হতে পারে—এ কথা তার মাথায় আসেনি। ভেবেছিলো, সব টাকা হাতে পাবার জন্যে ওকে ওরা স্টেশনেই মেরে রেখে যাবে।'

দরজার মুখে এসে দাঁড়ালো টমাস রলিংস। চাকাবিহীন একটা বক্স কারের সামনে কাঠের পাটাতনের প্ল্যাটফর্ম—এই হলো সামনের স্টেশন। জিন আর প্যাকস্যাড্‌ল চাপানো বেশ ক'টা ঘোড়া দেখতে পেলো টমাস।

প্ল্যাটফর্মে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, পায়ের কাছে কয়েকটা বাক্স সাজিয়ে রাখা। তার মানে ধাপ্পাবাজিটা এখনো ধরতে পারেনি ওরা! ট্রেন থামলেই এগোলো লোকটা। ব্যাগেজ কারের দরজায়

ধাক্কা দিয়ে বললো, 'খোলো! জিনিস তুলতে হবে!'

কোনো সাড়া নেই। অধৈর্যভাবে আবারো ধাক্কা দিলো সে। 'কই, খুললে না!'

বক্স কারটার দিকে চোখ ফেরালো টমাস। একজনের বেশি ওটার দরজা গলে কোনোমতেই বেরুতে পারবে না। জানালাও দেখা যাচ্ছে একটাই।

'লুক,' কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে বললো টমাস, 'গোলাগুলি শুরু হলেই জানালা বরাবর গুলি করবে তুমি।'

লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামলো ও। 'কি ব্যাপার? কোনো সমস্যা?' লোকটাকে জিজ্ঞেস করলো।

আলোতে ঝিলিক মারলো টমাসের বুকে সাঁটা ব্যাজ—মুহূর্তে পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালো লোকটা। দরজায় এসে দাঁড়ালো আরেকজন। নেড ওয়াইসেল।

নিমেষে টমাসের হাতে উঠে এলো সিক্সগান—ট্রিগার টিপলো নেডকে লক্ষ্য করে। এবং গুলি করলো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো লোকটাকে।

ঝুপ করে ট্রেন থেকে নেমেই বক্স কারের জানালা নিশানা করে গুলি চালালো লুক শর্ট। তীব্র আর্তনাদ ভেসে এলো ভেতর থেকে। তারপর হঠাৎ শেষ হয়ে গেল সব।

দরজায় মুখ থুবড়ে পড়েছে নেড। রক্তাক্ত হাত জাপটে ধরে দাঁড়িয়ে আছে অন্যজন, পায়ের কাছে গড়াগড়ি যাচ্ছে তার বন্দুক।

বক্স কারের দরজার দিকে এগিয়ে গেল টমাস। 'মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এসো—সব্বাই!'

মুহূর্তের নীরবতা। এবার গলা চড়ালো টমাস। 'ঐ দেয়ালের

আড়ালে গা বাঁচানোর আশা থাকলে, শুনে রাখো, ফরটি ফাইভ কিংবা ফরটি ফোর ক্যালিবারের একটা গুলি ছ'ইঞ্চি পুরু কাঠও অনায়াসে ফুটো করে ফেলতে পারে আর এ দেয়াল মাত্র একইঞ্চি পুরু! মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এসো, নয়তো গুলি করে পুরো বগিটাই ঝাঁঝরা করে দেবো!'

বেরিয়ে এলো ওরা—প্রথম লোকটাকে চেনে না টমাস, তারপর মেয়েটা এবং সবার শেষে এড ওয়ালিস।

'হ্যামিল্টন কোথায়?' জানতে চাইলো টমাস রলিংস।

কেউ কিছু বললো না। হতাশার ছাপ মেয়েটার চেহারায়, শক্ত হয়ে সেঁটে রয়েছে দুঠোঁট। টমাসের দিকে ক্রোধ-আতঙ্ক মেশানো দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আহত লোকটার দিকে একবারও তাকালো না সে। রক্তাক্ত হাতটা খামচে ধরে নিচু একঘেয়ে কণ্ঠে খিস্তি করেই চলেছে বেচারা।

এড ওয়ালিসের সামনে গিয়ে পিস্তলটা কেড়ে নিলো টমাস। চোখ গরম করে তাকালো এড। 'শালা হারামীর বাচ্চা—তোকে খুন না করে ভুলই করেছি!'

'যেভাবে জোর করে নামিয়েছো,' জবাব দিলো টমাস, 'আরেকটু হলেই হয়েছিলো। শুনে খুশি হবে, ট্রেন থেকে নামিয়ে সেই বাণ্ডিলটা আমাকে ছুঁড়ে দিয়েই সবকিছু লেজেগোবরে করে ফেলেছো তোমরা। ট্রেন থেকে এভাবে নামিয়ে খেপিয়ে দিয়েছো আমাকে; আর ওদিকে বাণ্ডিলটার মধ্যে ছিলো রড মরগানের শটগানটা। তো, বুঝতেই পারছো, তোমার দোষেই তোমাদের এই দুরবস্থা!'

ক্রোধে জ্বলে উঠলো মেয়েটার দুচোখ। 'তোমার উদ্দেশ্যটা কি, বলো তো?' কৈফিয়ত তলবের সুরে জানতে চাইলো সে। 'এখানে

ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি—'

'বেশ তো!' মুচকি হাসলো রলিংস। 'এই তো, ট্রেন এসে গেছে। কিন্তু ট্রেনে ওঠার আগে বাক্সগুলোয় কি আছে, একবার দেখলে হতো না?

'ওগুলোয় কমপক্ষে বারোহাজার বিশ ডলার দামের স্বর্ণমুদ্রা আর দশহাজার ডলারের রূপোর মুদ্রা থাকার কথা।'

ড্রাইভারের কাছ থেকে হাতুড়ি চেয়ে এনে একটা বাক্সের ঢাকনা সরালো টমাস।

'এই যে, দেখো সবাই।'

রাগে ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো এড ওয়ালিস। 'এত দেখাদেখির কোনো দরকার নেই' আস্তে আস্তে বুজে এলো তার কণ্ঠ। চোখ ফিরিয়ে তাকালো সে ধীরে ধীরে, বর্ণহীন ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা।

নাট বল্টু আর স্ক্রুতে ভর্তি বাক্সটা।

একুশ

এডের সাতভাঙা চেহারা তাকাতে বাধ্য করলো মেয়েটাকেও। প্রথমে কাঁদো-কাঁদো চেহারা হলো মেয়েটার, পরক্ষণে বদলে গিয়ে কদাকার রূপ ধারণ করলো।

'এটাই হলো চোর-বদমাশের সমস্যা,' মৃদু কণ্ঠে বললো টমাস, 'রাজ্যের আজেবাজে লোক আর বেঈমানদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে

হয়।'

'কে করেছে এ কাজ?' এড ওয়াইসেল জানতে চাইলো, 'কিভাবে—?'

'দেখেশুনে মনে হচ্ছে, ভূতের বেগার খেটেই মরলে তোমরা,' বললো টমাস তারপর লুকের দিকে ফিরলো, 'লুক, জন ওদের ট্রেনে তুলে দাও; তবে সাবধান, মেয়েটা কিন্তু বিপজ্জনক।'

বাঁ হাতে ব্যাগ আঁকড়ে ধরে বারবার ট্রেনের দিকে চাইছে মেয়েটা। ব্যাগের দিকে হাত বাড়ালো টমাস, সরিয়ে নিতে চাইলো সে ব্যাগ, কিন্তু পারলো না। টমাস কেড়ে নিলো ব্যাগটা। খুলতেই একটা পয়েন্ট ফোর ফোর ডেরিঞ্জার বেরিয়ে পড়লো—লুকদের বন্দুকটা দেখালো টমাস।

'টাকাগুলো গেল কোথায়?' আবার জানতে চাইলো এডওয়ার্লিস।

'কাগজে উঠলে পড়ে নিও,' বলে লুকের দিকে তাকালো রলিংস। 'নাও, এবার ট্রেনে তুলে দাও এদের।'

'কোথায় যাবো এবার?' দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো লুথার স্যাম্পেল।

'শহরে,' জবাব দিলো টমাস, 'ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি।'

পিছু হটতে শুরু করলো ট্রেন। হাঁটতে হাঁটতে এক্সপ্রেস কারের দিকে এগোলো টমাস। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই দেখলো প্রবল বেগে মাথা নেড়ে চলেছে এক্সপ্রেস এজেন্ট। 'কি বলবো, ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার দশা হয়েছিলো আমার!

'এখন আর কোনো চিন্তা নেই, সব ঝামেলা মিটে গেছে।'

টাকার বাক্সগুলো একনজর দেখে আবার লুকদের সঙ্গে এসে যোগ দিলো টমাস।

বগির শেষ মাথায় কয়েদিদের মুখোমুখি একটা সিটে বসেছে লুক —অন্য মাথায় বসে কয়েদিদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছে জন লঙ। কয়েদিদের দুজন পাশাপাশি দুটি আসনে বসলেও, আলাদা বসেছে মেয়েটা।

ক্লান্ত টমাস। গত কদিনের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় অবসন্ন কাহিল। এড ওয়ালিসের সামনে একটু থামলো ও। 'পানির ট্যাংকের কাছে এক বুড়োর খচ্চর গুলি করে তুমিই মেরেছিলে নাকি?'

মাথা তুলে তাকালো এড। 'ঐ দোষেও জেল খাটতে হবে নাকি?'

'নাহ্,' বললো টমাস, 'হ্যামিল্টন-হত্যা আর ডাকাতির চেষ্টা — এদুটোই যথেষ্ট। তাছাড়া, রড মরগানের ওপর হামলা; অফিসারকে দায়িত্ব পালনে বাধাদান— আরও কত কি আছে! একটা কথা শোনো, তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, পালানোর সুযোগ পেলেও পালিও না যেন।'

'তার মানে?'

'ঐ বুড়োটা এখন তোমাকে গুলি করার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তুমি যদি পালিয়েও যাও, তোমাকে ধরার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করবো না আমি। যা করার ঐ বুড়োই করবে।'

'ঐ বুড়ো হাবড়াটা? খচ্চরটার সঙ্গে ও শালাকেও খুন করা উচিত ছিলো দেখছি।'

'কিন্তু করনি। বড় ভয়ঙ্কর লোক সে—তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় খচ্চরটাকে খতম করেছো তুমি—হাতের কাছে পেলে স্রেফ চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে তোমাকে।'

বোম্যান অপেক্ষা করছিলো স্টেশনে। ট্রেন থামতেই এডদের

পাহারা দিয়ে নামালো সে। নেডের লাশও নামানো হলো।

'হ্যামিল্টন কোথায়?' জিজ্ঞাসা বোম্যানের।

'ওকে বোধ হয় মেরে ফেলা হয়েছে। ওর সম্পর্কে রা কাড়ছে না কেউ – ভাবছি, একবার খুঁজে আসবো কিনা।'

স্বর্ণ আর রূপোর মুদ্রার বাক্সগুলো নামাতে সাহায্য করলো টমাস। 'এই হচ্ছে তোমাদের টাকা, বোম্যান,' বললো ও, 'এবার পাওনা মেটাতে আর কোনো অসুবিধে হবে না।'

বাক্সগুলো দেখে মাথা নাড়লো বোম্যান। 'কি যে বলবো, বুঝতেই পারছি না, টমাস। আমাদের শহর আর টাকা দুটোই রক্ষা করলে, বিনিময়ে পেলে অপমান আর দুর্ব্যবহার।'

'হোটেলে একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দাও, ব্যাস, তাহলেই হবে, আর ভাবতে হবে না।'

'ঠিক আছে – এখনতো আর কোনো অসুবিধে নেই। ক্রেইটনকে কে খুন করেছে, জানতে বাকি নেই কারো। তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্যে সবাই অনুতপ্ত।' একটু দম নিলো বোম্যান। 'ও, হ্যাঁ, নতুন কিছু লোক দেখলাম শহরে ··তোমাকে খুঁজছে, বন্ধু-টন্ধু হবে বোধ হয় তোমার।'

'বন্ধু? এদিককার কাউকেই তো তেমন চিনি না আমি।'

সিগার ধরালো বোম্যান। 'এদিককার কেউ নয়। পুব থেকেই এসেছে ওরা, চারজন।'

পুব থেকে? কারা হতে পারে?—হঠাৎ জ্যাকব ফ্রিম্যানের চিঠিটার কথা মনে পড়লো। পকেট হাতড়ে চিঠিটা বের করে খুললো রলিংস।

টমাস,

খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলাম তুমি এ শহরে ; তাই চিঠি লিখছি। আপাতত জরুরী কোনো কাজ নেই এখানে, যতদিন ইচ্ছে থাকতে পারো। এখানে তোমার কৌশলটা দারুণ কাজ দিয়েছে। কেটে পড়েছে কাররা···হাওয়া হয়ে গেছে। যাকগে, তবুও তোমার সাবধান থাকা উচিত। বলা যায় না···ওরা তোমাকেই হয়তো খুঁজছে—তোমার ওপর মহাখাপ্পা ব্যাটারা ! সাবধান, হঠাৎ হাজির হয়ে যেতে পারে যে কোনো সময়।

হেনরী এখন ভালোই আছে, তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে সে।

ও-হ্যাঁ, আরেকটা কথা, পশ্চিমের এ শহরে থেকে গেলেই বোধ হয় ভালো করবে তুমি। সব ভুলে নতুন জীবন শুরু করতে পারবে। শুভেচ্ছা রইলো—

জ্যাকব ফ্রিম্যান।

এতক্ষণ ওর দিকে তাকিয়েছিলো বোম্যান। পড়া শেষ হতেই জানতে চাইলো, 'কি, কোনো দুঃসংবাদ !'

চিঠিটা ভাঁজ করে আবার পকেটে রাখলো টমাস। কাররা পশ্চিম বা মধ্যপশ্চিমেরই লোক সুতরাং এদিককার লোকালয় সম্ভবত খুব ভালোই চেনা আছে ওদের। জ্যাকবের চিঠিপত্রের ওপর নজর রাখলেই অনায়াসে ওকে খুঁজে বের করা সম্ভব।

'হ্যাঁ, সে রকমই বলা যায়,' সায় দিলো টমাস রলিংস। 'নিউ ইয়র্ক থেকে পুরোনো শত্রুরাই এসেছে মনে হচ্ছে।'

রাস্তায় সতর্ক চোখ রেখে পুরো ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করলো

টমাস।

রাস্তায় লোকজনের আনাগোনা—কেনাকাটায় ব্যস্ত তারা।

'আমার ধারণা ঠিক হলে,' বললো টমাস, 'এটা আমার লড়াই—ওরা আমাকে খুঁজছে—আর কাউকে না।'

'আমাদের শহরেরই মার্শাল তুমি টমাস,' মৃদু কণ্ঠে প্রতিবাদ করলো বোম্যান। 'বাইরের লোক এসে আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবে—সেটি হতে দেবো না,' হাসলো সে। 'তুমি আবার কিছু মনে করে বসো না যেন।'

কোথায় ওরা? হোটেলের দিকে চোখ রেখে ভাবলো টমাস, ও শহরে ফিরে এসেছে, জানে? আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে চারদিকে তাকালো টমাস।

কাছে এসে দাঁড়ালো লুথার স্যাম্পেল। 'ওদের আটকে রেখে এলাম। তোমাকে খুঁজছে মেয়েটা, কি নাকি কথা আছে!'

'ঠিক আছে, দেখছি,' বলে এগোলো টমাস।

হ্যামিল্টনের দোকানেরই একটা স্টোররুমে আটকে রেখেছে ওরা মেয়েটাকে। থরে থরে ময়দা, চিনি, এসবের বস্তায় ভরে আছে ঘরটা।

বসে ছিলো মেয়েটা। টমাস ঢুকতেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো।'

'এ অবস্থা থেকে রেহাই চাই আমি, আমাকে সাহায্য কর, মার্শাল।'

'মানে?'

'এসব—মানে এরকম কিছু ঘটতে পারে, ভাবতেই পারিনি আমি—এ যে অসম্ভব, আমার ঘর-বাড়ি, বন্ধু-বান্ধব—'

'এসব কথা আগেই ভাবা উচিত ছিলো।'

'কিভাবে? আমি তো জানতামই না—'

'যে ধরা পড়বে—তাই তো? ডাকাতি আর খুনের দায়ে কাঠ-

গড়ায় দাঁড়ানোর কথাও মনে আসেনি নিশ্চয়ই ?'

'খুন ?' ঢোক গিললো মেয়েটা, 'খুনের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'আছে, ম্যাম, আছে। সবকিছুর হোতা তো তুমি—সবচেয়ে বেশি অপরাধী। আসলকথা কি জানো, ধরা পড়ার ভয় থাকলে কোনো লোকই আর অপরাধ করার সাহস করতো না। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সবাই ধরে নেয়, তাকে ধরার সাধ্য দুনিয়ার কারো নেই।'

'কিন্তু জীবনে কখনো এমন কাজ তো আমি করিনি, মার্শাল! এটাই প্রথম, বিশ্বাস কর, আর কোনোদিন এ কাজ করবো না। বাঁচাবে না আমায় ?'

'তুমি হ্যামিল্টনকে বাঁচাতে পারলে, তোমাকে বাঁচাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'কিন্তু সে তো মরেই গেছে!'

'ঠিক, ম্যাম, মারা গেছে ক্রেইটনও। লোভী, স্বার্থপর একটা মেয়েই এসবের জন্যে দায়ী। ওদের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়ে তারপর এসো আমার কাছে সাহায্য চাইতে। কোনো কাজ করবার আগেই পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত সবার—পরে নয়। পরে নাকি কান্না কেঁদে কোনো লাভ নেই। এখন আর আমার কিছুই করার নেই, ম্যাম।'

আবেদন আর যন্ত্রণার ছাপ মিলিয়ে গিয়ে তার জায়গায় তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠলো মেয়েটার চোখে। কথাবার্তা বলার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিলো টমাস। আর ভালো লাগছে না, এসব ঝামেলা শেষ হয়ে যাক এটাই চাইছে ও। শান্তিতে বসে

পেট ভরে কিছু খাওয়া দরকার। কেন যেন লোমার কথা মনে পড়ছে বারবার।

দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী বিচারের জন্যে সবাইকে পুবের কোনো আদালতে নিয়ে যাওয়া হবে। সন্দেহ নেই, সাক্ষী দিতে লুথার স্যাম্পেল, লুক শর্ট, বোম্যান, আর বার্টের সঙ্গে যেতে হবে ওকেও বার্ট রাজসাক্ষী হতে সম্মত হয়েছে।

হ্যামিল্টনের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে দেখলো, বোম্যানের সেলুনের সামনে জন লঙ আর লুথার স্যাম্পেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আলাপ করছে লুক শর্ট টমাস এগোলো সেদিকে, সেলুনের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো বোম্যান।

ওরা প্রত্যেকে সশস্ত্র।

'এসব কি?' জানতে চাইলো টমাস, 'আবার লড়াই?'

'হতেও পারে। তোমাকেই নাকি খুঁজছে হোটেলের লোকগুলো।'

'কিন্তু এটা আমার লড়াই।'

'আমাদের মার্শাল তুমি, আর ওরা চারজন—এটা আর তোমার একার লড়াই নেই—আমরাও আছি।'

ছয় কদমও এগোয়নি টমাস। মৃদু নড়াচড়া আর ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেলো। ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল বেশ কয়েকজন ঘোড়সওয়ার। দালানকোঠার ফাঁক গলে বেরিয়ে এসে হোটেলের সামনে দাঁড়ালো আরো কয়েকজন।

এক পলকের জন্যে হোটেলের বারান্দায় কারদের একজনকে দেখতে পেলো টমাস, তারপরই প্রায় জনাবিশেক অশ্বারোহীর আড়ালে হারিয়ে গেল তার চেহারা।

দাঁড়িয়ে পড়লো টমাস। অবাক চোখে দেখলো, প্রায় বারোজন

ঘোড়সওয়ার কারদের ঘেরাও করে স্টেশনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ঘোড়া ঘুরিয়ে টমাসের দিকে এগিয়ে এলো অবশিষ্টদের এক-জন। মার্ক ব্রিউয়ারের সেই লালচুলো কাউহ্যাণ্ড। 'ব্যাটাদের একটু খাতির দেখাচ্ছি আর কি,' বললো সে, 'পথ দেখিয়ে স্টেশনে পাঠিয়ে দিলাম শালাদের। আমাদের মাগনা মদ খাওয়াবে বলেছিলে না, তার আগেই তো আর তোমাকে মরতে দিতে পারি না, কি বলো?'

'কিন্তু এটা আমার লড়াই!'

'আরে, রাখো তোমার লড়াই!' সরল কণ্ঠে বললো লোকটা। 'নাও, এবার চলোতো, সেলুনে চলো।'

ঘুরে আবার বোম্যানের সেলুনের দিকে হাঁটা দিলো টমাস। বারের কাছে ঘেঁষার আগেই হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকলো মার্ক ব্রিউয়ার। 'কোনো বিপদ হয়নি তো, মার্শাল?'

'না, সব ঠিক আছে। নিন, আসুন গলাটা একটু ভিজিয়ে নিন। যার যত ইচ্ছে—সব খরচ আমার।'

'নিশ্চয়ই!' গ্লাস হাতে নিলো ব্রিউয়ার, তারপর বললো, 'আমার দুজন কাউহ্যাণ্ড ওদিকে দক্ষিণে কয়েক মাইল দূরে তোমাদের দোকানদারের লাশ খুঁজে পেয়েছে—সাথে করে নিয়ে এসেছি আমরা। খুব কাছে থেকে পিঠে গুলি করা হয়েছে তাকে।'

'এটাই আশঙ্কা করেছিলাম আমি। যাক, খুব ঝামেলা গেল কটা দিন,' বললো টমাস।

'আমার লোকজন এখানে আর কোনোরকম গোলমাল করবে না,' ওকে আশ্বস্ত করলো মার্ক ব্রিউয়ার। 'বেশ ফুর্তিতেই আছে ওরা এখানে।'

'যতক্ষণ শহরে আছো, গানবেল্টগুলো খুলে রেখো তোমার,

কেমন ? কাউহ্যাণ্ডকে বললো টমাস রলিংস।

কাঁধ ঝাঁকালো লোকটা। 'এ ছাড়া কোনো উপায় তো দেখছি না।' হাসলো সে। 'বেহুদা প্রাণ খোয়ানোর সাধ নেই আমার।'

'পানীয় শেষ করে মার্ক ব্রিউয়ারের সঙ্গে বাইরে এলো টমাস রলিংস।

পেনডেলটনের র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা দিলে হতো না ?' বললো ব্রিউয়ার। 'শুনলাম একটা মেয়ে নাকি তোমাকে দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে ওখানে। সঙ্গে,' একটু বিরতি নিয়ে বললো সে, 'এক ভদ্রলোকও আছে, মার্শাল রড মরগান। মারাত্মক অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠছে সে, এই মুহূর্তে অচেনা ডেপুটির কাছ থেকে রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে।'

গভীর রাতে শহরে ফিরে এলো টমাস রলিংস। রাস্তাতেই দেখা হলো লুক শর্টের সঙ্গে। 'এড ওয়ালিস হাওয়া হয়ে গেছে,' বললো সে, 'দরজা খুলে কে যেন বের করে দিয়েছে তাকে।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে লুকের হাতে লাগাম ধরিয়ে দিলো টমাস। 'এটাকে আস্তাবলে রেখে এসো। সকালে আবার বেচারা এডের লাশের খোঁজে বেরুতে হবে।'

'লাশ ?'

'পেনডেলটনদের র‍্যাঞ্চে আছে রড মরগান। অ্যালবার্ট ফেইফারের সাহায্যে লোমাই নিয়ে গিয়েছিলো ওকে।'

'এড ওয়ালিসের কি করবে, বললে না ?'

'ভেবো না। বেশি দূরে যেতে হবে না। পানির ট্যাংকের কাছেপিঠেই পাওয়া যাবে ওর লাশটা। একটা খচ্চরের লাশ খুঁজে বের কর—দেখবে ওটার পাশেই পড়ে আছে এড ওয়ালিস।'

—ঃ শেষ ঃ—

ওয়েস্টার্ন-১৯

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

জলদস্যু

রওশন জামিল

ষোল টাকা

স্বাধীনচেতা নির্ভীক এক জেদী মানুষ
অ্যালান ওসমান।
পথের ধারে একদিন স্বর্ণমুদ্রা কুড়িয়ে পেল।
বেচতে গিয়েই পড়লো বিপদে। প্রচণ্ড ক্রোধ
আর তলোয়ারে মারাত্মক দক্ষতা তাকে
নিয়ে গেল চরম দুর্ভোগের শেষ প্রান্তে।
স্বদেশ ইংল্যাণ্ড ছেড়ে পশ্চিমে রওনা দিল সে,
জলদস্যু-অধ্যুষিত সাগর পাড়ি দিয়ে
পৌঁছলো আমেরিকার এক অজানা বিপদসঙ্কুল সীমান্তে
সেখানে পদে পদে ইনডিয়ান, পিস্তলবাজ
আর খুনে-ডাকাতের ভয়।
পশ্চিমে কীভাবে বসতিস্থাপন শুরু হয়
তার এক শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনী।

নিকটস্থ বুকস্টলে খোঁজ করুন